Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

3726

সেতু

টরজেই ভেসাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म्

पुस्तक संख्या……

पञ्जिका संख्या……

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
वर्ग संख्या ——— आगत संख्या ———
पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है
इस तिथि सहित 15वें दिन तक यह पुस्तक
पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा 10
5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब - दण्ड लगेगा ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিখ্যাত লেখক—দু'বার নোবেল পুরস্কার প্রার্থী—টারজেই ভেসাসের লেখা 'The Bridges', ইংরেজী ভাষায় অনূদিত তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। তিনজন তরুণ-তরুণীর মানসিক পরিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য বি য়। একজন কুমারী মা, নবজাতককে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। অড্ ও টরভিল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার জীবনের বিয়োগাত্মক নাটকে বিভিন্ন-ভাবে অংশ নিয়েছে। বিশেষ করে, অডের প্রতি আজীবনের স্নেহ-ভালবাসা সত্ত্বেও টরভিল ভালবার্গের সুগঠিত দেহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। সাক্ষাতের ভেতর দিয়ে তিনজনই নিজের নিজের মনের অজানা আবেগ ও উত্তেজনার সঙ্গে পরিচিত হয়। তাদের মনোভাব নিজেদের মধ্যে বিনিময় করাকেই বলা হয়েছে 'সেতু'। ভেসাসের উপন্যাসের বিশেষত্ব—তাঁর মানসিকতায়, সমবেদনায় ও কাব্য-ধর্মীতায় সর্বত্রই সার্থক ও কল্যাণকর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3726

টারজেই ভেসাস

সেতু

অনুবাদঃ শ্রীমতী অমলা মৈত্র

ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SETU : 'The Bridges' by Tarjei Vessas, Translated in Bengali by Smt. Amala Moitra from the English translation by Elizabeth Rakkan. Rupees 8-00 only

প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৩৮৭ সাল। April 14, 1980.

প্রকাশক ও মুদ্রক : এন. সি. শীল, ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট, ২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৫

আট টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টারজেই ভেসাস্ ও সেতু

টারজেই ভেসাসের জন্ম ১৮৯৭ সালে নরওয়ের টেলেমার্ক অঞ্চলের ভেসাসে। ১৯২০ থেকেই লেখা শুরু করেছিলেন—এখনো লিখছেন। বাঙালী পাঠক তথা ভারতীয় পাঠকের কাছে তিনি তেমন পরিচিত নন। তাঁর লেখার পরিমাণ যেমন বহুল তেমনি বিচিত্র। পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য জীবনে প্রকাশিত হয়েছে তেইশখানি উপন্যাস, চারখানি গল্পগ্রন্থ, পাঁচখানি কাব্য। সেইসঙ্গে নানান পত্রপত্রিকায় ছড়ানো গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের পাশাপাশি আছে কয়েকখানি নাটক ও বেতার-নাটক। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের অনন্য বিশেষত্ব।

ভেসাসের রচনার বিশেষত্ব সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ অবহিত না থাকলে পাঠক ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভেসাসের লেখায় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দেখা যায়, যাকে বলা যেতে পারে বৈপরীত্য সৃজন। আলো-অন্ধকারের সহাবস্থানে দুটিকেই প্রখর করে তোলার এক প্রবণতা তাঁর জীবনগত অনুসন্ধানকে তীব্রতর করে তোলে। গদ্যরচনার মধ্যেও তাঁর কবিপ্রাণের এই স্পন্দন অনুভববেদ্য।

দ্বিতীয়তঃ, ভেসাসের রচনার রূপকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাহিনী বয়নের মধ্যে রূপকল্পগুলো নির্দিষ্ট আলোকসোপান বিশেষ। বিন্যস্ত বাস্তব এবং লেখকের অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে পাঠককে আন্দোলিত করতে থাকে। ফলে তাঁর উপন্যাসে বা গল্পে, কাহিনী কখনোই প্রাধান্য বিস্তার করে না—অন্য এক গভীর সত্যের প্রাঙ্গণে অনুভূতির রক্তকুসুম ফুটিয়ে তোলে। ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনেথ চ্যাপম্যান এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন—These two inter-related and somewhat mystical aspects of life : the intuitive apprehension of reality and the experiencing of a mental image as if it were reality, play important roles in Tarjei Vessas' writing. In many of his stories and novels Vesaas does not tell a story in the traditional sense of the word, but presents for the readers

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

intuitive acceptance, an image or series of images which expresses his impression of a life situation.

এই কারণে অনেক সময় রূপকল্পগুলোকে ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় এবং এই পুনরাবর্তন এক সন্নিষ্ঠ আবেদন সৃষ্টি করে।

তৃতীয়তঃ, ভেসাসের রচনাসমগ্রে শিশুদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভেসাসের পরিশীলিত মননের পেছনে রয়েছে এক চিরবিমুগ্ধ কিশোর আত্মা, যে দুচোখ মেলে পৃথিবীর নানান বিস্ময়কে আবিষ্কার করে—উপভোগ করে; এই মানসিকতা নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরী চরিত্রগুলোকে তিনি উত্তপ্ত সহানুভূতি দিয়ে গড়েছেন—তার মধ্যে বক্র চাতুর্য নেই—তাঁরা সহজ সরলতায় সমৃদ্ধ। এবং ক্রমশঃ ভেসাস রূপকল্প রচনায় এই শিশু ও কিশোর মনের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়েছেন। এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীর কথা বলার অধিকার নেই। তবে বাঙালী পাঠক এমন উপহার পেয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, বিশেষ করে অপু অনুরূপ উদাহরণ। ভেসাসের নানান রচনায় এই সব চরিত্র নানান বেশে ঘুরে ফিরে এসেছে। সেতু উপন্যাসের মতই তাঁর Spring Night উপন্যাসে দেখি নায়কের বয়েস চোদ্দ, যে দিবাস্বপ্নে সতত বিভোর।

এই উপন্যাস The Bridges-এর অনুবাদ। এখানে পাঠক সহজেই লক্ষ্য করবেন কাহিনীক্রমের মধ্যে গীতিময়তার তীব্র স্রোত। বাইরের প্রকৃতিকে যখন লেখক বর্ণনা করছেন, সমান্তরাল ভাবে চরিত্রের অন্তর্গত একটি প্রকৃতিকেও তিনি উন্মোচন করছেন। তার ফলে আকাশমাটি, পাহাড়-নদী, উদ্ভিদ, সেতু, মানুষ, পশু সব কিছুই বাস্তব হলেও কেমন যেন সাংকেতিক বার্তাবহ। অতি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়গুলোর দিকে এই কারণেই সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে সংকেত শুধু সংকেতই নেই—রূপকাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। ভেসাসের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস Children of Man থেকে বরাবর এই সৃজন কর্মের পরিশীলন ঘটেছে এবং সেতু রচনায় গীতিময় সঞ্চার-প্রবণতা সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে। একটি তীব্র বাস্তব সমস্যার মধ্যে এই সব অধ্যায় পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে এবং সমস্যাটিকে এড়িয়ে কেবল কথাবস্তু নিয়ে সে এগিয়ে যেতে পারে না।

অবৈধ সন্তানের সমস্যা এই উপন্যাসে উপজীব্য এবং তাকে তুলে ধরেছেন অবিবাহিতা মায়ের দিক থেকে। নিজের সন্তানকে হত্যা করে সে যখন জীবনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে তখন তাকে জীবনের পথে তুলে দিচ্ছে আঠারো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বছর বয়েসের নতুন যৌবনের নায়ক-নায়িকা টরভিল এবং অড্। অত্যন্ত সরল কাহিনীবৃত্তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লাইনে লেখক বিস্তার করেছেন ঘটনার অভিজ্ঞতার মেজাজ ও চরিত্রদের নিজস্ব মানসিকতা। দূরের হাওয়া আসে পাথরের সেতুর ওপর দিয়ে—উপন্যাসের শেষে সেই হাওয়া দিক পরিবর্তন করে। এখানে সন্ধ্যা, উজ্জ্বল সূর্যের আলো, দুই বাড়ির মধ্যেকার ছোট দরজা—যার কোনো তালা নেই, বনাঞ্চল, শান্ত মানুষের নীড় ও অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এমন কি জেলীর গন্ধে উড়ে-আসা মধুপ—সবই বাস্তব হয়েও যেন অধিকতর ব্যঞ্জনা বহন করে এবং সমস্ত ব্যঞ্জনার অনুরণনকে লেখক পরম্পরা সাজিয়েছেন টরভিল ও অডের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রতিটি ঘটনার মধ্যে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট চরিত্র পরবর্তী ঘটনার ছায়ার মধ্যে চলে এসেছে এবং এসেছে আপনা থেকেই। নিজেদের মনের পথ্ ধরে টরভিল ও অড্ অভিভাবকদের গড়ে দেওয়া সম্পর্ককে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। টরভিল সে কথা ভেবেছে পাথরের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে—এবং সম্পর্ক যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন সেই সেতুর ওপর দিয়েই দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে অড্—তখন সে বুঝতে পারছে আবার একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পুরনো থেকে নতুন—নতুন থেকে নতুনতর সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতার অবলম্বন অনড় এই সেতু। এপার থেকে ওধার ভাল করে দেখা যায় না—শুধু একটা আভাস মাত্র, যা তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে। চলন্ত ট্রাকের মুখ থেকে জীবন নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত টরভিল অনাগত বৃহত্তর ধাক্কার মুখোমুখি হচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতা হল সুখের নীড় ছোট ছোট বাড়ি থেকে দূরে—বনরাজ্যে। মৃত শিশুকে তারা ডালপালা দিয়ে ঢেকে এসেছিল মমতায়; পরদিন তাকে কবর দিতে গিয়ে দেখল মৃতদেহ নেই। সেই মুহূর্তে তারা স্বস্তি বোধ করেনি, মনে হয়েছিল—অজানা এক ঘটনায় তারা জড়িয়ে পড়েছে। এই অনুভূতি থেকেই তারা এগিয়ে চলল অন্য আর এক অভিজ্ঞতায়।

রাতে টরভিল কুকুরের স্বপ্ন দেখেছে—ঐ জড়িত হয়ে পড়ার সচেতনতা থেকেই। ফলে সে দেখেছে স্বপ্নের মধ্যে দুটো সেতু। পুরনো সেতুটা যেন অনেকবার ধ্বংস হয়ে গেছে—এবং নতুন সেতুটাও যেন তাদের জন্যে নয়। এই কুকুরটা জীবনের অসুন্দর কতকগুলো প্রয়োজনের প্রতীক—তাই টরভিলের মনে হয়েছে কুকুরটা তার নয়—কিন্তু সেতুটা তাদের। কিন্তু কুকুরটা তাকে ছাড়েনি—আবার এসেছে। টরভিল স্বপ্ন দেখছে, কুকুরটা অডকে লেহন করতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড অদৃশ্য হয়ে গেল। এই অলৌকিকত্বের মেজাজ ঘনীভূত হয়েছে যখন অড তাকে বলেছিল যে, সেও স্বপ্ন দেখেছে যে একটা অন্ধ কুকুর টরভিলকে লেহন করছে।

আঠারো বছরের মনকে বোঝা ও বোঝানোর জন্যে এই যে রূপকল্প—এই উপন্যাসে তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঠিক তখনই তারা মুখোমুখি হল অবিবাহিতা মা ভালবর্গের সঙ্গে। তারও বয়েস আঠারো। সে তার শিশুসন্তানের মৃতদেহ জলে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং তার মানসিক অবস্থা বোঝাতে কয়েকটি অধ্যায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ভালবর্গ মৃত্যুর কথা ভেবেছে অথচ তাকে সে ভয়ও করে। জলাঘাসে আধখানা ডুবে থাকা গাছ যেন বলে, এখানে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লে অন্য এক অনুভূতি জাগে।

তৃতীয়বারের সাক্ষাতের পরেও ভালবর্গ জীবনের উত্তাপ থেকে দূরে থেকে গেছে—মনে হয়েছে আমরা অন্ধকারের জীব, যেখানে আলো পৌঁছয় না—আমরা কীটের মত নিজের আলোয় চলি—চলতে থাকি, একা, বিরাট অন্ধকারের মধ্যে। এই সময় টরভিলের সঙ্গে সেই এক অনির্বচনীয় সম্পর্ক আবিষ্কার করে, নতুন অনুভূতি লাভ করে এবং সেই অনুভূতির হাত ধরে সে ফিরে এল জীবনের পথ-পরিক্রমায়। সে আর টরভিল, দুজনেই, এই অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত; কিন্তু তার স্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেনি। চতুর্থ সাক্ষাতে ভালবর্গ বলছে এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে অথচ টরভিল চায় তারা থাকবে সংযুক্ত জীবনে। ভালবর্গের এই মানসিক পরিবর্তন ভেসাস ধরে রেখেছেন গীতিময় ব্যঞ্জনায়। কুয়োর জলের মধ্যে আর একটা নতুন চোখ সে দেখতে পায়। নদীর মধ্যেও নতুন আশার প্রতিরূপ দেখে ভালবর্গ।' নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে সে চলার কথা ভাবে। জল তাকে শক্তি যোগায়, সে সিদ্ধান্ত নেয় সহজেই—সে চলে যাবে; চলে যাবে নিজের পথে, নিজের শক্তিতে—বাঁচবে সে নিজের মত করে। সন্দেহ নেই টরভিলের ভালবাসার ঘোষণাই তাকে এই বড় মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল। টরভিলও যেন নিজের ভেতর একটা পরিবর্তন অনুভব করে—কুকুর অধ্যায়ে তার পরিচয় বিধৃত। প্রথম বারের তুলনায় এবার তার অভিজ্ঞতায় কবিত্ব সঞ্চারিত—একাধিক সেতুর মাঝখানে সে যেন দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁজে পায়—নিজেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, এই সেই আমি। এই কবিত্ব বিশ্লেষণের পথ নেয়নি। কাহিনীগত বাস্তবতা ম্লান হয়ে গেছে অনুভূতির তীব্রতায়। এখন আর অড্ নয়—ভালবর্গও নয়, টরভিল মানুষের সঙ্গে সেতুবন্ধন আকাঙ্ক্ষা করছে। কিন্তু একেবারে শেষে লেখক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইঙ্গিত করলেন সেই মানুষ হল অড্—তাকে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সেতুর ওপর থেকেই টরভিলের অভিমুখী করেছেন। তখনই উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে ভালবর্গ। সেতুর ওপরে বাতাস আছে—অন্যদিক থেকে বহতা-বাতাস চিরপ্রবহমান জীবনের রূপক বিশেষ। বয়স্ক সেতুও যেন অনেক প্রজন্মের নীরব সাক্ষী—পারম্পরিক সম্পর্ক নির্মিতির অন্যতম সংকেত বিশেষ।

উপন্যাসের প্রথমে টরভিলকে উদভ্রান্ত করেছিল হাওয়া—টেনে নিয়ে গেছিল অজানা ঘটনাবর্তে—শেষপর্বে সেই হাওয়া অড ও ভালবর্গকে নিয়ে গেল বিপরীত মুখে সেই অজানা ঘটনার দিকে। তবে তিনজনেই দাঁড়িয়েছিল সেতুর ওপরে—যেখানে পথচলতি মানুষের মুখোমুখি দেখা হয়—এর নিচে নীরবে বয়ে চলে নদীর জলস্রোত, অনিবার্য ও অজ্ঞাত ঘটনার মত। মানুষ থামতে পারে না—এই অমোঘ সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আত্মিক সংকট ও অস্তিত্বগত অনিশ্চয়তা নিয়ে রচিত সেতু উপন্যাস মূলতঃ অন্তরঙ্গ জীবন-কবিতা।

এলিজাবেথ রক্কান উপন্যাসখানি অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজীতে—ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী অমলা মৈত্র। টারজেই ভেসাসের এই গ্রন্থের অনুবাদ পরিবেশন করে আমরা গর্বিত।

১ বৈশাখ, ১৩৮৭

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশকের পক্ষে

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেতু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথম খণ্ড ঃ ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ল

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সেতু এবং জলস্রোতের কাছে

বাতাস বয়ে আসছে অনেক দূর থেকে।

জলস্রোতের উপর সেতু—উপর দিয়ে চলে গেছে বড় রাস্তা। মজবুত ও উঁচু পাথরের সেতু সমগ্র নিসর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেয়ালের কালো কালো পাথরগুলোর বুকে বহুকালের রোদ, ঝড় আর বৃষ্টির ছাপ। একদিকের সারি সারি পাহাড় এই সেতুর বিরাটত্বকে খর্ব করতে পারেনি।

নদীটি গভীর; তাই সমতল উপত্যকায় জলরাশির যে চাঞ্চল্য ও জলতলের প্রস্তরখণ্ডের উপর জলের ঘাত-প্রতিঘাতের দরুণ তরঙ্গভঙ্গ,—তা দেখা যায় না। দেখলে মনে হয় যেন জলস্রোতটি স্থির। বিরাট জলরাশি অবিরল ধারায় দিবারাত্র প্রবাহিত হচ্ছে। মনে করিয়ে না দিলে তার স্রোতের তীব্রতা কেউই মনে রাখে না।

সেদিন ছিল গ্রীষ্মশেষের আলসেমিতে ভরা একটা ছুটির দিন। তরুণ যুবক টরভিল সেতুর উপর দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে জলের দিকে তাকিয়েছিল। এই সেতুকে সে ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। প্রিয় বান্ধবী অডের কথা ভাবছিল। তাকেও সে দেখছে ছেলেবেলা থেকেই। এই সেতুর কাছেই তুজনের বাড়ি এবং পাশাপাশি। তুজনেরই বয়েস আঠারো। একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হয়ে উঠেছে। তুজনেই, একে অন্যের পরম বন্ধু। ওদের বাবা-মায়েরা মনে মনে কোন্ আশা পোষণ করে আছেন ও কিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা তাদের অজানা নয়। আর তাঁদের এই আশাটাই অন্যরকম অস্বাভাবিক পরিণতিকে বাধা দিচ্ছে। অড্ আর টরভিল ভাবে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে, বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু এটাও বোঝে, যে, তারা দুজন দুজনকে পছন্দ করে। অন্য সঙ্গী তারা চায় না। কখনো কখনো ওরা নিজেদের স্পর্শ করে কিন্তু তখনই সরে যায়, কারণ দু-জোড়া বাবা-মা বাড়ীতে বসে এই রকমই কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

টরভিলের শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে ভাবছিল, এর পরিণাম কী? সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে সে একটা নাম না-জানা তারাকে অডের নামে চিহ্নিত করল।

তার মনে হল এই গ্রীষ্মে সবকিছু কি অন্যরকম রূপ নিয়েছে? একটি তারা, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যার নাম ছিল না। সবই নিশ্চিত, আবার একটা গভীর অনিশ্চয়তা। শুধু একবার হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু একটু পরেই মনে হয়, না। কেন না? কারণ, কেমন যেন একটা ভয় হয়।

সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে সে স্মৃতি-চারণ করতে থাকে। অড বুদ্ধিমতী ও ভালো সঙ্গিনী। ওরা একসঙ্গেই রোজ স্কুলে যায়। বেশ মনে আছে একদিন সে অডকে বলেছিল,—'তুমি আর বড় হয়ো না অড।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অড্ বলেছিল—'কেন?'

'তুমি আর লম্বা হয়ো না।'

'তাতে তোমার কি?'

টরভিলের এখন আবার মনে হল অডের আর লম্বা হওয়ার দরকার নেই। সে যথেষ্ট লম্বা হয়েছে। আর সুন্দরী হতে হলে যা দরকার সবই ওর রয়েছে। তারা দুজনেই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাদের অভিভাবকদের ধারণা এই ছেলেমেয়ে দুটির বুঝি চিন্তার কিছুই নেই। তাঁরা নিজেরাই সবসময়ে নিশ্চিন্তে কথা বলছেন, আলোচনা চালাচ্ছেন। টরভিলের আবার মনে হল সত্যিই হয়তো চিন্তা করার কিছু নেই। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল—এখন গরমের ছুটি—সাঁতার কেটে, আলসেমি করে দিন কাটছে। পথে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যান-বাহন চলছে অগুনতি। কিন্তু তবুও, তারা আর কোনও সাথী খুঁজে পায় না। যদিও অনেকে কাছেই থাকে তবু মনে হয়, সকলেই যেন বহুদূরের। ওদের দুজনের বন্ধুত্ব এত গভীর, যে অন্য কেউ এলে ওদের শান্তিভঙ্গ হয়।

টরভিলের মনে পড়ে কোনও এক উষ্ণদিনে হাল্কা পোষাক পরা অড্‌কে স্পর্শ করে টরভিলের চেহারা এমন হয়ে যায় যে অড্ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে অডের নাম ধরে ডাকেও না, শুধুই তার গায়ে হাত রাখে। অড্ মুখ লাল করে বলে,—'হচ্ছে কি ?'

'কিছু না'।

'তবে আর এরকম কোরো না।'

'আচ্ছা।'

তারা তখন ষোল বছরের কিশোর-কিশোরী। তাদের সামনে জীবনের রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত। এরকম ঘটনা আরও অনেকবার ঘটেছে কিন্তু এর চেয়ে বেশি তারা আর অগ্রসর হয়নি। বয়স্কদের কল্পনা এবং তাদের জন্ম থেকে পরিচয়ের ফলে এটা ঘটেছে। সে দেখেছে, ছেলেরা অডের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ ফেরাতে পারে না। তখন সে এর কারণ বোঝে, আর ভাবে অড্‌কে সে ওদের চেয়ে অনেক বেশি চেনে।

টরভিল সেতুর ওপর রেলিং ধরে জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরের বন থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে সামনের শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে, চাষীদের বাড়ির পাশ দিয়ে, নীরবে নদী বয়ে চলেছে।

রাস্তায়, এই সময়টায়, খুব গাড়ি চলে। টরভিল অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। রাতে গাড়ির ভিড়, গোলমাল—সব থেমে যাবে। তখনও নদী আপন মনে বয়ে যাবে। আর সেতু জনমানব-শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। টরভিলের মনে হল, আজ রাত্রে সে অডের দিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর একটু এগিয়ে যাবে। কিন্তু পুরোনো অভ্যাসবশে তার মনে হল, না—সেটা ঠিক হবে না। হঠাৎ তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে নিজেকে বোঝালো, 'হয়তো অড্ এই-ই চায়।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পাথরের ছায়া

অদ্ভুত একটা উন্মাদনার সঙ্গে, অনমনস্কভাবে রেলিং ছেড়ে, ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে না গিয়ে টরভিল অন্যদিকে চলতে লাগল। এই চলাই হয়তো তার শেষ চলা হত। সে অভিভূতের মত রাস্তা পার হতে যাবে এমন সময় একটা প্রকাণ্ড লরী তার মুখের সামনে ব্রেক কষে কদর্য আওয়াজ করে থেমে গেল। সে একটা চিৎকার করে সরতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ছিটকে পড়ল। তার মানসিক অনুভূতি একটা সাপের মত তার কাছ থেকে সরে গেল। সে আহত হয়নি, সম্পূর্ণ জীবিত। একজন এসে ভীতভাবে তাকে পাহাড়ের খাদ থেকে তুলে আনে। টরভিলকে জীবিত এবং অক্ষত দেখে তার চোখে আনন্দ দেখা দিল। অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে যান-বাহন চলাচলের বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। একজন চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি অন্ধ নাকি! এমনভাবে গাড়ি চালাও! মানুষটার গায়ে যদি পড়ত'।

আর একজন বলল, 'হ্যাঁ, যদি ছেলেটি চট করে ছিটকে সরে না যেত, তবে তোমার কি হত?'

যাকে উদ্দেশ্য করে এইসব বাক্যবাণ বর্ষিত হচ্ছিল, সে শুধু টরভিলকেই দেখছিল। টরভিলকে জীবিত দেখে আনন্দে তার চোখ চক্-চক্ করে উঠলো।

'টরভিল, তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলছিলে?'

'বোধহয় তাই।'

লোকটা তার লরীর গায়ে হাত ঘষতে ঘষতে বললে, 'ভগবান এবার রক্ষা করেছেন।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গাড়িগুলো আস্তে আস্তে চলতে সুরু করল। এগুলিরও কিছু ক্ষতি হয়নি।

টরভিল সেতুর ওপরে উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। দেহে আর আগের মত জোর পাচ্ছিল না সে ; মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তা ছেড়ে বসে পড়ে, দুর্বলতা কাটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এক নীরব শক্তিশালী ছায়া, যেন সবকিছু ঢেকে দিয়ে নেমে আসছে। টরভিল বুঝতে পারল না—ব্যাপারটা কি। ঐ বিরাট ছায়া যেন তাকে ঘিরে ধরেছে, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোন পাথরের ছায়া নয়, এ ছায়া অন্য সব ছায়ার থেকে আলাদা—গভীর, স্তব্ধ, ঠাণ্ডা ও রূঢ় ; পাহাড়ের নিচের মৃত্যু-উপত্যকার কাছাকাছি। যখন এই ছায়া, তার কালো ওড়না নিয়ে, সব অন্ধকার করে তোমার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তোমার ভিতর থেকে ওরই মত কিছু বেরিয়ে আসে, ওর সঙ্গে মিলিত হতে। এটা কি ঐ পাহাড়ের সাঁকোর ওপরের ছায়া,—যেটা নিজেকে দ্বিগুণ বড় করে ঝুঁকে পড়েছে ঘন অন্ধকারে? ওর তাই মনে হচ্ছিল। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে যাওয়ার জন্যে এটা হয়নি, কেননা সূর্য তখন ডুবে গেছে। এটা পাহাড়ের একটা অস্বাভাবিক, শীতল ছায়া। টরভিলের মনে হল সে যেন একটা গর্তের মধ্যে রয়েছে, আর এই ছায়া তাকে জড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগের চিন্তাটা সে স্মরণ করতে চেষ্টা করে, যেটা তখন তার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর কিছুতেই তা মনে করতে পারলো না। পাহাড় তার বিরাট ছায়া নিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিল, সে এখন জীবিত নাও থাকতে পারত।

যাই হোক্, এ ছায়া একটু পরেই সরে গেল। এর মধ্যে যে কতটা সময় পার হয়ে গেছে টরভিল তা ঠিক জানে না। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। মনের জোরে সে উঠে দাঁড়াল। গাড়ির শব্দ শুনে গাড়ির আলোয় সে দেখল পাহাড়টা ঠিক স্বাভাবিকই আছে। ভাবল, 'কি বোকার মত সব ভাবছিলাম। এবার বাড়ি ফেরা উচিত।' কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখনও তার সেই ছায়াচ্ছন্ন ভাবটা কাটেনি। টরভিল যখন দ্বিতীয়বার সেতুর মাঝখানে এল, একটা শীতল ছায়া আবার হঠাৎ তার ওপরে নেমে এল। সে দেখল পাহাড়ের ধূসর দেয়াল সন্ধ্যার রক্ত-রাগের মধ্যে সবুজের ছিটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা অস্পষ্ট ইমারতের গন্ধ এসে লাগল নাকে। বুঝল এটা তার দুর্বলতার লক্ষণ। তাই টরভিল মন থেকে এটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল এবং শক্ত করে রেলিং ধরে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। এবার তার অনুভূতিটা স্থায়ী হল না। একটা বড় লরী এই সময়ে প্রচণ্ড শব্দ করে চলে গেল। এতে তার আচ্ছন্নভাব কেটে, পাহাড়ের ছায়াটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। লরীর পিছনে একটা গাড়ি যাচ্ছিল। তার চালক, টরভিলের বেসামাল ভাব লক্ষ্য করে, গাড়ি থামাল। টরভিলকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চালক জানালার ফাঁক দিয়ে জানতে চাইল তার কি হয়েছে। টরভিল জানাল যে তার কিছু হয়নি। চালক বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার কিছু হয়েছে। এই রাস্তাটা খুব বিপজ্জনক। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।'

টরভিল বলল, 'ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।'

লোকটি তাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিতে চাইল, কিন্তু সে রাজী হল না। বলল, 'সেতুর কাছেই থাকি।' গাড়িখানা চলে গেল। একটু সুস্থ বোধ করে চলতে সুরু করে টরভিল। পাহাড়ের ছায়া সম্বন্ধে নিজের কল্পনার কথাই ভাবছিল সে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সামান্য দূরে দুখানা একই ধরণের বাড়ি—যেন যমজ বাড়ি। কোন যমজ ভাই-বোন এই বাড়ি দুখানি তৈরী করেনি। দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁদের যৌবনে, বিয়ের পর, বাড়ির প্রয়োজন বোধ করেন, কাছাকাছি বাস করার অভিপ্রায়ে এই সেতুর কাছে জমি কেনেন ও ও একই নকশার দুটি বাড়ি তৈরী করেন। একই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন দুজন।

একই সময় টরভিল ও অডের জন্ম হয়। নদীর পারে সমতল জমির ওপরে দুটি পরিচ্ছন্ন বাড়ি। টরভিল, অডের বাড়ি গেল। বাইরে তখন গ্রীষ্মশেষের ছায়া-ছায়া আঁধার নামছে। পর্দার ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছে দীপালোক। মনে হচ্ছে, যেন আদর করে তাকে ডাকছে। এখানে একটি ভালো মেয়ে থাকে। তার মাও টরভিলকে স্নেহ করেন। ভাগ্যক্রমে, এই বাড়ি দুটির মায়েরা একটু অন্যরকম হওয়ায় কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে টরভিল অডের মার কাছে নিজের মার চেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়ে আসছে। নিজের মা সম্বন্ধে অবশ্য তার নালিশ করার কিছু নেই। কিন্তু অডের মাকে মনে হয় বেশি সুখী। তাঁর পরিস্কার, চক্‌চকে রান্নাঘরে তিনি রোজকার মতই ব্যস্ত। অডের দেখা নেই। কয়েকটি বোলতা গরম সিরাপের গন্ধে ভোঁ-ভোঁ করে খোলা জানালার উপরে ঘুরছে। টরভিল পিছন থেকে জিগেস করে, 'অড্ কোথায়?'

তিনি না ফিরেই বললেন, 'টরভিল, তুমি?' তাঁকে তার দিকে ফেরানোর জন্যে টরভিল বলল, 'আজ আমি আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়ছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার দিকে ফিরলেন, বললেন, 'কি কাণ্ড! খুব সাবধানে রাস্তায় চলবে।' টরভিল বলল, 'আমার কিছু হয়নি। কিন্তু অড্ কোথায়?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তোমার সঙ্গে যখন নেই তখন সে নিশ্চয় তার ঘরেই আছে'—বলে তিনি গরম সিরাপে নজর দিলেন।

টরভিল ওপরে গিয়ে দেখল অড্ তার ঘরে নেই। কেবল টেবিলের ছোট ঘড়িটা মিষ্টি শব্দে টিক্ টিক্ করে চলেছে। ঘরের সব জিনিস একটা মিষ্টি গন্ধে অডের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যদিও খোলা জানলা দিয়ে বাগান থেকেই সুগন্ধটা আসছে। টরভিলের মনে হল নিচে নামার আগে এখানে, এই খালি ঘরে সে একটু বসে। ঘরটির সমস্ত কিছুই অড্ নিজের হাতে সাজিয়েছে। তার বিছানাটি পরিপাটি করে গোছান, টেবিলের ওপরে একটি বই খোলা, খোলা জানলার পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। কিছুক্ষণ আগের সেতুর ওপরের সেই অনুভূতিটা মন থেকে দূর করার জন্যে এই পরিচিত পরিবেশটি তার বেশি দরকারী মনে হল। গাড়ির সামনে থেকে ছিট্‌কে সরে যাবার আগে সে যা ভেবেছিল তার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হল এখন। খানিকক্ষণ পরে সে নিচে গিয়ে অডের মাকে জানাল যে অড্ ঘরে নেই। তিনি বললেন, 'তবে সে নিশ্চয় বেড়াতে গেছে।'

'যাই, ওকে খুঁজে আনি।'

অডের মার মনে হল যেন টরভিলের গলার স্বরটা ভারী। জিগেস করলেন, 'তোমার কি হয়েছে?'

'কিছু না।'

অডের মা টরভিলকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললেন। অবশ্য একথায় টরভিলের অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না। তিনি প্রায়ই এরকম বলে থাকেন। টরভিল বেরিয়ে গেল। তিনি সিরাপের বোতলগুলির কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অড্‌কে খুঁজতে লাগল টরভিল। সেতুর ওপরে যা ঘটেছে সেটা এবং পাহাড়ের ছায়াটার কথাও অড্‌কে সে বলবে। তারা সবসময় নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা একে অন্যকে বলে। টরভিল লম্বা একটা শিস্ দিল। একটা গাড়ি শব্দ করে সেতুর ওপর দিয়ে চলে গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাই কোন উত্তর শোনা গেল না। আবার সে শিস্ দিল। যদি অড্ শুনতে পেত, তবে সে নিশ্চয় এসে যেত। এটা তাদের একটা পুরোনো চুক্তি। শৈশব থেকে তাদের এরকম অনেক চুক্তি ছিল, সেগুলো এখনো বলবৎ আছে। কিন্তু অড্ তো এল না। অকারণেই টরভিলের অস্বস্তি হতে লাগল। তাড়াতাড়ি বাড়িগুলো পার হয়ে বনের দিকে এগিয়ে যায়। যদি সেই পাহাড়ের ছায়াটা না দেখত টরভিল, তবে সে কিছুই করত না। অডের জন্যে অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে যেত এবং বাবা-মা যা বলতেন তাতেই সায় দিয়ে একখানা বই খুলে বসত। কিন্তু আজ সে একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছে বলেই অডের জন্যে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

একটা খোলা জমি নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। অপর দিকে সেতুটা ঘন বার্চ ও ফার গাছে ঢাকা। জঙ্গলাকীর্ণ জমি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। অড্ নিশ্চয় বনের মধ্যে গেছে, যেমন তারা প্রায়ই যায়। সে ভাবতে লাগল, 'অডের কোন ক্ষতিই হবে না।' তবে কেন সে যাচ্ছে? আবার ভাবল অডকে তার নিজের কথাটা এখনই বলতে হবে। আবার শিস্ দিল, কিন্তু কোনও উত্তর পেল না। জলের ধারে গিয়ে দেখতে লাগল কেউ নদীর কাছে বসে আছে কিনা। না, কেউ নেই। সে শূন্যদৃষ্টিতে চলতে লাগল। বড় গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'ল সে শুধু-শুধুই হেঁটে চলেছে। তার তেষ্টা পাচ্ছে। সেই মুহূর্তের চিন্তাটা, যেটা একটা সাপের মতন দ্রুত চলে গিয়েছিল সেটা বলেছিল—এটা কিছুই নয়, এটা শুধু একটা নির্জন পথ। এখন আর সে চিন্তাটা নেই। সে আবার শিস্ দিল। কোনও উত্তর নেই। বনের উঁচুনিচু পথ দিয়ে গাছের শিকড় ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নরম ঘাসের উপর পা ফেলে সে চলতে থাকে। তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু কোথায় অড্? সন্ধ্যা নেমে এল। সে আবার শিস্ দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে একটা শ্যাওলা-ঢাকা পাথরের পাশে থমকে দাঁড়াল। টরভিল পাথরের উল্টো দিক-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থেকে শব্দ শুনতে পেল। একটা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। এটা যে অডের কান্না তাতে তার কোন সন্দেহ রইল না। আর তখনই তার মনে হল নতুন কিছু একটা ঘট্‌তে যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ অডের কান্না

অড্ কাঁদছে। পাথরের পিছনে, ঝোপের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে। তার কান্নার শব্দ পাথরের পিছন থেকে, ঝোপের মধ্যে থেকে, সারা বনে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি তরুণী ছায়া-ঘন অন্ধকারে বনের মাটিতে শুয়ে আছে। পাথরের পেছন থেকে কান্না যেন সমস্ত বনে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত দেহে-মনে কান্না অনুভব করছে টরভিল। এ যেন অসহনীয়। এ কান্না যেন মাটি থেকে বেরিয়ে তার সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। অডের কান্নার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে, আবার উঠছে। দুঃখের উৎসটা পাথরের আড়ালে রয়েছে, অড্ কাঁদছে,—আবরণ মুক্ত হয়ে কাঁদছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ঘন অন্ধকার

টরভিল কান্না শুনতে পেয়েই একলাফে পাথরের ওপাশে গেল। অড্ মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছে। অড্‌কে ডাকল সে। কিন্তু অড্ কিছু শুনতে পেল না। টরভিল, চারিদিকে তাকিয়ে অডের কান্নার কারণ খুঁজতে খুঁজতে তাকে আবার ডাকল। সে শুধু অড্‌কে এবং তার কাছে ছোট ছোট ডালপালা দেখতে পেল। চারিদিকে শুধু গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি, ঘন বন। টরভিলের ডাকে অড্ বিমূঢ়ভাবে তাকায়। দেখল, যে তার চেনা মানুষই ডাকছে। সে চিৎকার করে বলল, 'যাও, তোমার এখানে কোনও দরকার নেই।' মুখে ময়লা ও জলের দাগের জন্যে তাকে অচেনা মনে হচ্ছে। টরভিল অবাক হয়ে ভাবতে থাকে—'অড্‌কে এমন দেখাচ্ছে কেন ? কি কারণে এমন হতে পারে ?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'কি হয়েছে অড্ ?'

'টরভিল, আমি তোমাকে যেতে বলছি।'

টরভিলের মনে আচমকা একটা প্রশ্ন এলো। অডের মাথা খারাপ হয়নি তো ? সে অডের কথা না শুনে নিচু হয়ে শক্ত করে তার হাত ধরলো।

'অড্, আমাকে বল কি হয়েছে ?'

অড্ শুধু বলল, 'না।'

টরভিল অডের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সরে গিয়ে পিছন ফিরে রইল। টরভিল ভয় পেয়ে অডের কম্পিত দেহটি নিজের দিকে ফিরিয়ে ধরে রইল।

'তোমাকে আমি কিছুতেই বলব না, তুমি এখানে থাকতে পাবে না। এই বিষয়ে তোমার কিছু দরকার নেই, তোমার জানারও দরকার নেই।' এই বলে অড্ টরভিলের বলিষ্ঠ হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল না হয়ে ধীরে ধীরে শ্রান্ত হয়ে শুধু কাঁপতে লাগল।

শান্তির আঁচলখানি ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে। কিন্তু সেখানে শান্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

'অড্ তোমার পাগলামি ছাড়। এখন, আমাকে সব কথা খুলে বল, তারপর বাড়ি চল।' শান্ত স্বরে টরভিল অড্‌কে বোঝাতে লাগল। অড্ আবার শক্ত হয়ে সরে গেল। কোনো কারণে সে কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। টরভিল ভাবছিল অড্‌কে তার স্নেহময়ী মা ও গৃহের স্নিগ্ধ পরিবেশে নিয়ে যাবে। অড্ বলল, 'টরভিল তুমি বুঝতে পারছ না, আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি বাড়ি যাও।'

'তুমি যতক্ষণ না আমাকে বলছ কি হয়েছে, আমি কিছুতেই যাব না।' টরভিল কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। অড্ কর্তৃত্বের স্বরে যখন বলল, 'না।' তখন সে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, চোখ পরিস্কার, তাতে বিহ্বলতার কোনো চিহ্ন নেই। উজ্জ্বল সুন্দর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুই চোখ। সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোতে একে অন্যের দিকে অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। টরভিলের মনে হল, যে অড্ এখনই কথা বলবে।

'বল অড্।'

অডের দৃঢ়তা ভেঙে গেল। সে টরভিলকে ধরে বলল, 'ঠিক আছে, আমি একা এ ব্যাপার সামাল দিতে পারব না।'

টরভিল বলল, 'বেশ বল তাহলে।'

'আমি এখানে কিছু দেখেছি।'

টরভিল আর প্রশ্ন করল না, বুঝতে পারল অড্ এখন নিজেই সব বলবে। কিন্তু সে তার হাত ছাড়ল না। অড্ যেন এখনও ভয় পাচ্ছে, আর টরভিলকে যেন অনিচ্ছায় বলছে এমনিভাবে ইতঃস্তত করে বলতে থাকে—'তোমাকেও সেটা দেখতে হবে। তাহলে অবশ্য তুমিও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। সেটা তোমার পক্ষে উচিত হবে না।—তবু দেখ।'

টরভিলের মনে হল সে যেন একটা ভয়ংকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। নানারকম কথা তার মনে হতে লাগল। সে ভাবল, 'এটা কি খুব বোকামি হবে না।' সে জিগেস করে, 'আচ্ছা, কোথায় তুমি কি পেয়েছ ?'

'এখানেই,—তুমি হাতটা ছেড়ে দাও। আমি পালাব না।'

টরভিল তার হাত ছেড়ে দিলে। অড্ মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি একাই পারব, কিন্তু দেখছি, তা সম্ভব নয়। এদিকে উঠে এসো।'

কয়েক পা এগিয়ে যায় অড্। টরভিল অনিচ্ছুকভাবে তার অনুসরণ করে। তার হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত চলছে। একটা ঝোপের মধ্যে হাঁটু পেতে বসে অড্ বলল, 'এইখানে।' কালো কালো ডালপালার একটা ঝোপ। টরভিলও সেখানে হাঁটু গেড়ে বসল। অড্ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ ?' টরভিল মাথা নাড়ে। সে যেন বোবা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে। আধো আলোকে এলোমেলো ভাবে সাজান ডালপালার ওপরে সেটা দেখতে পাচ্ছে সে। একটা সদ্যোজাত, উলঙ্গ এবং মৃত শিশু। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে এ দৃশ্য, ভীতিকর ও অসহ্য মনে হচ্ছিল। দ্রুত দৃষ্টিতে তারা নিজেদের দেখে নিল।

'দেখেছ ?'

'হ্যাঁ'—টরভিল ঢোক গেলে। তার গলার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। সে বলল, 'কি করে তুমি এটা দেখতে পেলে ?'

অড্ ভগ্নস্বরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এর ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। ডালপালার ওপরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।' বলেই সে শিউরে উঠল।

টরভিল বলল, 'তাই নাকি।'

নিজেদের দিকে ওরা তাকাতে পারল না এবং উঠতেও পারল না। টরভিল অডের হাঁটুর দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সে লক্ষ্য করে অড্ তার আবিষ্কৃত জিনিসটার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে আবার ঢোঁক গেলে। একটা প্রশ্ন তার মনে হল।

'অড্!'

অড্ তার মনটাকে একটা ঝাঁকি দিল। সে বুঝতে পারছিল এবার সেই সাংঘাতিক প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু প্রথমে টরভিল বলল, 'তুমি কি এইজন্যেই কাঁদছিলে ?'

অড্ উত্তর দিল না।

'তুমি কি এর কিছু জান ?'

'না'।

'বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি ?'

অড্ মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি না তুমি কি ভাবছ কিন্তু আমাকে জিগেস করে কোনো লাভ নেই, আমি কিছুই জানি না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল তার কথা বিশ্বাস করল, কেননা, এ ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতেই পারে না। অড্ নিশ্চয়ই কিছু জানে না।

অড্ অস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি এসব কথা জানতে চেয়ো না।' ওরা আবার মৃত শিশুটাকে দেখল। অসম্ভব, ভীতিপ্রদ। অড্ আবার অস্ফুট স্বরে বলল, 'এখন কী করব আমরা ?'

টরভিল মাথা নাড়ল, সে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। মৃত শিশু অন্ধকারে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা দুজনে ভাবছে ওটা অদৃশ্য হলেই ভালো। সবচেয়ে ভালো হত যদি তারা ওটা একেবারেই না দেখত। টরভিল ভাবতে লাগল, এখন কি কর্তব্য ? উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'যাইহোক, এখন আমরা বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলি।'

অড্ লাফিয়ে উঠে বলল, 'না, না।'

'তবে তুমি কি করতে চাও ?'

অড্ ভীষণ প্রতিবাদ করে বলে, 'তুমি আর বিপদ বাড়িও না।'

'তাহলে এই ব্যাপারে কী করা উচিত, তুমি জান ?'

অড্ উত্তর দিল, 'জানি না ঠিক, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে এখন আমাদের এই বিষয়ে অন্য কাউকে জানানো উচিত নয়। মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের সাহায্য চায়।'

'ঠিক।'

'আর তুমি সাহায্যের কথা না ভেবে উল্টোটাই করতে চাও।' টরভিল বুঝল অড্ মেয়ে বলে বেশি বুঝতে পারে।

রাত্রি হচ্ছে—কিছু একটা করা দরকার। অড্ই ঠিক করুক কি কর্তব্য। বনের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাদের দুশ্চিন্তার বিষয়টা আর দেখা যাচ্ছে না, যেন সেটা মোটেই ছিল না। সব নিস্তব্ধ। টরভিল অড্কে জিগেস করল যে সে কি ভাবছে। অড্ চুপ করে থাকে। টরভিল যেন তাকে শক্তি যোগাবার জন্যে বলে, 'তুমি মেয়ে। এ ব্যাপারে তুমি কি বল ?'

অড্ বলল, 'আমি জানি না, মনে হয় তোমাকেও কিছু করতে হবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যদিও তুমি মেয়ে নও, তবু আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আমরা দুজন ছাড়া আর কাউকে আনা উচিত হবে না।'

টরভিল বলল, 'বেশতো, আমরা দুজন আছি, আমরাই জানলাম। কিন্তু আরও কতজন যে আগেই জেনেছে তাও তো বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক। তবে আমরা যতক্ষণ পারি, ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই রাখব।'

টরভিল কিন্তু ভাবছিল কিছুক্ষণ আগে যে স্নেহময়ী মহিলাকে তাঁর ঝক্‌ঝকে রান্নাঘরে দেখে এসেছে তাঁকে ব্যাপারটা জানালে ভালো হতো। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে সে বলল, 'আমরা অকারণে সময় নষ্ট করছি। যা করার এখনই করা দরকার।'

এরপরে আর কেউ এখানে এসে পড়তে পারে ভেবে দুজনে একটু পেছিয়ে আসে। সেই ডালপালার পাশে থাকতে তাদের ভয় করছে। হঠাৎ ওদের মনে হল হয়তো কাল এটা আর এখানে থাকবে না। তাই, তাদের আর এ কথা কাউকে জানাতেও হবে না। কিন্তু এটা তাদের মনে হলেও তারা বিশ্বাস করতে পারল না। তাদের কাল সকালে আবার এখানে আসতেও হতে পারে। তখন দিনের আলোয়, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে না, সেটা পরিষ্কার দেখা যাবে।

টরভিল বলল, 'আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।'

'আমরা যাওয়ার আগে এর একটা সদ্‌গতি করে যেতে হবে।'

'এই অন্ধকারে আমরা কি করতে পারি?'

'আমরা একে আর একটু উপরে উঠিয়ে কিছু দিয়ে ঢেকে দিই। না হলে রাত্রে কুকুর চাটতে পারে।' অডের মনে হল তারা যেন বেশি কথা বলছে। সে বলল, 'আমার মনে হয় এর উপর পাথর আর কিছু ডালপালা চাপা দিলে ভালো হয়।'

'তাহলে এসো, তাড়াতাড়ি করে ফেলি।'

দুজনে অন্ধকারে ঝোপ উপড়ে টেনে তুলতে লাগল আর সুবিধে মতন পাথর খুঁজতে লাগল। জায়গাটা পাথুরে হওয়ায় গাছের ফাঁকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ফাঁকে কিছু পাথর পাওয়া গেল। কেউ শুনবে এবং দেখবে এই ভয়ে তারা নিঃশব্দে রুদ্ধশ্বাসে কয়েকটা ঝোপ টেনে তুলল। আরও কিছু গাছপালা তুলে সেটাকে ঢেকে দিল। টরভিল এখন পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে। সে বলল, 'কাল সকালে আমরা না আসা অবধি এই রকমই থাক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তখনই বা আমরা কি করব?'

'এটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলব।'

'কিন্তু কি করে?'

'এখন আমরা কিছু করব না, কিন্তু কাল আমাদের একটু বিপদের ঝুঁকি নিতেই হবে। এখন চল, আমরা ফিরে যাই।'

তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল, মনে হল কেউ যেন তাদের অনুসরণ করছে। ওরা নানারকম ভাবছিল। 'আমরা আর এখানে ফিরে আসব না।'—'কাল সকালে আমরা আসব।' টরভিল আগে চলছিল, সে থামল। এখন তারা বিপদমুক্ত। এবার একটু দম নিতে পারে।

'তুমি কি কিছু জান?' বলেই টরভিলের মনে হল কথাটা না বললেই হতো।

'আমি কি করে জানব?'

'না আমি এমনি বলছি।'

'আমি আগেই তোমাকে বলেছি যে আমি কিছুই জানি না।'

'হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে বটে। তুমি রাগ করো না।' সে ভাবল অড্ তো মেয়ে, আর এটা যে কোনও একটি মেয়েরই বিপদ।

অড্ বলল, 'কিন্তু আর কাউকে এসব জানানো চলবে না।' কাউকে বিপদে না ফেলার জন্যেই যেন এ চেষ্টা।

'বুঝেছি আর বলতে হবে না।'

অড্ তার হাতটা ধরে বলল, 'আমি তোমার উপর নির্ভর করতে পারি বলেই বলছি, এটা শুধু আমরাই জানব।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল তার আহত মনোভাবটা লুকিয়ে বলল, 'আমি তো আগেই বলেছি।' অড্ তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরল যাতে সে কিছু মনে করতে না পারে। বন থেকে বেরিয়ে টরভিল বলে, 'আমরা এখন নদীতে হাতমুখ ধুয়ে নিই। এভাবে অপরিষ্কার হয়ে বাড়ি গেলে সবাই সন্দেহ করবে, তখন সব বলতে হবে।'

অন্ধকারে নদী ও সেতু দেখা গেল। দু-একটা গাড়ি তাদের আলো জল, বন ও বাড়িগুলোর ওপর আলতো করে বুলিয়ে চলে গেল। ওরা নদীর ধারে পাশাপাশি দাঁড়াল। টরভিল যে প্রায় গাড়ি চাপা পড়ছিল সেকথা এখনও বলার সুযোগ সে পায়নি। সেই ছায়ার কথাও তার বলা হয়নি। তার মন বর্তমানের এই ঘটনায় ডুবে আছে। দুজনে কোনরকমে জলের তীব্র স্রোত স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা জলে বার বার করে মুখ, হাত ও গলা ভিজিয়ে ঠাণ্ডা করল। জলের মধ্যে শেষ গ্রীষ্মের তারাগুলি দেখতে দেখতে মুখ-হাত মুছে নিল অড্ আর টরভিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ যমজ বাড়ির ভেতরে

টরভিলের আবার সেই সুখী পরিবারের রান্নাঘরে যাওয়ার ইচ্ছে হল, বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার মার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'সেই ভালো, তাহলে মা বেশি প্রশ্ন করবে না।'

রান্নাঘরখানা আগের মতই সুন্দর লাগল। সিরাপ তৈরী হয়ে গেছে। যে বোল্‌তাগুলো পালাতে পারেনি তারা একটা ডেক্‌চির কানায় অস্থির ভাবে ঘুরছে। অডের মা আগের মতই এটা-ওটা করছেন। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তার বাবা বোধহয় পড়ার ঘরে আছেন। হাতের কাজ না থামিয়েই মা বললেন, 'অড্‌কে খুঁজে পেয়েছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, আমরা বনের মধ্যে ঘুরছিলাম।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড্ বলল, 'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। তোমাকে সিরাপ তৈরী করতে সাহায্য করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু, আমাদের দেরি হয়ে গেল।'

'না-না, সাহায্যের এমন কিছু দরকার ছিল না। তাছাড়া, এক হাতে তৈরি না করলে সিরাপ ভাল হয় না। কিন্তু অড্, তুমি পরীক্ষার কথা ভুলে যেও না।'

'না মা, আমি ভুলিনি।'

'বেশ!'

'মা, তোমাকে ভাবতে হবে না।' অডের মনে হল একথা বলাটা বোধহয় ঠিক হয়নি, যদিও মা খুব হাল্কাভাবে কথাটা নিলেন। অডের বাবা তাঁর দরজাটা খুলে তার ফাঁক দিয়ে মাথা বার করে বললেন, 'টরভিল কি এখানে আছো?'

'হ্যাঁ।'

'বনের মধ্যে বেড়াতে ভাল লাগলো?'

টরভিল, তাঁর কথার মধ্যে ঠাট্টার সুর আছে কিনা বুঝতে না পেরে, জিগেস করে, 'কেন? ভালই তো লাগলো।'

দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। টরভিল, অডের পেছনে যেতে যেতে ভাবল, আজ কি করে সে ঘুমোবে। তারা এরপর টরভিলের বাড়ি গেল। এ বাড়ি থেকে ওবাড়ির দূরত্ব সামান্যই। দুইবাড়ির ভেতরকার চেহারাও একই রকম, কেবল আসবাবের জন্যে অন্যরকম মনে হয়। টরভিলের বাড়ির সবাই শান্ত ও গম্ভীর। তার মা বেশ রাশভারী, বাড়ির পরিবেশও সেইরকম। টরভিল ছোট-বেলা থেকে পাশের বাড়ি যেতো, কিছুটা অডের জন্যে আর কিছুটা তাদের বাড়ির হাল্কা পরিবেশের জন্যে। কিন্তু একটা জিনিস্ দুই বাড়িতেই একরকম—সেটা হচ্ছে, শান্তি। অডের বাড়ির কিছুটা চাঞ্চল্য, এর সামান্য ব্যতিক্রম। তারা টরভিলের বাড়ি গেল। সেখানেও দুজনকে আদর করে ডেকে নেওয়া হল। কিন্তু আজ এই বাড়ির স্তব্ধ, শান্ত ভাবটাই তাদের কাছে অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অড্‌কে একটা জিনিস্ দেখাতে এনেছি।'

দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সন্ধ্যাবেলায় শান্তিতে, স্থিরভাবে বসেছিলেন। উত্তরে তাঁরা শুধু মাথা নাড়লেন। তাঁদের এই আঠারো বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে কখনও কোন ঝামেলা হয়নি। তার মা ধীরে ধীরে বললেন, 'মনে হচ্ছে, তোমরা বনের দিক থেকে ফিরলে।'

হঠাৎ এই কথায় দুজনেই একটু চমকে উঠল। টরভিল বলল, 'আমরা অডের বাড়ি থেকে আসছি। সেখানে বসেছিলাম।

'তা ঠিক, কিন্তু, তোমরা বনের দিক থেকে ফিরে বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে, দেখলাম।'

'হ্যাঁ মা, তাই।'

'আমি তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম।'

'হ্যাঁ মা, আমরা বনের দিকেই গিয়েছিলাম।'

টরভিলের বাবা বললেন, 'তাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।'

টরভিল মার দিকে তাকিয়ে ভাবল, ইনি অডের মার মত নন। এত কথা কেন? মা কি কিছু লক্ষ্য করেছেন?

মা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় যেন বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে।'

টরভিল বলল, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

মা বললেন, 'যাক, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা যখন এলে তখনই আমার কেমন যেন মনে হল।'

তিনি আর কিছু বললেন না, শুধু তাঁর মন্তব্যটা জানালেন। তাঁর শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে টরভিলের একটু ভয় হল। সে চেষ্টা করে স্বাভাবিক ভাবে অডকে বলল, 'কোন রচনাটা তুমি দেখতে চাও?'

দুজনে টরভিলের ঘরে ঢুকলো। সেখানে বই-খাতাপত্র ছড়ানো ছিল। কারণ টরভিলও একই পরীক্ষা দেবে। কিন্তু এখন তারা খাতার দিকে তাকাল না। অড্ বলল, সে এখন বাড়ি যাবে। আজ বিকেলে যা ভাবছিল, এখন তা মনে পড়ল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তুমি যাওয়ার আগে, আমাদের কি করা উচিত, তা ঠিক করতে হবে।'

'তোমার মা কিছু একটা সন্দেহ করেছেন।'

'না, সেরকম কিছু না, মা ওইরকম করেই কথা বলেন।'

'আমি তা জানি, কিন্তু, আমার বড় ভয় করছে। কাল আমরা ওটাকে নিয়ে কি করবো ?'

'কাল প্রথমে আমরা বইপত্র নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যাব, তারপর ওখানে যাব।'

'ঠিক আছে—কিন্তু তারপর ?'

'তারপর কি করা যায় ভেবে দেখবো। আমাদের একটা কোদাল নিতে হবে। তুমি এখন যাও অড্, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু, আমাদের কিছু একটা করতে তো হবে।'

'তুমি বুঝতে পারছ, আমরা এখনও কিছু একটা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।'

অড্ বলল, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না। যখন রাতে সবাই

'.ক দেখবে ?'

'দেখবো কেউ আসে কিনা।' অড্ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, কেউ আসবে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।'

টরভিল বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না।'

'আমরা কি এখানে বসে অপেক্ষা করবো, টরভিল ?'

'এখানে বসে অপেক্ষা করবো ? কি বলছো তুমি অড্ ? তুমি এখন বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার মানসিক অবস্থা খুব অস্থির।'

'আজ আমার কিছুতেই ঘুম আসবে না টরভিল। আমি কেবলই ঝোপের মধ্যে সেই জিনিসটা দেখছি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড্ উঠে টরভিলের একটা খাতা তুলে নিল। টরভিল বলল, 'তুমি কি অন্যদিনের মত পড়বে?'

'ভুলে যেও না, আমি তোমার একটা খাতা নিতে এখানে এসেছি।'

'ঠিক বলেছ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখ, তোমাকে আমি আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আজ বিকালে আমি একটা লরী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। তোমাকে খুঁজতে একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

অড বলল, 'কী ভীষণ কাণ্ড!' কিন্তু, আর কোনও কথা তার মনে এলো না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ কুকুর ও মুক্ত প্রান্তরের আতঙ্ক

শরৎকাল এসে গেছে, শীতের ধূসরতার আভাষ, বাতাসে তুষার-কণার শিহরণ, মানুষকে ক্রমশঃ কোণঠাসা করছে। মানুষ যেন পরাজিত হয়ে গৃহের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছে। একটা কালো দেয়াল—না, ঠিক দেয়াল না, সেতুর কালো প্রাচীর। খিলেনের তলা দিয়ে নিঃশব্দে নদী বয়ে চলেছে। "আমি আর এমন করবো না।" —এর অর্থ কি? চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে। জলসিক্ত বাতাস। ঘুমন্ত, ধূসর, কালো সেতুটির ওপর ভিজে হাওয়া। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে এ একটা অন্য কোনো সেতু। নদী ও সেতু এত শক্তিশালী ও নিস্তব্ধ যে একে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেউ কি ওপারে যাচ্ছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঐ কুকুরটার জন্যেই সব এত চুপচাপ। একটা কুকুর সেতুর ওপরে উঠে ধীরে ধীরে পার হয়ে যাচ্ছে, বিরাট লম্বা লম্বা পা, বর্ণহীন। চতুর্দিকে তুষারকণা আর ধূসর, হলুদ পাথরের জন্য ওর রংটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ওটা যে কুকুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেউ দেখছে না, যদি কেউ দেখে তবে জানলার শার্সির পিছন থেকে। এত বড় একটা কুকুর যদি থাকত তবে তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিধ্বনি নিশ্চয়ই শোনা যেত। কিন্তু কুকুরটা ডাকছে না। সব নিস্তব্ধ। হয়তো সেতুর ওপরে কেউ আছে। কিন্তু সেখানে কবরের স্তব্ধতা। মনে হচ্ছে যেন ওখানে আরও একটা সেতু আছে, যেটা আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি। এখন একটা দুঃস্বপ্নের মত সেটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কেউ নেই, কেবল একটা বেলে রং-এর কুকুর সেতুর মাঝামাঝি গিয়ে সর্বদা প্রবহমান হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে কুকুরটা মিলিয়ে গেল। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সেটা যেন একটা গুপ্তরক্ষী,—অগ্নিবর্ষী চোখে, দাঁতে দাঁত চেপে কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এ কুকুর আমার নয়, হয়তো অন্য কারোর কুকুর ছাড়া পেয়েছে। যদি সত্যি কুকুরও হয় তাতেই বা আমার কি?

'অড্ তুমি কি এখানে আছো? এই ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নায়, খোলা জায়গায় তুমি কি করছো? আমি এখানেই, দেখতে পাচ্ছো? অড্ আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। চুপ-চুপ, আমি তাড়াতাড়ি খোলা জায়গাটায় চলে যাই। সেটাই আমার একমাত্র গন্তব্যস্থল। পরিস্কার, গোলাকার স্থানটির চারদিকে ঘন লম্বা গাছ থাকাতে বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না। ভিতরে ঝোপ নেই। চাঁদের আলোয় ঘাসগুলি চিক্-মিক্ করছে। অডের দিকে না তাকিয়ে আমি মাঝ-খানটায় যাবো। ওর দিকে তাকালে ও আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে। হৃদ্‌পিণ্ড যেন আমার মুখে উঠে আসছে। আমি কিসের দিকে যাচ্ছি? অজানা ভয়ে আমি কাঁপছি। তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা করছি। কিছু বুঝতে পারছি না। আজ আমরা দুজনে দুজনকে দেখেও চিনতে পারছি না। যন্ত্রের মত গন্তব্যস্থানের দিকে চলেছি। হঠাৎ থেমে যাই, সব নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁচ-ভাঙ্গা ঝন্-ঝন্ শব্দ হচ্ছে। কিন্তু না, কাঁচের শব্দ নয়। যে আমাদের কাছে আসবে, সে ঝন্-ঝন্ শব্দ করে আসবে না নিশ্চয়। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি যে গায়ের উত্তাপ পর্যন্ত অনুভব করছি। অকারণে ঘুরে দেখি দুজনেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা কি দেখছি? শুধু একটা লম্বা পা-ওয়ালা বেলে রং-এর কুকুর। এই যথেষ্ট, আবছা দেখছি। মনে হচ্ছে কিছু নেই। কিন্তু স্থির চোখে তাকালে দেখা যায় আমাদের থেকে কিছু দূরে মাথা উঁচু করে, আমাদের মুখোমুখি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ওটা যেন কিছু খুঁজছে। কিন্তু ওকে দেখে আমার শরীর শিউরে উঠছে কেন? এটা তো কেবল একটা কুকুর মাত্র। এখন আমাদের সামনে খোলা জমিটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। একি! যা ছিল, জায়গাটা তার দ্বিগুণ হয়ে গেল। আর কুকুরটা একটা বেলে রং-এর স্তূপের মত চলে যাচ্ছে। আমরা স্থির হয়ে গেলাম। কুকুরটা চলেছে যেন একটা তীরের মত সিধে, আর তার পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। ওর জিভটা এমনভাবে বেরিয়ে আছে যেন ও ছুটছে। কিন্তু আসলে কুকুরটা ধীরে ধীরে হাঁটছে। আমরা ভীতভাবে লক্ষ্য করছি। নিজেকে শান্ত করে ভাবছি একটা গান গাই। কিন্তু এখানে কোন গান ফুটবে না। আমার ঠোঁটদুটো কাঁপছে আর সবসময় যেন অড্‌কে কিছু বলছি। কুকুরটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে, আবার আমাদের কাছে সরে আসছে। হয়তো যে-কোন সময় ও আমাদের পিছনে এসে আমাদের পিঠে জিভ দিয়ে চাটবে। আর সবকিছু কালো হয়ে যাবে। কুকুরটা খুব কাছে এলে দেখি ওর চোখ নেই। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছি। অড্‌ যা বল্‌ছে শুনতে পাচ্ছি না। আমার কথাও সে শুনতে পাচ্ছে না। কুকুরটা চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না। আর খোলা জায়গাটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। ঘন বন সরে এসে ওকে গ্রাস করে ফেললো। অড্‌কে ডাকছি। কই সেও তো এখানে নেই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ রাতের হেঁয়ালি

টরভিলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘামে বিছানা ভিজে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে ঘড়িটা টেবিলের ওপরে পেয়ে একটু স্বস্তিবোধ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাইহোক, তাহলে সে নিজের ঘরে আছে। এখন সে চিন্তা করতে পারে। সে ভাবল তারা কি বনের মধ্যে যায়নি? আর ঝোপের মধ্যে ডালপালার নিচে কিছু দেখেনি? সেটাকে তো কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবকিছু সে যেন অন্ধকারেও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এই যে দুঃস্বপ্ন দেখল, সেটা তবে কি? অড্ এখন কি করছে? সেকি ঘুমিয়েছে? কখনই না, কারণ সে যখন বনের মধ্যে কাঁদছিল তখনই বুঝেছে ব্যাপারটা অড্‌কে কত বিচলিত করেছে। কুকুরটা তো একটা মানসিক ভ্রম মাত্র নয়। সেটাকে খুবই জীবন্ত মনে হয়েছিল। আর সেটার জন্যেই তার এখনই অডের কাছে যাওয়া দরকার। তার মনে বিকেলের চিন্তাগুলো আর হানা দিচ্ছিল না। সেগুলোকে সে আর এর সঙ্গে গুলিয়ে দিতে চায় না। অন্য কোন শুভ মুহূর্তের জন্যে সেগুলো তুলে রাখা ভাল।

মাঝরাতে অড্‌কে ডাকতে গিয়ে আর কারোর ঘুম ভাঙ্গবে সে ভয় নেই। কারণ এই জোড়া বাড়ি দুটিতে তার ও অডের ঘর একই দিকে। আর দুটি ঘরের দরজাই ছিল হলের দিকে। সদর দরজা বন্ধ থাকলেও সিঁড়ি দিয়ে না নেমেও তারা যেতে আসতে পারত। দু-বাড়ির তালা-চাবিও একই রকম। টরভিল পোষাক পরে তৈরি হয়ে নিল। সে ভাবল, হয়তো অড্ আগেই বনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। অন্ধকারে পোষাক পরে সে বাইরে এসে দু-বাড়ির ভিতরের দরজার কাছে দেওয়াল থেকে চাবি নিয়ে দরজা খোলে। বাইরে গ্রীষ্ম শেষের রাত্রি আবছা আলোয় ও সুগন্ধে মধুর। তার মনে হল আগের রাত্রিও এমনি সুন্দর, এমনি সুস্নিগ্ধ ছিল। সে অডের বাড়িতে ঢোকার সময় ভাবল তারা দুজনে একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এমন রাতও হয়তো শুভ লক্ষণ। টরভিলের কাছে এ বাড়ি তার নিজের বাড়ির মতই পরিচিত। সে নিঃশব্দে এসে অডের ঘরের দরজা খুলল। উত্তেজনায় তার বুক ধুক্-ধুক্ করছিল। অন্ধকারেও সে বুঝল অড্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঘরেই আছে। অড্ তাকে দেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'টরভিল, আমি জানতাম তুমি আসবে।'

টরভিল কিছু না ভেবে বলল, 'কেন?'

'তুমি এখানে এসো।'

সে টর্চের আলোটা মেঝের ওপর ফেলে অডের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। 'আমার সন্দেহ ছিল তুমি ঘরে থাকবে কিনা। কারণ তুমি বনে যাওয়ার কথা বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু আগে বল, তুমি এখানে কেন এলে?'

টরভিলের হঠাৎ খুব ভয় হল। সে অড্‌কে কিছুতেই তার দুঃস্বপ্নের কথা বলতে পারবে না।

'আমি তোমাকে সেকথা বলতে পারবো না।'

অড্ ভয়ে-ভয়ে বলল, 'তোমার কি মনে হয় আমাদের বনে যাওয়া সত্যি দরকার?'

'না এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যদি কিছু ঘটেই তবে এতক্ষণে তা ঘটে গেছে।'

অড বলল, 'তুমি যখন দরজা খুলছিলে আমি ঠিক তখনই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম। আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি তোমার বিষয়ে।'

টরভিল চম্‌কে জিগেস করল, 'স্বপ্ন দেখেছ? আমার বিষয়ে?'

'হ্যাঁ, তোমার বিষয়ে।'

'আমি আলোটা জ্বালি, তুমি যখন স্বপ্নের কথা বলবে, আমি তখন তোমার মুখটা দেখতে চাই।'

'টরভিল, তোমার কি ভয় করছে? আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটা অন্ধ কুকুর তোমাকে চাট্‌ছে।'

'কিন্তু'—বলেই টরভিল থেমে গেল। অড্ সত্যি সেই কথাই বলছে! ওকি ছিল সেখানে?

টরভিল বলল, 'আমি ছিলাম সেখানে?'

'হ্যাঁ টরভিল, আমিও ছিলাম। কিন্তু কুকুরটা তোমার কাছেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আসছিল···আমি আর সেকথা বলতে পারবো না। আমার মনে হয় আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।' অড্ টরভিলের দিকে তাকিয়ে থাকল। টরভিল জিগেস করে, 'আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ ?'

'একটু চুপ কর, তোমায় সবসময় যেমন দেখি তেমনই দেখছিলাম।'

বাতির তীব্র আলোতে টরভিল দেখল অড্ কাঁপছে। আলোটা একটু অন্যদিকে সরিয়ে সে অড্‌কে স্পর্শ করল, সে তখনও কাঁপছে। তার চেনা সুন্দরী অডের মনে যেন কিসের ছায়া পড়েছে। তার চোখে ভীতু ভাব। কী দেখেছে সে ?

অড্ বলল, 'একটু পরেই আমি ঠিক হয়ে যাব। তুমি কিছু দেখনি ?'

টরভিল মাথা নাড়ল, সে কিছু দেখেনি। পরে বলল, 'স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে নেই।' কিন্তু সে জিগেস না করে থাকতে পারল না— 'তুমি একটা কুকুরের কথা বলছিলে না ?'

'আমি আর এ বিষয়ে কিছু বলবো না। আমি সব ভুলে যেতে চাই, বুঝলে।'

টরভিল বলল, 'কি হয়েছে আমায় বল তো।'

অড্ বলল, 'আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। এবার তুমি যাও।'

টরভিল চোখ বড় করে প্রশ্ন করে, 'ওখানে কি তুষারঢাকা খোলা জায়গাও ছিল ?'

অড্ বলল, 'ছিল, কিন্তু তাতে কি ?'

'কিছু না। আমার মনে হয়, ছিল। আমিও একবার এ ধরণের একটা ছবি দেখেছিলাম। আচ্ছা আমি এখন যাই।' বলে টরভিল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ সাধারণ একটি সকাল

পরদিন সকালে তারা দুজনে বই হাতে অডের মার কাছে এসে দাঁড়াল।

'মা, আমরা বনের মধ্যে কোনও জায়গায় গিয়ে পড়াশুনা করবো।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মা একটু অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, 'তোমরা কি কোদাল দিয়ে পড়বে?'

টরভিল সহজভাবে বলল, 'পড়তেও পারি, যদি খুব একঘেঁয়ে মনে হয়।' দুজনে একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। টরভিল বলল, 'খাওয়ার আগেই আমরা ফিরবো।'

যাওয়ার জন্য দুজনে পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে উনি আবার বললেন, 'কাল রাতে তোমরা কি কেউ কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?'

টরভিল কথাটা শুনে চমকে উঠল। কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'আমার যতদূর মনে হয় বিশেষ কিছু নয়। আপনি একথা বলছেন কেন?'

'আমি রাতে যেন একটা চিৎকার শুনেছিলাম। কিন্তু, সেটা কোনদিক থেকে আসছে, তা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

অড্ টরভিলের দিকে তাকাল। মা হয়তো শুনতে পারেন, কারণ, শোবার ঘরের জানালা খোলাই ছিল। টরভিল কোদালটা কাঁধে নিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছিলেন।' তারা ধীরে ধীরে ছুটির আমেজ-ভরা শান্তিপূর্ণ বাড়ি দুটি ছেড়ে চলতে লাগল।

টরভিল বলল, 'তোমার মা যে রাতে জেগে থাকেন তা তো জানতাম না।'

'তুমি কি চিৎকার করে উঠেছিলে?'

'জানি না, কিন্তু, তুমি যে বললে তুমি করেছিলে।'

'টরভিল, আমরা ঠিক করেছিলাম যে এইসব অর্থহীন বিষয় নিয়ে আমরা আর ভাববো না। আচ্ছা, তোমাকে বাড়িতে আজ কেউ কি কিছু বলেছেন?'

'কিছুই না, তুমি তো জানো আমাদের বাড়িতে খুব দরকার না হলে কেউ কথা বলে না। তাঁরা শুধু দেখলেন আমি রোজকার মত বই হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।'

খুব সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়েছে দুজনে। কিন্তু ওদের বাড়ির কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেন নি। অড্ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোদালটা অত দোলাচ্ছ কেন ?' টরভিল তখনি দোলানো বন্ধ করল। সে বুঝল অডের স্নায়ু এখনও বেশ উত্তেজিত অবস্থায় আছে। তাই তাড়াতাড়ি দোলানো বন্ধ করল।

আগের সন্ধ্যায় অন্ধকারে ঝোপের ধারে তারা যে অস্বস্তিবোধ করেছিল, আজ সকালে সুন্দর আলোয় তাদের মনে সে ভাব আর ছিল না। প্রভাতের আলো তাদের চোখে-মুখে একটা পরিবর্তন এনেছিল। তারা বনের পথে এগিয়ে গেল। সেখানে কেউ তাদের কথা শুনতে পাবে না। টরভিল জিগেস করে—'যদি জানতে পারা যায় কে এই কাজ করেছে তবে আমরা কি করবো ?'

তার দিকে চেয়ে জিগেস করে অড্, 'তোমার কি মনে হয় ?' টরভিল ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা তার কাছে খুব সঙ্কটজনক মনে হচ্ছে। সে কোনো উত্তর দিল না। অড্ তাতে আরো বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'দেখ টরভিল, আমি ঝগড়া করতে চাই না। কিন্তু যে একাজ করেছে আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা।' টরভিল বলে, সে তো আগেই জানিয়েছে যে সে সাহায্য করবে। কি হবে তাই ভেবে, অডের খুব রাগ হচ্ছে।

যখন তারা সেই নদীর কাছে গাছের ভেতর দিয়ে পাথরগুলোর দিকে তাকালো, তখন তাদের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ! কি করবে এখন ? কাল সন্ধ্যাবেলায় অডের এলোমেলো কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না। টরভিল বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই কোদালটা সঙ্গে এনেছে। কাল রাতে অন্ধকারে ধীরে ধীরে যা তাদের চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছিল—তার কথা আবার মনে পড়ল। বিপন্নবোধ করে ওরা। সামনে দৃষ্টি রেখে দ্রুত চলতে লাগল দুজনে। সেখানে গিয়ে দেখে কেউ পাথরগুলো সরিয়ে দিয়েছে, আর শুকনো ডালপালাগুলো ছড়িয়ে আছে। সেখানে আর কিছুই নেই। তারা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভালো করে হাত দিয়ে চোখ রগড়ে দেখতে লাগল। মনে হল গত রাতের ব্যাপারটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর একটা দুঃস্বপ্ন, ঠিক যেমন ওরা কুকুরের স্বপ্নটা দেখেছিল। কিন্তু না, স্বপ্ন নয়। তাদের রাখা পাথরগুলো ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের বিমূঢ় ভাবটা চট্ করে কেটে গেল। যে চিন্তাটা সকালের সমস্ত প্রফুল্লতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটা সরে গেল। তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। কিন্তু তাদের ঐ নিশ্চিন্ত ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ রাত্রের সেই করুণ জিনিসটা আবার তাদের মনে ভেসে উঠল। টরভিল বলল, 'আমরা কিন্তু এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। কারণ, যে সেটাকে সরিয়েছে সে নিশ্চয়ই আমাদের দেখেছে। এইরকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ভালো নয়। নানা-রকম গোলমাল হতে পারে।' তারা এখন আর আঠারো বছরের দুটি সরল তরুণ-তরুণী নয়, বিপদ জালে জড়িয়ে পড়া দুটি মানুষ।

অড্ বলল, 'এতে বোঝা যাচ্ছে আরও কেউ এটা জানে এবং সে-ই মেয়েটিকে সাহায্য করেছে।'

'মেয়েটি'—কথাটা যেন একটা প্রশ্নের মত মনে হল। টরভিল বলল, 'আর কেউ যদি এর মধ্যে থেকে থাকে তবে তো ভালোই। সে নিশ্চয় আমাদের দেখেছে। হয়তো সে গাছের আড়ালেই ছিল।'

অড্ বলল, 'এর মধ্যে কোন পুরুষ-মানুষ ছিল মনে হচ্ছে কি?'

'মনে হয় ছিল। বাচ্চাটা সদ্যোজাত, কাজেই মেয়েটি একলা নয়।'

অড্ বলল, 'তুমি বলছ কেউ নিশ্চয় গাছের আড়ালে ছিল।'

তারা সে জায়গাটা এবং আশ-পাশ দেখতে লাগল। অড্ বলল, 'আমরা কি এখন বাড়ি যাব? এখানে এক বর্ণও পড়া হবে না।'

'আমরা কিছুক্ষণ এখানেই থাকি, দেখি কেউ আসে কিনা।'

অড্ বলল, 'বোকার মত কথা বোলো না।'

'তবে চলো আমরা নদীর ধারে গিয়ে বসি।' যেতে যেতে তাদের হঠাৎ মনে হল কেউ যেন তাদের লক্ষ্য করছে। কিন্তু কেউ তাদের মনোভাব প্রকাশ করলো না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ গড়ানো খাদ

দশম পরিচ্ছেদ ॥ গড়ানো খাদ

কী যেন অপেক্ষা করে আছে ! বাতাসে কোন খবর আসার কথা। কিন্তু তা এখনও আসেনি। তবে মনে হয়, আসবে। একটা অজানা অপ্রকাশিত আতঙ্ক সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে আছে। ঘরে লোকজন থাকলেও যেমন মনে হয় যেন শূন্যঘরে দাঁড়িয়ে আছি। বার্তা যেন সেখানে উপস্থিত, কিন্তু অনুচ্চারিত। কিভাবে যে সেটা প্রকাশিত হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো দরজা খুলে গিয়ে কোন মানুষের মুখে তা শোনা যাবে। অথবা ডাক-মারফৎ কোন চিঠিতে জানা যাবে। দেশের অপর কোন অংশ থেকে তারবার্তায়ও খবর আসতে পারে। কোথা থেকে খবর আসবে, কি পাওয়া গেছে—অনেক অজানা খবর জানা যাবে। অনেক সপ্রশ্ন চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। বলবে, 'তোমরা এর মধ্যে জড়িত ছিলে ?' কিন্তু সত্যিই আমরা কিছুই করিনি। আমরা আচমকা এসে পড়েছি। একেবারেই হঠাৎ।

কিন্তু সেই ঘটনার পরে অনেকগুলো দিন চলে গেল—দশটি দিন। এখনও কেউ আসে নি। খবরের কাগজে কিছু বেরোয় নি। তাহলে নিশ্চয় গাছের আড়ালে কেউ ছিল না। কিন্তু তবু এটাও তো ঠিক যে আমরা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। তার মানে আমরা দোষী। নানাভাবে জিনিসটা আসতে পারে। যেমন তার স্নেহশীল বাবা হয়তো তাকে প্রশ্ন করলেন, 'টরভিল নাকি ? আমাদের কাছে একটু আসবে ?'

'কেন ?'

'তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাবো না। শুধু কয়েকটা কথা জিগেস করবো।'

কিম্বা অন্যভাবে, সেই ঝকঝকে রান্নাঘরে, 'অড্ তুমি কি রকম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চমকে উঠলে। যেন আমি কিছু বলবো বলে অপেক্ষা করছিলে। পুলিশ ফোন করেছিল। তুমি বোধহয় কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ।'

ওরা দুজনে দূরে দূরে থাকত। সেই বিষয়ে আলোচনা করারও সাহস ছিল না। শুধু অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখা হয়ে যেত যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করতো। মাঝে মাঝে মনে হত, এই ব্যাপারের সব কিছু যে জানে, সে যদি একবার আসত কিম্বা একখানা চিঠিও লিখত, তবে তো সব অশান্তি দূর হয়ে যেত। দিন কাটে, তারা নিজের নিজের ঘরে বই নিয়ে বসে থাকে। এই একা থাকা তাদের অভিভাবকেরা লক্ষ্য করে জিগেস করেন যে তারা দুজনে ঝগড়া করেছে কিনা। তারা জানায় তারা পড়াশোনা করছে, তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়নি। বাবা-মা'রা তাই চান এবং খুশি হন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ সংবাদ

টরভিল বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই ঘটনার পরে দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। কোন খবর নেই। সকালটা ঠিক আগের মতই। গ্রীষ্মের শেষ, শান্ত পরিবেশ। রাস্তায় এখনও গাড়ি খুব কম। টরভিল দোকানে যাবে বলে সেতু পার হচ্ছিল। রাস্তায় পা দিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন একটা সাদা জিনিস তার দিকে আসছে। মনে হয় কেউ ছুঁড়েছে। সে তাকিয়ে দেখলো একটি মেয়ে সাইকেলে করে চলে গেল। সে অবাক হলেও বুঝতে পারে যে এ দুয়ের মধ্যে একটা যোগ আছে। জিনিসটা তার সামনে গড়িয়ে এলে সে তুলে নিয়ে দেখে এক টুকরো পাথরে একটা সাদা কাগজ জড়ানো। সে তাহলে একটা খবর পেয়েছে। তাকিয়ে দেখে সাইকেলে মেয়েটি চলে গেছে। তাকে সে ভালো করে দেখতেও পায় নি। শুধু চোখে পড়েছিল মেয়েটির কালো চুল হাওয়ায় উড়ছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল দোকানে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে হাতের পাথরটা পকেটে রেখে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসলো। কাগজটার বাইরের দিকে কিছু লেখা ছিল না। সে কাগজ খুলে ভালো করে হাত দিয়ে সমান করে নিল। কাগজটাতে পেন্সিলে লেখা ছিল, 'সে রাতে তোমরা যে পাথরটার কাছে ছিলে আজ রাতে সেখানে এসো।' আর কোন কথা নেই, তবু বেশ পরিষ্কার নির্দেশ। গাছের আড়ালে তাহলে কেউ ছিল—এবং টরভিলকে সে চিন্‌তে পেরেছে। সেখানে অন্ধকারে, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কিছু কঠিন ছিল না। টরভিল এখন শুধু নিজের চিন্তায় বিভোর নেই। সে এক অজানা একজনের চিন্তার ভাগ নিয়েছে। তার মনে নানারকম ভাবনা হতে লাগল। আমরা তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবো? যে খবর দিয়েছে তার ওপরেই সব নির্ভর করছে। অড্ সাহায্য করতে চায়। টরভিলও তাই চায়। তবু পরিস্থিতি হয়তো অনুকূল নাও হতে পারে। তাহলেও এই অন্তহীন অপেক্ষার অবসান তো হতে পারে।

'অড্ কি বাড়িতে আছে?'

রান্নাঘর থেকে উত্তর এল, 'বোধহয় আছে। আজকাল তো বাড়িতেই ও বইতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। তুমি ওর সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করতে তো পারো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমিও তাই ভাবছিলাম। আমরা কয়েকদিন খুব পড়াশোনা করেছি। আজ ভাবছি আমরা অনেকদূর বেড়াতে যাব।'

'সেটা তো খুব ভালো কথা টরভিল।'

অডের দরজার কাছে সে একটু দাঁড়াল। সে আগে ততটা লক্ষ্য করে নি, এখন দেখলো অডের মুখটা শুকিয়ে গেছে। তাকে দেখে অড্ ভয়-ভয় ভাবে তাকাল। কি খবর টরভিল?'

'আমরা যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিলাম তা পেয়ে গেছি।' বলে টরভিল তার হাতে ভাঁজ করা কাগজটা দিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে, অড্ সেটা হাতে ধরে থাকে। তার ভয় করছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তুমি ঠিকই বলেছিলে টরভিল, আমাদের কেউ লক্ষ্য করেছে, আমাদের কথাও শুনেছে।' অড্ চিঠিটা টরভিলকে ফেরৎ দিয়ে জিগেস করে, 'আমরা কি সেখানে যাচ্ছি?'

টরভিল ভাবলো হয়ত না গেলেও হয়। অড্ আবার প্রশ্ন করে, 'তোমার কি মনে হয় যাওয়া উচিত?' বলে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। এখন সত্যিই সেই সময় এসে গেছে।

তারা জানে না চিঠিটা কে লিখেছে। হয়ত, সে তাদের সাহায্য চায়, তারা ভাবতে লাগল, যদি সেই লোক না হয়ে অন্য কেউ হয়? হয়ত, তার সঙ্গে আর কেউ ছিল। কারণ, তার পক্ষে পাথর সরানো সম্ভব ছিল না। সেদিন অডের যত উৎসাহ ছিল, আজ আর তা নেই। আজ মনে হয় সে এ ব্যাপার থেকে সরে যেতে চায়। সে বলল 'আমি সেখানে কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

টরভিল বলল, 'কাগজটা যে ফেলেছে, সে একটি মেয়ে। যাই হোক, অড্, তুমি এত ভাবছ কেন?' অডের প্রতি মমতায় তার গলাটা বুঁজে আসছিল। সমবেদনায় তার মন ভরে উঠেছিল। সে ভাবে অড্ যদি মেয়েটিকে সাহায্য করতে চায় তবে সে সরে দাঁড়াবে না। সেও সেখানে যাবে। টরভিল সরে এসে অডের কাছে দাঁড়ায়।

অড্ বলল, 'তুমি কাছে থাকলে অনেক সাহস পাই।' সে টরভিলের এত কাছে এসে দাঁড়াল যে টরভিল সারা দেহে অডের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারল। তার ইচ্ছে হল অড্‌কে সে জড়িয়ে ধরে। অডের দিকে হাত বাড়াতেই অড্ রেগে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার ওপর কি দায়িত্ব আছে।' কিন্তু একথা বলেই আবার বলল, 'টরভিল, তুমি রাগ করো না।'

টরভিল অভিমান করে বলল, 'তুমি যাবে কি যাবে না?'

'তুমি যদি এরকম করে কথা বল, তাহলে আমি তোমার কথার জবাব দেব না। এ বিষয়ে আমাদের ঝগড়ার কি আছে?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল বলল, 'আমরা ঝগড়া করছি না, কিন্তু দায়িত্বটা তোমারই বেশি। কারণ, এটা মেয়েদের ব্যাপার। কিন্তু, তোমার দেখছি, মুখ শুকিয়ে গেছে, অড্।'

অড্, টরভিলের মমতা ভরা কথায় সাড়া দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কিছু মনে কর না টরভিল।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ শৈশব পেরিয়ে

ওরা দুজনে আগেই বলে রেখেছে, আজ বিকেলে তারা অনেকদূর বেড়াতে যাবে। যাতে হাতে অনেকটা সময় পাওয়া যায়। বাড়ির লোকদের এতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ, তারা তাদের একসঙ্গে থাকাটাই চান, চিরদিনের জন্যে। স্কুলের বন্ধুরা এ বিষয়ে কিছু বললে তারা গায়ে মাখতো না। তারা একসঙ্গেই চলা-ফেরা করতো—কতকটা নির্লিপ্তভাবে। এখন কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা আর নেই। টরভিল যে আরও কিছু চায় সে ভাবটা সে গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

দুজনে যখন বনের দিকে এগোচ্ছিল তখন যেন নানা সমস্যা এসে দেখা দিল। টরভিল বলে উঠল, 'আমরা শৈশব পার হয়ে এলাম।'

'হ্যাঁ, তবুও আমাদের বাবা-মাদের শান্তিতে থাকতে দাও। তাঁদের আর এর মধ্যে জড়াবো না।'

পাথরগুলো দেখা গেল। ওদের মনে হল, যে ওরাই বুঝি আগে এল। কাগজে কোনও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল না। যাইহোক, তারা নিজেদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করাই স্থির করল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুসপ্তাহ আগের থেকে শরতের সুগন্ধ এখন আরও বেশি। আশেপাশে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গাছের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাল করে চারদিক দেখল। টরভিল বলল, 'মনে হয়, অন্ধকার না হলে কেউ আসবে না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'সেটাই সম্ভব, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কেউ আসবে না।'

'কেন আসবে না?'

অড্ বলল, 'আমার মনে হয় সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না।'

'প্রথম সাক্ষাৎটা অন্ধকারেই ভাল। তবে হয়তো তুমি যাকে আশা করছ এ সে নাও হতে পারে।'

'আমি কিন্তু কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

দুজনে একটা গাছে ঠেস দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দূরের গাড়ির শব্দ গাছের জঙ্গল ভেদ করে এখানে পৌঁচচ্ছে না। কোথায় একটা জলস্রোত নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। অড্ চমকে উঠলো। কে যেন গাছপালার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে! একটি মেয়ে! এ নিশ্চয়ই সে। অড্ বলল, 'আমি ঠিক জানতাম ও নিজেই আসবে। টরভিল, এখন যা করতে হয় তুমি কর।'

'আমি? আমি না তুমি।'

মুহূর্তের জন্যে অড্ তার হাত ধরে বলল, 'না।'

তারপর হাত ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে টরভিলের মনে হল, সে একটা অবলম্বন পেয়েছে। অডের কাছেই সে এটা পেয়েছে। অড্ ভয় পেয়ে তার হাত ধরেছিল। যে ব্যাপারটার মুখোমুখি তারা এখন হতে যাচ্ছে, তাতে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। তবু ওর মনে হল, অড্ মেয়ে বলে, তারই এ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। টরভিল স্থির করল, অডের সঙ্গে সেও এ ব্যাপারে অংশ নেবে। ও অডের মুখ দেখে বুঝতে পারল না, সে কি ভাবছে। তবে এটা বুঝতে পারল যে, এর পরে তাদের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে, একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥ প্রথম সাক্ষাৎ

অডের মতই একটা মেয়ে গাছ ও ঝোপের মাঝ দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে সে গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে, আবার খোলা জায়গায় এসে পড়ছে। মেয়েটির সব কিছুতেই যেন, তাকে এদের থেকে অন্যরকম লাগছে। তার হাঁটাটা মনে হচ্ছে যেন স্বাভাবিক নয়। গঠন দেখে মনে হয়, তার হাল্কা পায়ে ও সোজাভাবে চলা অভ্যাস। সব কিছুতেই তাকে আলাদা স্বভাবের মনে হয়। অড্ উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটিকে ও অড্‌কে, টরভিল বারবার লক্ষ্য করতে লাগল। তারা একটা কথা বলতে পারল না।

মেয়েটি ভারি পদক্ষেপে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। এখন তাকে অভ্যর্থনা করা উচিত। দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করা ছাড়া অডের আর উপায় নেই। টরভিল কাছে ছিল, সে ভাবল তার সরে যাওয়া ভাল। কিন্তু অড্ ওকে যেতে বারণ করল। ওরা কোনদিন একে দেখেনি। মেয়েটি একেবারে তাদের সামনে এসে পড়েছে। টরভিল চুপিচুপি অড্‌কে বলল, 'ও আমাদের থেকে বড়।'

অড্ বলল, 'আমার মনে হয় না। তবে ওকে নানারকম ব্যাপারের মধ্যে পড়তে হয়েছে।'

সে এসেছে। তার গালও অডের গালের মতই লাল। এই মেয়েটিকে দেখে টরভিলের যেন কেমন বোধ হতে থাকে। মেয়েটি তাদের অভিবাদন জানাল। সে আসা মাত্র তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিল,—কারণ তার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু একটা ছিল। এরাও তাকে অভিবাদন জানালে। টরভিল মেয়েটিকে আগে কখনও দেখেনি। তারা কেউই তার নাম জিগেস করা প্রয়োজন মনে করল না। এখন, কে প্রথম কথা বলবে? এই সুন্দর নবাগতা মেয়েটি?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যার চোখে ভয় মাখানো দৃষ্টি—তারই তো বলার কথা। তার মুখখানা ফ্যাকাশে বোধ হচ্ছে। আগের লালচে ভাব আর নেই। যতটা শোভন, তার থেকে বেশিক্ষণ টরভিল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সচেতন হয়ে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

মেয়েটি প্রথম কথা বলে, 'এখানে আসার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। আমিই নুড়ি পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে কাগজটা ছুঁড়েছিলাম।'

সে ইতস্ততঃ করে কথা বলছিল। ওদের সামনে সে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এই দেখা করতে আসার জন্যেই যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অড্ বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি।'

টরভিল বলল, 'কিন্তু, এটা বুঝতে পারছি না, কি করে তুমি আমাদের চিনলে ?'

'আমি এখনই সে কথা বলব।' মেয়েটি কথাটা বলার চেষ্টা করে—'আমাকে অন্য কেউ পাঠায় নি। আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। এর মধ্যে অন্য কেউ জড়িত নেই।'

গলার স্বর ধীরে ধীরে জোরালো হতে লাগল। সে যা বলছে, তা খুব জরুরী। বলছে এ ঘটনার আর কোন সাক্ষী নেই। যা করেছে, তা সে নিজেই করেছে, তাকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে।

অড্ বলে উঠল, 'সত্যিই আর কেউ এসব জানে না ?'

'সত্যিই আর কেউ এসব জানে না, কেবল তোমরা দুজন ছাড়া।'

একথা শুনে অড্ আর টরভিল নিশ্চিন্ত হয়—নিজেদের নিরাপদ মনে করে। মেয়েটি বলল, 'তোমরা দুজনে সেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলে, সব দেখেছিলে। তাই তোমাদের জানাতে হল।' এইটুকু বলেই সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। অড্ আর টরভিল চুপ করে শুনছিল। মেয়েটি জিগেস করে—'তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না ?'

অড্ বলল, 'নিশ্চয়ই করছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি একা কি করে সব করলে!'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তুমি কি আগে কখনও এরকম ঘটনার কথা শোন নি?'

'হয়তো শুনেছি, আমি ক্ষমা চাইছি।'

মেয়েটি কঠিনস্বরে বলল, 'যাইহোক, তোমাদের আমার কথা বিশ্বাস করতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই।'

টরভিল ভাবল, এর মধ্যে যে তারা ছাড়া আর কেউ নেই—এটা অড্ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্যদিকে মেয়েটি যেভাবে কথাটা বলছে তা মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? তাছাড়া, যা ঘটে গেছে, তার জন্যে আর মিথ্যে বলে লাভ কি?

অড্ বিব্রতভাবে বলল, 'এসো, আমরা অন্য কথা বলি।' কিন্তু মেয়েটি এ বিষয়ে কথা না বলে থাকতে পারল না। সে বলল, 'ভগবান জানেন, আমি কাউকেই এ সবের সাক্ষী করতে চাই নি। আমি মোটেই চাই নি যে, তোমরা আমার এই ব্যথার সাক্ষী হবে।'

সে টরভিলের দিকে তাকিয়ে একথা বলল। এতে টরভিল একটু বিরক্ত হয়ে বলে—'তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ, আমরা হঠাৎই কিছু জানতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের তো দোষ নেই। আমরা তো ইচ্ছে করে কিছু খুঁজতে আসিনি। নিজেদের বাড়ির কাছে ঘুরে বেড়াবার অধিকার সকলেরই আছে।'

অড্ তাকে সংযত হবার জন্যে বলে—'টরভিল।' তাদের মধ্যে একটা ইঙ্গিত খেলে গেল। তাছাড়া অন্যমনস্কভাবে একটা নামও বলা হয়ে গেল। মেয়েটি টরভিলের দিকে তাকাল, বলল—'তুমি রাগ করো না। আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছি। আমিই তোমাদের খবর দিয়েছিলাম। তোমরা তারই উত্তরে এখানে এসেছো। তোমরা হয়ত আসতে চাওনি, আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই!' বলে দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটিকে আবার কথা বলার সুযোগ দিল। মেয়েটি যা বলে ফেলেছে, তারপর স্থিরভাবে নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিল। তারপর জিগেস করে, "যখন তুমি আমার চিরকুটটা পেলে, তখন কি ভাবলে?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল বলল, 'কিছুই ভাববার ছিল না। কারণ, আমরা জানতাম ওটা কার কাছ থেকে আসতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদও ছিল না।'

'আমি তোমাদের দেখা করতে বলেছিলাম, কারণ আমি জানতে চেয়েছিলাম, তোমরা তারপর কি করলে?—আমি কি একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

একটা মুক্তির আনন্দে দুজনেই খুশি হল। টরভিলের আঙুলগুলো আনন্দে অড্‌কে স্পর্শ করতে চাইল। সে বলল, 'আমরা বিশেষ কিছুই করিনি।'

অড্ বলল, 'আমরা কোনও উপায়ে তোমার কাছ থেকে সবকিছু জানবার অপেক্ষা করছিলাম।'

টরভিল বলল, 'আমরা কোনও লোক কিম্বা কোনও একটা খবর আশা করছিলাম। কারণ, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা চলে যাবার পরে কেউ সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু, সে যে কে, আমরা জানতাম না।'

মেয়েটি টরভিলের দিকে একবার অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে বলল, "সত্যিই একজন এসেছিল। কিন্তু, এখনই তো বললাম যে, আর কেউ না, আমিই এসেছিলাম। কিন্তু তোমরা কোনো লোককে কি কিছু জানিয়েছ?'

টরভিল বলল, 'তুমি ভেবেছ, আমরা সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। যদি বলতাম, তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম চেহারা নিত।'

মেয়েটির তবুও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বলল, 'তোমরা কাউকেই কিছু বলনি?'

অড্ বলল, 'আমরা কাউকে কিচ্ছু বলিনি।'

মেয়েটি যেন এতক্ষণে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে হঠাৎ অড্‌কে জড়িয়ে ধরল, একটু পরেই ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ঘন হয়ে এসেছে। কেন?—আসলে তারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাইরের জগত সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। এখন অনেক শান্তি ফিরে আসায় খেয়াল হল, চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ঝোপের মধ্যে, অন্ধকার ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে নেমে আসছে। পাথরগুলো তেমনি পড়ে আছে। অড্ বলে উঠল, 'আমরা সবকিছু শুনতে চাই।'

মেয়েটি অডের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্ল, 'কিছুমাত্র যে ঝামেলা হয়নি সে সবই তোমাদের জন্যে। আমি সেদিন তোমাদের খুব কাছেই পড়েছিলাম। সেখান থেকে তোমাদের সব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি।'

অড্ বিব্রতভাবে বলল, 'আমরা এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম যে, কি করবো তা বুঝতে পারছিলাম না।'

মেয়েটি টরভিলকে বলল, 'মনে হয়, তুমি এত কিছু ভাবনি, কারণ তুমি তো ছেলে।'

অড্ বিরক্ত হয় বলল, 'এ সবের সঙ্গে ওকে টানছো কেন ?'

'না-না, আমি ঠিক তা বলিনি। আমি দুঃখিত ; আমি সেদিন তোমাদের এত কাছে ছিলাম যে তোমরা প্রায় আমাকে মাড়িয়ে যাচ্ছিলে। কাজেই, তোমাদের সব কথাই আমি শুনতে পেয়েছি। আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা কাছেই থাক। আমি তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বনের দিকে এসেছিলাম।' কথাগুলো দম নিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল সে। এর মধ্যে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এসেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে অড্ আর টরভিল।

মেয়েটি বলতে লাগল, 'তারপরে, আমি অনেকবার তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটেছি। অনেক সময় আড়াল থেকে দেখেছি, তোমরাই ওখানে থাকো। আমি দু বাড়ির সবাইকে দেখেছি। তারপর অপেক্ষা করেছিলাম, কি হয় তা দেখার জন্যে। ভেবেছিলাম, কাগজে হয়তো বের হবে। নয়তো আমাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হবে। কিন্তু, যদিও সে রকম কিছু হয়নি, তবুও আমি নিশ্চিন্ত হতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারছিলাম না। তারপর বুঝতে পারলাম যে, কেন কিছু হয়নি, আর কেউই আমার খোঁজ করেনি। তাই আমি ওই কাগজটা ছুঁড়েছিলাম।' সে চুপ করে নিজেকে আবার গুছিয়ে নিল এবং আরও অন্ধকার হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, যখন নিজেদের মুখ আর পরিস্কার দেখা যাবে না—তখন সে আবার বলতে পারবে। তাদের মনে হচ্ছে একটা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এবার আসবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ জমাট অন্ধকার গর্তে

দাঁড়াবার জন্যে একটা শক্ত জমি চাই। আমরা কিসের ওপর বসে আছি? না, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অন্ধকার থামের মত কিম্বা খাড়া মোমবাতির মত। একটু নিশ্চিন্ত হবার, একটু বিশ্বাস করার মত কোন অবলম্বন দরকার। যদিও আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অনুভব করতে পারছি, নদী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। আমাদের কাছাকাছি অনেক গাছ আছে, অনেক গভীর খাদ আছে। সেখান থেকে পড়ে গেলে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে হবে। কিন্তু এই অন্ধকার ও স্তব্ধতাই হল সেকথা বলার সঠিক সময়।

মেয়েটি বলে চলল, 'যদিও আমি এরকম একটা পরিস্থিতি মোটেই চাইনি, তবুও আমি আমার যা আছে সব দিতে পারতাম শুধু এই ব্যাপারটার মীমাংসা করার জন্যে। আমি শুনেছি এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে হয়। এই রকম নদীর ধারে, পাথরের পাশে কিম্বা খালি বাড়িতে। আর সব সময়েই এটা একটা সত্য ও নির্মম ঘটনা। তুমি যা চাও তা কিছুতেই হয় না। আমি কখনই এটা ঘটতে দিতে চাইনি। আমি আমার সারাজীবন ধরে প্রমাণ করবো, এই সর্বনাশ যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মাথায় চাপিয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে সরে পড়েছে, কেউ জানতেও পারে নি—তাকে আমি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবো না।' যারা এ কথাগুলো শুনছিল তারা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। তারা খালি কথা শুনছিল— যেন একটানা বৃষ্টির শব্দ শুনছে, যেন জলপ্রপাতের ধ্বনি শুনছে।

'কোনো শহরে সম্পূর্ণ একা থাকলেও কেউ কোন প্রশ্ন করে না। আমার বাবা-মা অনেকদিন আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তাঁরা বেশ কিছু টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন, তাই স্কুলে পড়তে পেরেছিলাম। আমার কোন নিকট আত্মীয়ও ছিল না এবং সেজন্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন কেউ লক্ষ্য করেনি, কারণ আমি খুব ভেবে-চিন্তে পোষাক পরতাম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি এমন একটা জায়গায় বাসা নিলাম যেখানে আমাকে কেউ চেনে না, আর অন্যের ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না। আমি সেখানে বসে বসে একা দিন গুনছিলাম। যখন সময় হল, আমি একটা ছোট স্যুটকেস গুছিয়ে নিলাম। অনেক বই পড়ে নিজে নিজে সামাল দেবার মত জ্ঞান আমি অর্জন করেছিলাম। কারণ সেরকমই আমার ইচ্ছা ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় বাসে ওঠার আগে টেবিলের ওপরে একটা কাগজে লিখে রাখলাম যে আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি—যদি কেউ আসে ভেবে। যদিও জানতাম কেউই বিশেষ খোঁজ করবে না। আমি সঙ্গে একটা স্লিপিং ব্যাগ ও কিছু খাবার নিয়ে কোনো বনের মধ্যে যাব স্থির করেছিলাম। যদিও এটা একটা বড় রকমের বোকামি আর পাগলামি হয়েছিল।

বাস অনেক মাইল চলে গেল। কিন্তু একটা সুবিধেমত বন কোথাও চোখে পড়ল না। তারপর এখানে এলাম। আমি এখানে আগে কখনো আসিনি। বাসটা যখন সেতুর অন্যদিকে এসে দাঁড়ালো তখন আমার ব্যথা সুরু হল। বাসটা সেতু পার হয়ে এলে আমি বাস থামাতে বলে আমার জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এলাম। কেউ কিছু লক্ষ্য করেনি। অন্ধকারের মধ্যে আমি তোমাদের আলো জ্বালা বাড়ি দুটি পার হয়ে এলাম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করেনি। বনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যে এসে পড়লাম। কেমন বন তা আর দেখার সময় ছিল না। আমার জিনিসগুলি খুব ভারী বোধ হচ্ছিল! অতি কষ্টে নিজেকে টেনে নিয়ে এলাম। দিনটা আরামদায়ক ও সুন্দর ছিল, তাই একটু সুবিধেও ছিল। কিন্তু তৃষ্ণা ও চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার খুব ভয় করছিল। ইচ্ছা হল চিৎকার করে কাউকে ডাকি। কিন্তু সাহস হল না। একটা ছোট নদীতে হঠাৎ আমার পা পড়ল। আগে দেখতে পাইনি। নিচু হয়ে যখন জল খেতে গেলাম তখন আমার ব্যথা এল। এরপর বারবার ব্যথা আসতে লাগল।'

সে চুপ করল। তারপর? কারোরও হাত দেখা যাবে না, শুধু নিচু গলার কথা শোনা যাবে। এখন সেই ভয়াবহ কথাটা শুনব। মনে হবে যেন অসম্ভব, কিন্তু তা তো নয়। তাদের সকলের হাতগুলো এক জায়গায় এসে সবাইকে ধরলো। কার কোন হাত কেউ জানল না। কেবল তিনজন তরুণ বয়স্কের হাত। আসন্ন ঝড়ের বিরুদ্ধে তাদের পরস্পরের একটা অবলম্বন। পাহাড়ের ছায়াটা একটা ভয় দেখানো পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। পাহাড়ের ছায়া এবং সময় অন্ধকার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কিছুই যেন বাস্তব নয়। সবকিছুই যেন ভীতিকর, ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও তারা আসল কথাটা শোনেনি। আরও কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। সে কি এখানেই থামবে? না সব বলবে? সে আবার বলতে সুরু করে:

'তোমরা বোধ হয় আর শুনতে চাও না। কিন্তু বুঝতে পারছি সবটা না শুনেও থাকতে পারছ না। এমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল যেন মৃত্যুর মত। মনে হচ্ছিল যেন যন্ত্রণাটা চিরস্থায়ী হবে, যেন মৃত্যুর পরেও থাকবে।'

তারা বলল, 'মৃত্যু বলছ কেন? একটা নতুন প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছিল।'

'আমি তোমাদের বলছি শোনো। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আমি নিজের হাত দিয়ে জীবনের স্পন্দন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুভব করেছিলাম। তারপর আমার মনে নেই আমি কি করেছিলাম। যাই হোক্, এখন আমি কথাটা আর কাউকে বলতে পেরে হাল্কা হলাম।'

সব ইন্দ্রিয় যেন অবশ হয়ে গেছে। একজন হাত ছেড়ে দিয়েছে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু আর একখানা হাত জোরে ধরে রাখলো। চারিদিক সব নিস্তব্ধ। একটি পরিষ্কার কণ্ঠস্বর এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো, যেন জোর করে সব বাধা অতিক্রম করবে। টরভিল ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু ঐ ডালপালাগুলো—ওগুলো কে আনলো?'

'ঐ ডালগুলো ঐখানেই ছিল। শুধু একটু টেনে আনতে হয়েছিল।'

অড একেবারে চুপ করেছিল। তার মনে হল চুপ করে থাকাটাই দরকার, কিন্তু বলল, 'তার একটু পরেই আমরা এসেছিলাম, অন্ধকার হওয়ার পরে।'

'আমার মনে হয় তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমি ঠিক জানি না। কতক্ষণ পরে,—খেয়াল নেই, আমি কান্নার শব্দে জেগে উঠি। প্রথমে ভাবলাম আমিই কাঁদছি। পরে বুঝতে পারলাম আর কেউ কাঁদছে এবং যে কাঁদছে সে আমার।'

তারপর আবার নীরবতা। টরভিলের মনে হল যদিও তারা তিনজন এক জায়গায় আছে তবুও অড যেন অনেক দূরে। তার দেহের সুগন্ধ রয়েছে কিন্তু সে যেন সেখানে নেই। টরভিলের মনে হল অডের পক্ষে এটা খুব পীড়াদায়ক। মেয়েটি আবার বলল, 'আমি দেখলাম তোমরা পাথর বয়ে আনলে। তোমরা যে আমার গায়ের ওপর পড়ে যাওনি এটাই আশ্চর্য!'

টরভিল এমনি বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর সে অডের দিকে তাকাল। অড তখনও তেমনি অন্যমনস্ক। এখনও এই গল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা হয়নি। তারা অপেক্ষা করে আছে কখন এ মেয়েটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই কথা বলবে। অড হয়তো সেইজন্যেই নিজেকে সংযত করে বসে আছে। কিন্তু মেয়েটি বেশিক্ষণ দেরি করল না। এতক্ষণ সেই কথাটা বলার জন্যে সে মনকে তৈরী করছিল। হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে তীক্ষ্ণস্বরে অডকে বলল, 'আমার কথা শুনছ তুমি, তুমি ?'

অড বহু দূর থেকে বর্তমানে এসে বলল, 'হ্যাঁ শুনছি, নিশ্চয় শুনছি।'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তুমি আমার কথা শুনতে চাও না।'

তাদের স্নায়ুগুলো যেন ভেঙে পড়েছে, যেন আর সহ্য করতে পারছে না। শেষ হলে বাঁচে। মেয়েটির গলা আবার পরিস্কার শোনা গেল, 'আমি পাথরের কথা বলছিলাম। ডালপালার নিচে তোমরা যা দেখেছিলে আমি পরদিন ভোরবেলা সেটা সরিয়ে নিয়েছি। আমি সেটা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে অনেকগুলো পাথরের সঙ্গে একটা কাপড়ে বেঁধে গভীর জলে ফেলে দিয়েছি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ বিদ্যুতের চকিত চমক্

বিরাট জলস্রোত এগিয়ে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও থামে না, স্রোত এত প্রবল যে, যা কিছু তাতে বাধা সৃষ্টি করছে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনিতে মনে হবে যেন সেখানে স্রোত নেই ; জল যেন স্থির হয়ে আছে। কিন্তু যদি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়, দেখা যাবে কোন পাথরের ধার দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। যদি শরতের একটা শুকনো পাতা জলে পড়ে, তবে দেখা যাবে সেটা খুব দ্রুত গতিতে ভেসে যাচ্ছে। অন্ধকার জলের তলায় কি আছে কেউ বলতে পারে না। উপরে জল বয়ে চলেছে। স্রোতের দিক পরিবর্তন হচ্ছে, ঘুরে, সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নদীর ধারে, দূরে পরিস্কার জলে আলো পড়ছে। তীরে অনেক খাঁজ আছে, সেখানে কোন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জিনিস ভাসতে-ভাসতে আটকে গেলে আর যেতে পারে না। মাটি লেগে সেটা এমন ঢেকে যায় যে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঈশ্বর করুন ওটাও যেন সেইভাবে সবার অগোচর থাকে। যেন কখনও ভেসে না ওঠে। ওখানে আর কখনও কেউ স্নান কোরো না বা ডুব দিও না।

সেতুর তলা দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। তার পাথরের থামগুলো যেন ভোঁতা কুঠারের মত জলের স্রোতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। হাল্‌কা পাতাটা স্বপ্নময় স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে তীব্র জলস্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই পাথরের কুঠারের পাশ দিয়ে নদীর তলদেশে কি বয়ে যাচ্ছে, সেটা চোখে দেখা যায় না। কুঠার-গুলো বহু বছর ধরে জলস্রোতকে খণ্ড-বিখণ্ড করছে, কিন্তু জলের নিচে কি হচ্ছে তা তারা কিছুই জানে না। জলের উপরে ঝিকিমিকি আলোয় তাদের দেখতে ভালো লাগে। তারা নীরবে জলস্রোতকে কেটে দিচ্ছে। তার অতি নিকটেই বিমূঢ় মূর্তিগুলো নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মেয়েটির সারা জীবনে এই ঘটনা হানা দিয়ে যাবে। এটা চিরজীবন তাকে অনুসরণ করবে। অন্য দুজনও সারাজীবনে এই ঘটনা ভুলতে পারবে না। এই জলস্রোত, বনের মধ্যে, মাঠের উপরে, সেতুর নিচে তার সেই দুঃখের ও অভিশাপের বোঝা বুকে বয়ে চলতে থাকবে। নদীর বিশাল জলরাশি বয়ে চলেছে সব সঙ্গে নিয়ে। সব জিনিসের সলিল সমাধি হচ্ছে। যদি আর কিছু না হয়, তাহলে যে কেউ এই নদীর বুকে তার বোঝা ফেলে দিয়ে মুক্ত হতে পারে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ অপরিণত বয়সীদের মধ্যে

মেয়েটি ভাবছিল সে কেন এদের মধ্যে এল! এখন আর কোনও ক্রমেই সে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। টরভিলকে সে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিছুটা বুঝতে পারছে ; কিন্তু অডকে বুঝতে পারছে না। তারা এত ঘন হয়ে বসেছিল যে একজনের নিঃশ্বাস আর একজনের গায়ে লাগছিল। সে ভাবছিল কি করে এদের সব বোঝাবে। এরা কতখানিই বা বুঝতে পেরেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ প্রয়োজনের ভাঁড়ার থেকে

তারা হাত ধরাধরি করে ঘন হয়ে বসেছিল, হাতগুলো ক্রমে শিথিল হয়ে গেল। তিনজনেই অনুভব করে এই স্বীকারোক্তির পর আজ আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আজ আর কারোর সে শক্তি নেই। গোপন জিনিসটা এখন বাইরে প্রকাশ হয়ে গেছে। এই অন্ধকারে অড্ আর টরভিল বুঝতে পারল না যে মেয়েটি এখন কি ভাবছে। তারা যখন তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন তাদের এসব বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না।

মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টরভিলকে প্রশ্ন করে—'তোমার নাম টরভিল ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?'

টরভিল তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারল না। ও অডের দিকে তাকাল। অড তখনও চুপ করেছিল।

মেয়েটি জিগেস করে—'তুমি কি বলো, তুমিও কি উত্তর দেবে না ?'

টরভিল বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেবো।'

অড এই নিস্তব্ধতাকে ভয় করছিল। সে বলল, 'তোমার যখন ইচ্ছে হবে।'

টরভিল মেয়েটির কাঁপা কাঁপা হাতখানি ধরে বলল, 'হ্যাঁ তোমার যখন ইচ্ছে হবে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেয়েটি শুধু একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বিষয়টা আরও জটিল করে তোলে। বলে, 'বুঝতেই পারছ, আমাদের আবার দেখা করতে হবে। এখন তোমরাও এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে। তাছাড়া তোমাদের সঙ্গ এখন আমার পক্ষে বিশেষ দরকার। আর এও তো বুঝতে পারছ যে, তোমরাও এ ঘটনার কিছুটা অংশ নিয়েছ।'

অপরিণত বয়স্কদের পক্ষে এ ধরণের ব্যাপারে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন। তারা সরলভাবে উত্তর দিল 'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই'।

মেয়েটি ভুল বুঝে ভ্রূকুটি করে বলল 'আমি কি তবে তোমাদের বুঝতে ভুল করেছি ?'

টরভিল বললো 'ভুল বোঝার তো কিছু নেই। তুমি চাওতো, আমরা কাল আবার এখানে আসতে পারি। এবার কিন্তু দিনের বেলায় আসবো।'

অড বলল 'হ্যাঁ, দিনের বেলা, কারণ অন্ধকারে বড় ভয় ভয় করে।'

মেয়েটি কিছুই বলল না। অড বুঝিয়ে বলল 'এখনও কিছুদিন আমাদের স্কুল ছুটি আছে। কাজেই তুমি যে কোন দিন ঠিক করতে পার।'

এবার মেয়েটি বলল 'কাল নয়, নিজেকে গুছিয়ে নিতে একদিন সময় লাগবে। ব্যাপারটা যেমন ভেবেছিলাম, সে রকম হল না। যদি তোমাদের অসুবিধা না হয়, তাহলে, আগামী পরশু বিকেলে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

অড বলল 'আচ্ছা'। মেয়েটি আবার বলল 'শুধু আমার জন্য নয়, তোমাদের নিজেদেরও ভাববার সময় দরকার। শুধু রাত্রে ভাবলেই হয় না, রাত্রে সব উল্টো-পাল্টা মনে হয়।'

অন্ধকারে মাথা নাড়লো ওরা। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলল, 'আমাদের নাম কি আমরা জানবো না ? আমার নাম ভালবর্গ।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড কিছু বলার আগেই টরভিল বলল 'এর নাম অড্। সে ভালবর্গ নামটা মনে মনে একবার উচ্চারণ করল। অড বলল, 'এখন আমরা আমাদের নাম জানলাম। তুমি কি এখানেই কোথাও আছ ?'

'হ্যাঁ, আমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে কাছেই একটা হোটেলে ঘর নিয়েছি। তাহলে এই কথাই রইল। আমার একটা সাইকেল আছে, সেটা আমি রাস্তায় রেখে এসেছি।'

তিনজনেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাতে ওদের আলাদা আলাদা মনে হল। আর ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল। অড বলল, 'তুমি পরশু আসতে পারো, কিন্তু একটা সময় তো ঠিক করতে হবে।'

টরভিল বলল, 'দিনের বেলা আমি তোমাকে দেখতে চাই। যদিও রাতের অন্ধকারে খুব খোলামেলা কথা বলা যায়।'

মেয়েটি বলল, 'অন্ধকারে যদিও আমি তোমাদের সব বলতে পারলাম, কিন্তু আমি চাইনা যে সব সময় আমরা অন্ধকারেই থাকবো। আচ্ছা, সকাল দশটায় কি তোমাদের সুবিধা হবে ?'

অড টরভিলের দিকে তাকাল, ভালবর্গ কি বিরক্ত হল ?

'দশটায় আমাদের কোন অসুবিধা নেই।'

'এখানেই আসবো তো ?'

'তুমি যখন নতুন তখন আর অন্য কোথাও কি করে যাবে ?'

মেয়েটি বিদায় নেবার জন্যে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলে 'তোমরা যে এসেছ সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি ভালবর্গ।'

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অন্যমনস্কভাবে ওরা পথ চলতে লাগল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড্ আর টরভিল সেই জায়গাটা ছেড়ে আসার পর তাড়াতাড়ি বা দৌড়ে গেল না। একটা অপরিচিত অনুভূতি দুজনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ঐ সব ভয়ানক কথাগুলো শোনার পরেও তারা সেই অসহায় তরুণীটির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। টরভিল বলল, 'আমরা হাত ধরে আছি কেন?'

অড্ তার কাছে সরে এসে বলে, 'কি জানি কেন?'

সে আর কিছু বলল না। টরভিলও আর কোন প্রশ্ন তুলল না। মনে হল তারা যেন অন্য এক স্বর্গে এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ থেমে কান পেতে ওরা ভালবর্গের কান্নার শব্দ শুনতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না। টরভিল অড়ের কাছে জানতে চাইল সে কি ভালবর্গের সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়। সে রাত্রে আর কিছু বলতে চায় নি। অড্ তবু বলল, 'যদি তার দিকে ভাল করে দেখে থাকো, তবে কিছু একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখে থাকবে। মনে হয় কিছু একটা তার মধ্যে ছিল।'

'তোমার কি তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ আমি সেটাই লক্ষ্য করেছি।' তাদের হাত তখনও শক্ত করে ধরা ছিল। ক্রমে বাড়ির আলো দেখা গেল। সেখানে অখণ্ড শান্তি ও নিস্তব্ধতার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। টরভিল বলল, 'আজ বেশি ঠাণ্ডা নেই'।

অড্ বলল, 'আজ সন্ধ্যাটিও খুব সুন্দর।'

'তোমার কি মনে হয় ও কোনো হোটেলে উঠেছে?'

'নিশ্চয়ই। তার আর স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঘুমোনোর দরকার নেই। কারণ তাকে এখন আর অন্যের সামনে থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে না। আর তার যখন টাকাকড়ি আছে। আমরা হয়তো তাকে বাড়িতে ডেকে আনতে পারতাম।'

'সে রাজী হতো না। আর আমরাও তা পারতাম না। কারণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাড়িতে সবাই খুব অবাক হতেন। আর তাঁরা নিশ্চয় এমন কিছু লক্ষ্য করতেন যাতে সব গোলমাল হয়ে যেত।'

অড্ একথা শুনে ভয় পেয়ে টরভিলের কাঁধে মাথা রেখে ভাবতে লাগল। সত্যিই তো! বাড়িতে এসব কথা জানলে কি ভয়ানক ব্যাপার না ঘটতো। তারা বুঝতে পারে ভালবর্গের জন্যে তারা কিছুই করতে পারবে না। কারণ এ বিষয়ে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কেবল তাকে সঙ্গ দিতে পারে, তার কথা শুনতে পারে। প্রথম দিনের থেকে তারা আর বেশি কিছু অগ্রসর হতে পারে নি। শুধু এখন মেয়েটিকে তারা চিনতে পেরেছে। এখন তাদের মুখ বুজে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তারা কেউই এখনও বয়স্ক নয়; ভালবর্গও নয়। কিন্তু সে কিছু বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। টরভিল অড্‌কে জিগেস করে—সে কি এই বিষয় থেকে সরে যেতে চায়।

'না, কখনই না।'

টরভিল বলল, 'ঠিক বলেছ। দেখলে না, সে আমাদের উপর কতটা নির্ভর করছিল।'

অড্ বলল, 'টরভিল এখন এত অন্ধকার না হলে ভাল হতো। আমি অন্ধকারে তোমার চোখ দেখতে পাচ্ছি না। তোমার অন্ধকার ভাল লাগছে?'

টরভিল প্রত্যয়পূর্ণ স্বরে বলল, 'আজ আমাদের সকলেরই অন্ধকার ভালো লাগছে।'

অড্ বলল, 'আমি দুঃখিত। তুমি ঠিক কথাই বলেছ।'

তারা তখনও বেশি দূর এগোয় নি। বাড়ির আলো তেমনি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। তারা হাত ছেড়ে দেয়। টরভিল বলে, 'আমাদের মনে যাই হোক না কেন, পরেও আমরা তার সঙ্গে দেখা করছি।'

অড্ বলল, 'তা আমি জানি। আর তাতেই আমার ভয়।'

'তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারলাম না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'না, তেমন কিছু না, তবে আজ যতক্ষণ আলো ছিল তুমি কিন্তু তার দিকে তাকিয়েছিলে।'

'বেশ তো তা ছিলাম।' টরভিলের মনে হল ভাগ্যিস তারা দুজন অন্ধকারে নিজেদের দেখতে পায়নি। সে বলল, 'ভালবর্গ কেন এরকম কাজ করল, সে কি এ বিষয়ে কিছু বলল?'

'সে সোজাসুজি আমাদের কিছু বলেনি। শুধু বলেছে, সেই লোকটি উধাও হয়ে যায়। আমি অন্ততঃ তাই শুনেছি।'

'এরকম অনেকেরই ঘটে।'

'তোমার কি মনে হয় আমাদের তাকে জিগেস করা উচিত ছিল যে অন্যেরা যা করে তাই সে করল কেন?'

অডের কঠিন কথায় টরভিলের দুঃখ হল। সে বলল, 'আমরা কেন নিজেদের মধ্যে অনর্থক তর্ক করছি।'

'কারণ আমরা দুজনেই একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছি। আমরা ভাবছি কি করে এ সবের শেষ হবে। টরভিল তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ? এই ধরণের ঘটনার মুখোমুখি হবার মত যথেষ্ট বয়স্ক আমরা হইনি।'

টরভিল বলল, 'না, তা ঠিক। তবে আমরা হঠাৎ-ই এই দুর্ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।'

'আমার মনে হয়, এসব ঘটনা এমনিই হয়। টরভিল, তুমি যা বোঝো না তা বোঝার চেষ্টা করো না।'

'তুমি কি আমার মনের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছো?'

'প্রতিদিন আমার মনের অবস্থা একরকম থাকে না।'

এখন দুজনে বিদায় নেবে। কিন্তু তাদের আর সেই শান্তভাব নেই। তারা নিজেদের মধ্যে আবার ঝগড়া করে ফেলে। আলোর কাছে এসে দুজনেরই মনে হয় এখন তাদের হাসি-হাসি মুখে সরল শিশুর মত বাবা-মা'র কাছে যেতে হবে। নিজেদের স্বাভাবিক করে নিয়ে ওরা কিশোর-সুলভ ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিনিদ্র রাত কাটিয়ে টরভিল তার বাবা-মার সঙ্গে প্রাতরাশ করছিল। সব স্বাভাবিকই আছে। তবু তার মনে হচ্ছে সব কিছু কেমন বদলে গেছে। এখানে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। টরভিলের মা ছেলেকে একবার দেখেই বুঝতে পারলেন যে, সে রাতে ঘুমোয় নি। তিনি হাল্কাস্বুরে বললেন, 'টরভিল, রাতে বুঝি তোমার ঘুম হয় নি ?'

টরভিল হাল্কা সুরেই বলল, 'ভাল ঘুম হয় নি মা।'

'কেন কিছু হয়েছে নাকি ?'

'না তেমন কিছু হয় নি।'

টরভিলের বাবা বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও তো। ও এখন নিজে বুঝে চলার মত যথেষ্ট বড় হয়েছে।'

মা বললেন, 'হয়তো হয়েছে। কিন্তু টরভিল, কোনো কারণেই তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হতে দিও না।'

'না মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

তার বাবা-মা বসার ঘরে চলে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে, কারণ তখনও স্কুল-মাষ্টারদের ছুটি চলছে। আর টরভিলও তাঁদের ইচ্ছেমত চলছে। টরভিল তার বই আর ব্যাগ নিয়ে অডের বাড়ির দিকে চলল। সেখানে তাঁরা সবাই রান্নাঘরে টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। অড্ টরভিলকে দরজার কাছে আসতে দেখে হাসল। টরভিল হাসিমুখে অডের বাবা-মাকে নমস্কার জানায়। রোজকার মত তারা সবাই বসে গল্প করতে থাকে। রান্নাঘরে সকালের রোদ এসে সবকিছু ঝল্‌মলিয়ে তুলেছে। বাগান থেকে আনা একগুচ্ছ ফুল টেবিলে সাজানো আছে। গৃহিণীর সদাপ্রফুল্ল মুখ সব কিছু আলো করে রেখেছে। অড ও টরভিল দৃষ্টি বিনিময় করে। অডের বাবা হেসে বললেন, 'বই নিয়ে এসেছ দেখছি টরভিল।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল বলল, 'বই আনাটা একটা অভ্যাস মাত্র।' তারপর অডের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। অডের বাবা ঠাট্টা করে বললেন, 'তুমি কি অন্য কোন বিষয় শিখছ?'

অড্ বলল, 'বাবা, তুমি দারুণ মজার কথা বলো।'

টরভিল বলল, 'বাইরে সূর্য কেমন উজ্জ্বল আলোয় চারদিক চমৎকার করে সাজিয়ে দিয়েছে।' তার কথা শুনে সবাই তার দিকে তাকাল। অড্ বলে উঠল, 'টরভিল, আমি আমার ব্যাগ নিয়ে এখনই আসছি।'

বাইরে যেতে যেতে টরভিল বলল, 'আমরা রোদ্দুরে ভরপুর ঢালু জায়গা খুঁজে নেবো। কাল আবার আর একটা জায়গা খুঁজবো।'

অডের মা হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, যতক্ষণ সূর্য আলো আর উষ্ণতা দিচ্ছে ততক্ষণ তোমরা সেটা উপভোগ করে নাও।'

টরভিল ও অড্ এই সহজ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে নিজেদের জগতে এসে দাঁড়াল। টরভিল বলল, 'আমরা কালও বের হবো সেটা তাঁদের আগের থেকেই জানিয়ে রাখলাম।'

'হ্যাঁ, ওঁদের জানিয়ে রাখা ভালো। আজ কি করবে?'

'রোদে শুয়ে ঘুমোবো।'

'কালকের কথা ভেবে আমার কিন্তু ভয় করছে।'

সূর্যের দিকে মুখ করা একটা ঢালু জায়গা পেতে দেরী হল না। সেখানে সটান শুয়ে পড়ল দুজনেই।

'তোমার মা রোদমাখা ঢালু জমিতেই আমাদের আসতে বললেন।'

'মা ওরকমই বলেন।'

'তিনি কিন্তু কথা বলতে বলতে তোমার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলেন।'

'তুমি যা ভাবছিলে তাই দেখেছ। মা যা দেখতে চান তাই দেখেছেন।'

'আমার মনে হয় তাঁদের জানানো উচিত ছিল।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড্ শক্তভাবে বলে উঠল, 'তাঁদের কখনও জানানো চলবে না।'

'অড্, তুমি এত রেগে যাচ্ছো কেন?'

'কারণ আছে নিশ্চয়ই—তাই বলছি।'

টরভিল নিজেকে টান-টান করে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা তাহলে সূর্যকেই আমরা আপাততঃ আমাদের বন্ধু করে নিই।'

দুজনের বিভিন্ন রকমের অনুভূতি হচ্ছিল। আশা ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে ব্যাগ দুটো মাথার নিচে রেখে ওরা চোখে চোখ রেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করল। তবুও এক অজানা আশঙ্কা উঁকি দিতে থাকে। অড্ বলল, 'টরভিল।'

টরভিল তখনই উঠে পড়ল। অড্ বলল, 'না তোমার ওঠার দরকার নেই। আমি একটা কথা বলছিলাম। কিন্তু থাক্।'

'তুমি চুপ-চাপ শুয়ে থাকো তো।'

অড্ তার ব্যাগের উপর গাল রেখে শুয়ে টরভিলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। টরভিল তার গায়ের উপর একটা হাত রেখে বলল, 'আমি এমনি করেই ঘুমোবো।'

যদিও অডের গায়ে এভাবে হাত রাখতে অভ্যস্ত নয়, তবুও সে কিছুমাত্র ইতঃস্ততবোধ করল না। অড্ বলল, 'টরভিল এমন কোরো না। এত রকমের চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে যে আমি একসঙ্গে সবদিকে মন দিতে পারছি না।'

'কিন্তু হাতটা রাখতে আমার ভাল লাগছে।'

'তোমার কি তাই মনে হয়?'

অড্ যে স্কার্ফটা এনেছিল টরভিল সেটা দিয়ে অডের মুখ ঢেকে দিয়ে বলে, 'সূর্যের দিকে মুখ করে ঘুমোনো উচিত নয়।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় খণ্ড ।। কূয়ার ভিতরে একটি চোখ

বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কুকুরটি

যে লোকটিকে সেতুর খিলেনের সঙ্গে চেয়ার শুদ্ধ বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রতিদিনের মত সেদিনও সে সেখানে বসেছিল। সে হাতুড়ি মেরে, আস্তর লাগিয়ে প্রতিটি নতুন ফাটল সারায়। যতদিন এই সেতু তৈরী হয়েছে, সেও ততদিন ওখানেই আছে। কখনও কখন সে বেশ জোরে গান গায়। যারা খুব ভোরে ওপারে চলে যায় তারা এই গান শুনতে পায়। শোনে আর ভাবে—গানটা বুঝি তাদের মনের ভিতর থেকেই ভেসে আসছে। আর তারই তালে পথিকরা দ্রুত তাদের গন্তব্যস্থানে যাচ্ছে। নানারকম চিন্তা লোকে অবসর সময়ে ভাবে, কিন্তু তা নিয়ে স্বপ্ন দেখে না। এইরকম, পথের কুকুরের কথাও লোকে ভাবে। সেতুর ঠিক মাঝখান দিয়ে দূরের হাওয়া বয়ে যায়। সকালে সেতু দিয়ে লোক পারাপার করে। আর মাঝখানে তাদের দেখা হয়। যারা পরিচিত তারা অভিবাদন ও কুশল প্রশ্ন করে। কিন্তু যদি কেউ একলা যায়, আর ব্যস্ততা না থাকে তবে সে একটু দাঁড়িয়ে দূরের হাওয়া গায়ে লাগায়। হাতুড়ির শব্দ আর সকালবেলার গানটা শোনে আর ভাবে সেটা বুঝি তারই শরীরের ভিতরের শব্দের পদধ্বনি।

লোকে সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। কিন্তু কজন এসব উপলব্ধি করে? টরভিলকে কিন্তু কুকুরটা সত্যিই চেটেছিল। সেটা স্বপ্নেই হোক্ আর সত্যিই হোক্। সে যখন জলের দিকে তাকায়, সেখানে কোন ঢেউ বা স্রোত নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আর কেউ আসছে কিনা দেখতে দেখতে মনে হয় সেতুটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তার নিজের ভেতর থেকেও কি যেন একটা উঠে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আসছে। সে ভাবে কেউ তো সেতুর ওপরে উঠছে না। তাহলে বোধহয় আরও একটা সেতু আছে। আমাদের সেতু দিয়ে কত লোক যায়-আসে, তারা জোরে কথা বলে। কারণ খিলেনের নিচে গানের শব্দে সকালে কিছু শোনা যায় না। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করে না যে একটি কুকুরের মুখ তাদের স্পর্শ করে যায়। সেতুর অন্যদিকের বাড়ি-গুলো ঘন কুয়াশায় ঢাকা।

টরভিল হাঁটছে, যেন একটা নতুন জিনিস দেখতে চায়। কিন্তু সেই সময়েই কুয়াশাটা দেওয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন দুটো সেতু দেখছে। যেন দুটো সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। সেতু দুটি যেন একটা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে কেউ যেন তার সঙ্গে কথা বলল, যেমন অনেক সময় অনেকে বলে। আবার মনে হয় ভৌতিক। সব মিলিয়ে যায়। লম্বা-লম্বা গাছ মাটি থেকে উঠে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাছের মাথায় খুব নরম আলোর আভা দেখা যায়। সে আলোয় অন্ধকার দূর হয় না। সেতুগুলি যাদুকরের মায়ার মত দেখায়। তার একটার ওপর কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে, সবকিছুর মাঝখানে। কেউ হয়তো বলবে, 'চল, আমরা খোলা জায়গাটায় যাই।' তারা চন্দ্রালোকিত খোলা জায়গাটায় যায়। শুকনো ঘাসের ওপরে একটা মিষ্টি সুর ছড়িয়ে রয়েছে যেন কেউ এইমাত্র এখানে এসেছে। আবার সকাল। জল ও পাথর সব কুয়াশায় ঢাকা। জানালার পর্দা ভালো করে টানা না থাকলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ দেখা যেত। পর্দার ফাঁকে চোখ রাখলেও কিছু দেখা যেত। মৃত্যু কি সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে? ওটা কি সেই কুকুরটাই? না-না, ওটা অন্য একটা কুকুর। স্বপ্নের কুকুরটাকে টরভিল ভুলে যেতে চায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ দ্বিতীয় দেখা

সেদিন সকালে অড্ ও টরভিল নির্দিষ্ট সময়ে বনের দিকে গেল। তারা দুজনেই রাতে ভাল ঘুমিয়েছে, তবু অডের মনের ভয় যাচ্ছে না। সেদিন রোদ্দুর ছিল না। কিন্তু দিনটা ছিল শান্ত ও আরামদায়ক। অড্ বলল, 'ওর সঙ্গে এ জায়গায় দেখা করার কোন মানে হয় না।'

'কিন্তু অপরিচিতাকে আমরা অন্য কোথাও যেতে বলতে পারি না।'

'যা হোক, চল আমরা অন্য কোন জায়গায় চলে যাই। ওখানে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।'

'আমার মনে হয় সেও ওখানে যেতে না হলে খুশি হত। আমাদের ভাগ্য ভাল যে বাবা-মায়েরা আমাদের ইচ্ছেমত সব জায়গায় যেতে দেন। কোন ব্যাপারে বারণ করেন না।'

'তার একটা বিশেষ কারণ আছে। আর তুমি তা ভালই জানো।'

'তাই হবে। কিন্তু তবু তাঁরা সম্ভবকে অসম্ভব করে তুলতে পারেন।'

মেয়েটি আগেই সেখানে এসে গেছে। আজকে তারা ওকে দিনের আলোর দেখল। সে তাদেরই বয়েসী ও আর মনযোগ আকর্ষণ করার মত সুন্দরী। সে সলজ্জভাবে তাদের অভ্যর্থনা করে বলল, 'আমাদের দেখা করার জায়গাটা অদ্ভুত।'

অড্ ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে আমরা এখনই অন্য কোন জায়গায় যাই না কেন? বন অনেক আছে। একটা বেছে নিলেই হবে।'

তারা সেই পাথর ওল্টানো ও ডালপালা ছড়ানো জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গেল। কেউ আর ইচ্ছে করে সেখানে থাকতে চায় না। তারা একটা মোটা গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াল। গাছপালার মধ্যে পরিষ্কার জায়গা। ঝড়ে একটা গাছ পড়ে গিয়ে বেশ একটা বসার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জায়গা হয়েছে। টরভিলই এখানে নিয়ে এল। এই বনের প্রতিটি কোণ তার নখদর্পণে।

একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তারা আরাম করে বসল এইবার কি করবে ভাবতে লাগল ওরা। অডই প্রথমে কথা বলল, 'আমার ও টরভিলের এখন আঠারো বছর বয়েস।'

ভালবর্গ তখনই নিজের বয়সের সম্বন্ধে কিছু না বলে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমরা আমার বয়েস জানতে চাও। আমারও বয়স আঠারো।'

অড্ বলে উঠল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'তুমি তাই ভেবেছিলে? আমার মনে হয় আমাকে বেশি বয়েসী লাগে।'

অড্ বলল, 'না ভালবর্গ, বেশি মনে হয় না।'

এই প্রথম তারা ওর নাম ধরে ডাকল। যেন একটা ছোট বাধা পার হয়ে এল। ভালবর্গকে দেখে মনে হল সেও এতে খুশি হয়েছে।

'কিন্তু কেন তোমরা আমার বয়েস জানতে চাইলে?'

'কিছুই না, বলা যায় কৌতূহল। শুধু তাই নয়, আমরা সমবয়েসী হলে পরস্পরকে আমরা ভালভাবে জানব ও বুঝব।'

টরভিল চুপ করে মেয়ে দুটিকে দেখছিল। সে এতক্ষণ কথা বলে নি। মেয়ে দুটি একেবারে আলাদা প্রকৃতির। ভালবর্গের মধ্যে একটা যেন কি ছিল যা তাকে বেশি আকর্ষণ করে। সে ভাবছিল তার কি এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত? যে আলোচনা এখন হবে সেটা শুধু মেয়েদেরই বিষয়। আবার সে ভাবল, 'না, আমি যাব না। ও অন্ধকারে আমার হাত ধরেছিল, আমায় আসতে বলেছিল। আমি নিজে থেকে যাব না।' অড ও ভালবর্গ ঘন হয়ে বসে। ভালবর্গের মুখ থেকে বিষয়টা আরও বিস্তারিত শোনার জন্যে টরভিল যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল সেজন্যে সে লজ্জাবোধ করল। তার খুব ইচ্ছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হচ্ছিল ওদের কাছে গিয়ে বসে, তাদের দেখে। তার কাছে তুজনেই যেন অপরিচিত, সুন্দর।

টরভিলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে, ভালবর্গ তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'ও এখানে কি করছে ?'

টরভিল যেন কোন অন্যায় কাজ করতে করতে ধরা পড়েছে এমন-ভাবে বলে, 'কি বলছ তুমি ?'

অড বলল, 'তুমি কি বলছ ? টরভিল তো এখানে থাকবেই।'

ভালবর্গ আগের মতই বলে, 'ওর এখানে কোন কাজ নেই। শুধু শুধু বসে আছে।'

অড বলল, 'টরভিল তুমি রাগ কর না।'

ভালবর্গ বলে উঠল, 'ও যত খুশি রাগ করতে পারে, করুক।'

অড বলে উঠল, 'শোনো, টরভিল বা আমি কেউ এখানে মজা করতে আসি নি, এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো।'—উঠে দাঁড়ায় অড— 'তুমি টরভিলকে ওরকম করে কথা বলতে পারবে না। এ তোমার খুব অন্যায়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়াই ভাল।'

ভালবর্গ সভয়ে বলে উঠল, 'না, না, আমাকে ছেড়ে তোমরা যেও না। সত্যিই কি চলে যাবে ?'

'আমি টরভিলকে ছাড়া এখানে থাকবো না। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সুরুতেই গোলমাল হয়ে গেল।'

ভালবর্গও বিপন্নমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের স্পষ্ট রেখাগুলো মিলিয়ে যেতে সময় লাগল। সে বলল, 'তোমাদের এত অল্পেই ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ? তোমরা বুঝতে পারছ না, কত বিপদগ্রস্ত একটি মেয়ের সঙ্গে তোমরা দেখা করতে এসেছ।' বলতে—বলতে ভালবর্গ ভেঙে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো।

অড বলল 'আমরা এসেছি তুমি আমাদের আসতে বলেছ, সেই জন্যেই। সে ভালবর্গ-এর হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিল। ভালবর্গ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিনা আপত্তিতে বসে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলে 'আচ্ছা আমি সব বলছি। আমার থেকে বেশি সেটা কেউ-ই জানে না। আমাকে একটু সময় দাও। একটু অপেক্ষা কর।'

অড বলল 'আমরা অপেক্ষা করবো। তুমি বলতে চাও বলেই তো আমরা এসেছি।'

'আমি তোমাদের অপেক্ষা করতে বলছি, তোমরা চলে যাবে—এ ভয়ে নয়। আমি সব সময় খুব বিপন্ন বোধকরি। যখন এসব কথা মনে আসে, তখন আমার কি রকম যে হয়—তা তোমরা বুঝতে পারবে না।

ওরা কেউই একথার কোন উত্তর দিল না। ও যাতে নিজেকে শক্ত হবার মত সময় পায়—সে জন্যে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। ভালবর্গ আবার বলতে আরম্ভ করল—'আমি জানিনা, কি অন্যায় আমি করেছি। টরভিল, তুমি বল, আমি কি করেছি।' সে আবার একটা ঝাঁকি দিয়ে টরভিলের দিকে তাকাল।

টরভিল অস্পষ্টভাবে বলল, 'ও কথা যাক্।'

অড বলল, 'সে সব কথা থাক্। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমরা কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

ভালবর্গ একটু ইতঃস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয় সেটা বেশ সহজ। আমি শুধু চাই, তোমরা আমাকে একটু সঙ্গ দাও। এখানে মাঝে মাঝে এসো, আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে কথা বল।'

'কখন?'

'এখন, আবার পরে—মাঝে মাঝে। এটাই শুধু আমি তোমাদের কাছে চাই। এর থেকে বেশি কিছু তোমরা করতেও পারবে না। আর শুধু এতেই আমি এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারবো। অবশ্য যদি সম্ভব হয়।'

টরভিল ও অড কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করে। তারা যতটা ভয় পেয়েছিল, ব্যাপারটা তাহলে ততটা ভয়ের নয়। অড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি ঠিক বলেছ। আমরা যে কি ভেবেছিলাম, আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি নি। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের দিয়ে কিছুই হবে না।'

'আমি বুঝতে পারছি, তোমাদের কাছে এটা এখন সহজ হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমরা আমার সঙ্গে কথা বল। ছাড়া আর কি করতে পারো ?'

অড বলল, 'জানিনা, তবে আমার এখন খুব নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে।'

ভালবর্গ হেলান দিয়ে বসে বলতে লাগল, 'কেউ এসব জানতে পারবে, আমি ভাবিনি। তোমরা দুজন হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছ আমি জানি, তোমরাও এতে আমার মত দুঃখিত। কিন্তু, এখন আমি বুঝতে পারছি তোমাদের সঙ্গ আমার পক্ষে খুব উপকারী। তোমরা আমার গুপ্ত ক্ষতটা প্রকাশ করে দাও নি। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার কোন উপায় ছিল না। যদিও আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে খুবই চাইছিলাম। কিন্তু দেখেছ, এখানে এসেই আমি কি রকম ঝগড়া শুরু করেছিলাম। আমি টরভিলের সঙ্গে সত্যিই খারাপ ব্যবহার করেছি।'

কেউ উত্তর দিল না।

'তোমরা আমার কথা শুনছো ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'তবে আমি আরও কিছু বলতে চাই,'—সে মুখ নিচু করেই কথাটা বলল। এবার তার স্বরটা একটু বদলে গেল, বলল—'আমার পক্ষে এটা একটা মস্ত সৌভাগ্য যে তোমরা এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ। এখন তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তবে আমি নিরুপায়।

টরভিল বাধা দিয়ে বলে, 'আমরা এর জন্যে মোটেও দুঃখিত হইনি।'

'টরভিল আর অড্, আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না।'

তারা বসে রইল। ভালবর্গ বলতে থাকে—'সবকিছু এমন অসম্ভব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর অনিশ্চিত। সেদিন যদি আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে না পারতাম, তবে খুব খারাপ হত। আমি আমার শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারি নি। তাই নিজের সব দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলাম। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমি মানসিক দিক থেকে মুক্তি পাবো। শুধু এই মিনতি করি, তোমরা ঘটনাটাকে গোপন রেখো, কেমন ?'

তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'এটা তোমাদের ওপর একটা বোঝা চাপানো হল, তা আমি বুঝতে পারছি।'

অড্ বলল, 'সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আগেই বলেছি, কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।'

টরভিল যোগ দিয়ে বলল, 'তোমার অন্ততঃ কোন দোষ নেই, ভালবর্গ।'

'তোমরা যে আমার ব্যথায় অংশ নিলে, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। টরভিল আর অড্, আজ আমি যা বলতে এসেছিলাম, তা বলেছি। আমার পক্ষে, মনে হচ্ছে, একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল।

অড্ বলল, তুমি কি এখন আমাদের যেতে বলছো ?'

'জানিনা, তবে আমার মনে হয় এখন আমারই যাওয়া উচিত। আমার পক্ষে আজ যথেষ্ট হয়েছে।'

অড্ ও টরভিল তার কথা বুঝে উঠতে পারল না। অড্ বলল, 'এখনও এমন কিছু দেরী হয় নি। আমরা এখন যেতে চাই না। মনে হচ্ছে আমরা এখনই এলাম।' যদিও অড্ এলোমেলো ভাবে একথা বলল তবুও এর মধ্যে অনেক কিছুই ছিল। হাওয়াও যেন এই বিষয় নিয়ে কানাকানি করছে। ভালবর্গ, তাদের এর মধ্যে টেনে এনেছে। কিন্তু, সে মুখ নিচু করে বসে আছে। এই নিস্তব্ধতা থেকে তাদের সহজ হওয়া দরকার। অহেতুক, অড্ ও টরভিল এক এক করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল ভালবর্গের তুপাশে।

টরভিল ভাবছিল, এত ইতঃস্তত করার কি আছে ? অন্য তুজন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়তো তার মনোভাব বুঝতে পারছিল না। অধিকাংশ কথাবার্তাই তাকে বাদ দিয়ে হচ্ছিল। ওরা তুজনেই স্ত্রী-সুলভ অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখছিল—সেটা সে লক্ষ্য করেছে। তখন থেকে তার কেবলই মনে হচ্ছে যে তাকে বাদ দিয়ে কি সব হচ্ছে। আর, অড্ নয়, ভালবর্গ ? তার মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করছে। টরভিল ভাবল আমি চুপ করেই থাকি। মেয়েরা তো তার মনের কথা জানছে না। এখানে কোথাও অন্ধকারের আবছায়ার ভেতরে ভালবর্গের রহস্যপুরী আছে। তার পরিষ্কার কোন রূপ নেই। শুধু সন্ধ্যার ছায়ায় যেমন দেখা যায়—তেমনই। পাশাপাশি বসে, মুখের দিকে তাকিয়ে যেটুকু অনুভব করা যায়—তাই যথেষ্ট। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অড্ বলে উঠল, 'টরভিল, তুমি এখনও এখানে আছ ?'

ভালবর্গ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। টরভিল বলল, 'হ্যাঁ, কিছু বলবে ?'

'আমরা কি অন্য কোথাও গিয়ে বসবো ?'

ভালবর্গ বলল, 'না, আমরা যেখানে বসে আছি সেখানেই থাকি না কেন ?' অড্ শুনতে না পাওয়ার ভান করে রইল। তারপর বলল, 'ভালবর্গ, আমি আর একটা কথা ভাবছি। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে ?'

ভালবর্গ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'না-না, সে অসম্ভব! তাছাড়া, তাঁদের তুমি আমার সম্বন্ধে কি বলবে ?'

আমি বলব, 'তুমি আমার এক বন্ধু, হঠাৎ দেখা হল। আমাদের বাবা-মা সে রকম নন্।'

'সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ধন্যবাদ, আমার পক্ষে যাওয়া, না-না, অসম্ভব।'

অডের কথায় টরভিল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ, ঠিক এই কথাটাই যখন সে বলেছিল, অড্ তখন তা বাতিল করে দিয়েছিল। অড্ বলল, 'আমরা আশা করব যে তুমি অস্বাভাবিক কিছু করবে না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'আমি দেখছি, তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারনি, তাই এমন কথা বললে।'

টরভিল কিছুই না বুঝে বলল, 'আমরা আর একদম কথা বলবো না।'

অড্ কিছু বলল না। প্রসঙ্গ এখানেই বন্ধ হয়ে গেল। ওরা বুঝতে পারল যে পরিবেশটা আবার জটিল হয়ে উঠছে। একে সহজ করতে সময় লাগবে। টরভিলের মনে হল, সুন্দর নিস্তব্ধতাকে অড্ নষ্ট করে দিল।

শান্তি যখন নষ্ট হয়েই গেছে তখন টরভিল যা তার মনে এলো তাই বলে ফেলল। সে ভালবর্গের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালবর্গ, তুমি সবসময় বলছ, তোমার যা হয়েছে তা আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'তা তো ঠিকই।'

'কিন্তু, তবুও আর একজনেরও জানবার কথা।'

ভালবর্গ বিরক্তভাবে মাথা নাড়ল। অড্ দূরে, বনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তাকেও কোন রকমে এই ব্যাপারে জড়িত করা কি সম্ভব নয়।'

ভালবর্গ দৃঢ়ভাবে বলল, 'না, সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। সে কোথায় আছে জানিনা। আর যেখানেই থাক না কেন, সে চেষ্টা করবে যাতে এর মধ্যে আসতে না হয়।'

তারা বুঝতে পারলো, এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যার উল্লেখ না করাই ভাল। ভালবর্গ বলল, 'তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।'

টরভিল বলল, 'আমি শুধু কৌতূহলের বশে তোমাকে জিগেস করিনি। আমার মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে পরিষ্কার না জানলে, একটা বাধা পার হওয়া সম্ভব নয়।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড এতক্ষণ পরে তাদের দিকে ফিরে বলল, 'বেশ তাই হ'বে। আমাদের সে বিষয়ে কিছু জানবার দরকার নেই।'

ভালবর্গ বলল, 'তোমাদের বোধহয় এখন ফেরা দরকার।'

টরভিল বলল, 'হ্যাঁ, তা বোধহয় দরকার।' ওরা ঠিক বুঝতে পারলো না যে ভালবর্গ নিজেই যেতে চায় কিনা। তবে জানিয়ে দিল যে তারা আবার আসতে পারে। ভালবর্গ যে একথায় খুশি হল, তা তারা বুঝতে পারল, এই দেখা হওয়াটা ভালবর্গের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ওরা বলল আবার আসবে। যতবার ভালবর্গ চাইবে, ততবারই। কী যেন একটা, তাদের ভালবর্গের প্রতি আকর্ষণ করছে,—সমব্যথী করছে। তারা ভাবছে, 'ভালবর্গ কি কোনও বিপদের মধ্যে আছে!' তারা, বলতে গেলে, সে বিষয়ে কিছুই জানেনা। এবং এ বিষয়ে ভালবর্গকে জিগেসও করতে পারে না। তবে যতদিন চাইবে সে, তারা ততদিনই সঙ্গ দেবে তাকে।

এখন কিছুদিনের এই দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ থাকবে। একটা আনন্দ শেষ হওয়ায় বেদনা তারা বোধ করছিল। ভালবর্গ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এবার যাব।' ওরা দুজনেই বলল, 'আমরাও যাব।' ভালবর্গ বলল—একদিনে যতটা সে পেয়েছে তার থেকে বেশি সে আর চায় না। সে তার অবসন্নভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এর পর আবার কবে দেখা হবে, সেটাও সে বলতে পারে না। যদি সে এখন চলে যায়, তবে এরা যেন কিছু মনে না করে।

তারা দাঁড়িয়ে শুনল এবং বুঝল। যদিও আজ তারা কিছু কথা কাটাকাটি করেছে, তবু তারা আবার ভালবর্গের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আবার কবে ভালবর্গ তাদের সঙ্গে দেখা করবে জানার জন্যে ওরা অপেক্ষা করে। ভালবর্গ বলল, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই। কিন্তু আগামীকাল পারবো না। কারণ, আমি আজকের কথাগুলো আরও একদিন ভাবতে চাই।' অড ও টরভিল ঠিক বুঝতে পারল না কথাটা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভালবর্গ বলল, 'মনে রেখো, আমি এখনও খুব বিপদের মধ্যে আছি।'

'তুমি কি তবে পরশুদিন আসতে চাও?'

'পরশুদিন? আচ্ছা। সেই ভাল।'

টরভিল আগ্রহের সঙ্গে জানাল, তারা পরশুদিন ঠিক এই সময়ে, এইখানে আসবে।

ভালবর্গ অডের দিকে তাকিয়ে বলল 'সেই ভাল'। সে ওদের আগে রওনা হ'তে বললে তারা এতে আশ্চর্য হল। ভালবর্গ জানাল যে সে সবার শেষে যেতে চায়। তারা ভালবর্গকে রেখে চলে গেল। সে হয়তো এখন কিছু করতে চায়, যার সাক্ষী সে চায় না। আর কোন কথা না বলে দুজনে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ যখন তুমি আবরণ মুক্ত

বিবস্ত্র হয়ে সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে চায়। জলের সন্ধানে লোকে কাদার মধ্যেও যায়। আবার অতি কষ্টে তার থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করে। তখন তার সেই করুণ অবস্থা আর কেউ দেখুক, তা সে চায় না। জল খুঁজতে গিয়ে দুটো পা হয়তো শ্যাওলার মধ্যে জড়িয়ে গেল। আর একটা নরম স্পর্শের অনুভূতি হতে লাগল, শরতের উষ্ণ রৌদ্রে একটা অদ্ভুত আমেজে ভরে আছে। হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে একটা শ্যাওলার বিছানার মধ্যে লম্বা হ'য়ে পড়ে গিয়েছে। তা হ'লেও ব্যথা পাওয়ার কোন ভয় থাকে না। বরং এতে তার প্রাণ রক্ষাই হয়। একটা তীক্ষ্ণ বোধশক্তি তার প্রাণে জেগে ওঠে। সে ধূসর জলধারা দেখতে পায়। একটা চলন্ত অবস্থা যেটা শুধু বোধ করা যায়। কিন্তু তাতে জীবন রক্ষা পায়। আবার উলঙ্গ অবস্থার যে বোধ—সেটা জলের অতলে ডুব দেবার বাসনা আনে। অথচ, ডুব দেওয়া যায় না। তখন যা কিছু পরিচিত হারিয়ে যায়, তখন ঘাসের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সেখানে হাজার বছরের একটা পুরনো গন্ধ জমা হয়ে থাকে। বড় বড় মরা গাছের ভারী গুঁড়িগুলো অসহায় ভাবে পড়ে থাকে। ধীরে ধীরে সেগুলো মাটিতে বসে যায়, মৃতের চক্ষুর মত বা বিকৃত, হাঁ করা মুখের মত গর্ত হয়। দেখলে ভয় করে। এক হাজার বছর এমনি ভাবে থেকে জলামাটিতে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ তৃতীয় দেখা

তৃতীয়বার দেখা হওয়ার আগের দিনটি টরভিল ও অডের কাছে খুব খারাপ লাগছিল। বাড়ীতে ও বাইরে তাদের ব্যবহারে কারো কিছু সন্দেহ করার ছিল না। সকালে প্রতিদিনের মতই ব্যাগ নিয়ে ওরা বেরিয়েছিল। কিন্তু, বিকালে এক সঙ্গে ছিল না। সকালে ওরা বলেছিল, ছুটি শেষ হ'তে আর বেশি দেরী নেই। আজও আমরা রোদমাখা কোন একটা জায়গায় যাচ্ছি।

বাবা-মারা শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। অড্ বলল যে তার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। কারণ, সে মাকে কোন সাহায্য করছে না।

মা বললেন অড্ যে আনন্দে আছে সেইটাই তার কাছে আনন্দের। তিনি তাকে ছুটিটা আনন্দে কাটাতেই উপদেশ দিলেন।

বনের মধ্যে গিয়ে একটা খোলা জায়গায় দুজনে বসে পড়ল। তারপর টরভিল অড্‌কে জিগেস করে, 'অড্, এখন কী করা যায়?'

'আমার মনে হয় করার কিছু নেই।'

দুজনেই অনেকক্ষণ বসে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু, শুধু বইয়ের পাতা ওল্টানো ছাড়া, বই-এ মন দিতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। তারপর বই একপাশে সরিয়ে রেখে অড্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলল, 'টরভিল, তোমার কি মনে হয়, ভালবর্গ এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে ?'

টরভিল উত্তর দিল, 'কেন পারবে না ? আমরা কি ওর কথা ঠিকমত বুঝি নি ?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'আমাদের দেখলে সে খুশী হয় সেটা তুমি লক্ষ্য করেছ ? না হ'লে সে আমাদের আবার আসতে বলতো না।'

'কিন্তু টরভিল, তুমি বুঝতে পারছ না, তাকে ভোলানো আমাদের উচিত নয়।'

'কিন্তু, তুমি কি দেখোনি, সে যখন ফিরে যায়, তখন্ তাকে আগের থেকে কত প্রফুল্ল দেখায় ?'

'তুমি তার কথা বলছ, কিন্তু আমি বলছি আমাদের কথা। তোমার কথা ঠিক বলে মনে হয় না।'

দুজনেই একবার নিজেদের দিকে তাকায়, টরভিল একটু লজ্জা পেল। দুজনেই অপেক্ষা করে রইল, কে আগে কথা বলে। অড্‌ই বলল, 'চল এখন বাড়ি যাই। যতদিন না এটা সম্পূর্ণ মিটে যায়, ততদিন আমরা স্বাভাবিক হতে পারবো না।'

বাড়ি ফিরে ওরা যে যার নিজের ঘরে বসে রইল। বাড়ির কেউ কোনও প্রশ্ন করলো না। পরদিন সকালে ভালবর্গের সঙ্গে তৃতীয়বার সাক্ষাতের জন্যে দুজনে রওনা হল। ওদের মনে হচ্ছিল, হয়তো, ভালবর্গ আসবে না। কিন্তু, দূর থেকে তারা দেখলো, ভালবর্গ আগেই এসে গাছ-পালার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

গাছের আড়াল থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কাছে গিয়ে দেখলো, সে যেন আগের দিনের থেকে প্রফুল্ল তো নয়ই ; বরং একটু বেশি বিপন্ন। সে কোনও ভূমিকা না করে বলল, 'এসেছ, ভাল।'

এই রকম অভ্যর্থনায় দুজনে একটু অবাক হল। টরভিল চেষ্টাকৃত হাল্কা সুরে বলল, 'আজ আমরা কি করবো ?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভালবর্গ তার আন্তরিক কথা যেন শুনতেই পেল না। সে গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে এসেছি। যদিও আমাদের আগের সাক্ষাৎ খুব মধুর হয় নি, তবুও, সে জন্যে কিছু মনে কোরো না।'

অড্ বলল, 'তুমি তো জান, আমরা সে বিষয়ে, বলতে গেলে, কিছুই জানি না।'

'হ্যাঁ অড্, সেটা ঠিক। কিন্তু তোমরাও কিছু জানতে পেরেছ।'

'কিন্তু তবুও তো তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাও।'

'অড্, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পার, কেন চাই।' অড্ ভালবর্গের দিকে তাকিয়ে ভাবল সে এতো দূরের মানুষ যে তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। টরভিল এই ধরণের কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলে উঠল, 'এসো, আমরা আগের দিন যেখানে বসেছিলাম, সেখানেই বসি।'

সেই গাছের গুঁড়িটার ওপর ঘেঁসাঘেঁসি করে তিনজনে বসলো। ভালবর্গ মাঝখানে বসায়, টরভিলের গায়ে তার ছোঁয়া লাগল। টরভিলের মনে হ'ল তার গায়ে যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল। ওর মনে হঠাৎ একটা ভাবনা এখন 'অড্, কিসের ভয় পাচ্ছে?' সে মনে মনে অড্‌কে অভয় দিলেও নিজে কিন্তু অন্য রকম কিছু বোধ করছিল না। সে তাকিয়ে দেখলো, অড্, ভালবর্গের পাশে বসে, একটা লতা দিয়ে নিজের পায়ে বার বার আঘাত করছিল। সে কিছু একটা ভাবছিল। কিছুক্ষণ পরে অড্ বলল, 'তুমি বলছ যে, এটা তোমার পক্ষে খুব ক্লান্তিকর, কিন্তু, সে বিষয়ে আমাদের কি করার আছে?'

ভালবর্গ মাথা নেড়ে বলল, 'না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। কিন্তু তোমরা যা বলছো, সেটাই ক্লান্তিকর।' কেউ কোন উত্তর দিল না। সে আবার বলল, 'তোমরা যা যা করেছ, আর বলছ, সে সবই আমাকে আমার দুঃখ সহ্য করতে সাহায্য করেছে। আমাকে অনবরত যা কষ্ট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিচ্ছে, তা কমাতে কিছুটা সাহায্য তোমরাই করেছ। আমি এর থেকে বেশি আর কি আশা করেছিলাম, তা আমি নিজেও জানিনা।'

টরভিল ভালবর্গের ওপাশ থেকে অডকে বলল, 'তুমি কিছু বলো, কারণ, তুমি নিজে মেয়ে বলে বেশি বুঝতে পারো।'

অড্ একটু মজা করে বলল, 'টরভিলের মাথায় একটা কথা ঢুকেছে যে আমরা মেয়ে।' আবার তিনজনেই চুপচাপ বসে রইল। আঠারো বছরের তিনটি তরুণ-তরুণী। ভালবর্গকে সাহায্য করার কোন উপায় ভেবে বার করতে পারল না—অড্ আর টরভিল।

এই ধাঁধার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এই নির্জন জায়গায় যে সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, তার সমাধান করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা দূরবর্তী হাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে রইল। দূরের একটা ইষদুষ্ণ হাওয়া এসে গাছের ডালগুলি দুলিয়ে, গাছের পাতাগুলিকে চঞ্চল করে আবার দূরে সরে গেল। অনেকক্ষণ তারা চুপ করে বসে রইল। এই স্তব্ধতা, যেন একটা মুখ-খোলা কূয়োর মত। সেটা কোথায় যে আছে, তা দেখা যায় না। ওরা যেন ভয়ে সরে বসতেও পারছিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ অড্ আর টরভিল

ভালবর্গের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময়ে টরভিল ভাবছিল, কে আগে কথা বলবে। অড্ সামনের দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে, পরিচিত পথের পাথরগুলোর উপর পা ফেলে ফেলে। অড্‌কে সে অতি বুদ্ধিমতী ও সর্বগুণময়ী বলে জানে। অথচ, তাকেই কি সে অসম্মান করেছে ? কি যে হয়েছিল, সবই যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার। ভালবর্গ তার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বলেই কি সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছিল। একটা নতুন ছোঁয়ায়, নতুন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবেশে তখন তার কল্পনা গড়ে উঠেছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে অড্ বলল, 'সকালবেলায় ভালবর্গের সঙ্গে দেখা করতে যেতে, কি অসুবিধে ?'

'সকাল বেলায় নিজেকে কোথাও আটকে রাখতে আমার ভাল লাগেনা।'

'কিন্তু, সকালে তোমার কোন কাজও তো নেই, তা আমি জানি। যাহোক, আমরা এ নিয়ে ঝগড়া করবো না।' অড্ এই বলে আবার হাঁটতে সুরু করল।

টরভিল বলল, 'তুমি যা বলতে চাও, বলে ফেল।'

'তুমি তা ভাল করেই জান'—অড্ বলল, 'ভালবর্গের সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ সেটা কি ঠিক হয়েছে ?'

'আমার মনে হচ্ছে, বোধহয় ঠিক হয় নি।' টরভিল আর বলতে পারল না। ভাবাবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

'তুমি তার সঙ্গে এরকম ছেলেখেলা কর না। সেও আমাদের মত অল্প বয়েসী, আর দেখতেই পাচ্ছ সে কি রকম বিপন্ন।'

টরভিল বলল, 'তুমি এত রাগ করছ কেন ? তার আগে ভেবে দেখ, আমরা তিনজনেই বিপন্ন।'

'হ্যাঁ ঠিক। কি, তুমি এর পরে আর এরকম ছেলে-মানুষী করবে না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি।'

টরভিল ভাবল, জিগেস করে যে, অড্ কার পক্ষে ? কিন্তু আসলে সে বলল, 'এসব কথা থাক অড্। এরকম একটা অজানা বিষয়ের মুখোমুখি হলে, আমরা কেমন ব্যবহার করব—সে বিষয়ে আমি বা তুমি, কেউই প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারিনা।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাড়ির কাছাকাছি এল। সেখান থেকে ওদের বাবা-মা ওদের দেখতে পাবে। টরভিল অডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। অড্ বলল, 'এ আবার কি ?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

3728
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল তার হাত ধরতে বলল। অড্ বলল, 'এখন বিরক্ত কোরনা। আমার মন ভাল নেই।'

টরভিল বল্ল, 'বাড়ির লোকেরা খুশি হবেন—সেইজন্যেই বলছিলাম।' দুজনে কাছাকাছি হয়ে ভাল করে মুখ মুছে, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

এরপর দুদিনের দুঃসহ অপেক্ষা। তবু যাতে কেউ কিছু মনে না করে, সেজন্যে দুজন স্বাভাবিক ব্যবহার করতে লাগল। নিজেরা আর কথা কাটাকাটি করল না। অড্কে কষ্ট দিয়েছে মনে করে, টরভিলের মন খারাপ হয়ে রইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বাড়ি ও নদীর মাঝখানের মাঠে রাত্রি

আমরাই সেই সব জীব, যারা নদীর দুধারে বাস করি। কেউ পায়ে হাঁটি আবার কেউ বা বুকে হাঁটি। আমাদের সকলেরই একটা আস্তানা আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, সেখানে আমরা আশ্রয় নিই। নির্জনে, অন্ধকারে আপন আলয়ে আমরা একে অন্যকে ফেলে এগিয়ে যাই। বনে, জঙ্গলে, পর্বতে, সর্বত্রই আমরা আছি। আমরা মাকড়সার জালের মত সব জায়গা ছেয়ে রেখেছি। শতাব্দীর মহীরুহে ডালে ডালে, আমরা বাসা বেঁধেছি। আবার ঝোপে ঝাড়েও আমরা আছি। সেখানে একটা প্রাণী হয়তো আর একটা প্রাণীকে গিলছে। নিঃশব্দ ঘাসও আমাদের প্রতীক। পদভারে দলিত-মথিত হয়েও, আমরা আমাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছি। ঘরে, বাইরে, রাজপথে সর্বত্র আমরা ঘুরছি, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটছি। চারদিক অবরুদ্ধ দুর্গের মধ্যেও আমরা নিজেদের অবরুদ্ধ করেছি। আমরা রাতের পর রাত খুঁজে ফিরছি নিজেদেরই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ভালবর্গের সঙ্গে চতুর্থ সাক্ষাৎ

দীর্ঘ ছুদিনের অপেক্ষার পর সাক্ষাতের দিনটি অবশেষে এল। সেদিনে সকালটা মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি যদিও হচ্ছিল না, তবু আকাশে বাতাসে তার পূর্বাভাষ। ছুটির আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকী। টরভিলের বাবা হঠাৎ তাকে জিগেস করলেন, 'তার কি কিছু হয়েছে ?'

টরভিল পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন ?'

'তোমার হাবভাব যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে।'

'বাবা, তুমি চিন্তা কর না, আমি ঠিকই আছি।' টরভিলের বাবা মাথা নেড়ে বললেন যে তিনি চিন্তা করছেন না। তবে সে যেন সহজ-ভাবে চলাফেরা করে। টরভিল যাহোক একটা কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। অডের সঙ্গে সেদিন একবারও দেখা হল না।

অডের মা-ও অডকে জিগেস করলেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুব চিন্তিত।'

অড মনে মনে এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল, তবু সে একটু চমকে উঠে বলল, 'কিছু হয়নি মা, আমি অন্যদিন যে রকম থাকি আজও তেমনি আছি।'

বরাবর তার উত্তরে মা যেমন নিশ্চিন্ত হন এবার কিন্তু তিনি তা হলেন না। তিনি বললেন, 'টরভিলের সঙ্গে তোমার কি কোন ঝগড়া হয়েছে ?'

'তা হবে কেন ? আমি তো জানি, আমাদের বাড়িতে কেউ কারুর শান্তি ভঙ্গ করে না।' বলেই সে তার ঘরের দিকে পা বাড়াল। মা বললেন, 'একটু দাঁড়াও, টরভিলের বিষয়ে যা জিগেস করলাম, তুমি এখনও তার জবাব দাও নি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'আমি কিছু জানি না।'

'বেশ, তবে আমি বুঝবো যে টরভিলের সঙ্গে কিছু ঘটলেও, সেটা বিশেষ কিছু নয়।'

'হ্যাঁ মা, তাই ঠিক।'

এইসব প্রশ্ন যে উঠতে পারে, যে সম্বন্ধে অড্ ও টরভিল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেনি। অডের মা যদিও ঠিকই ধরেছিলেন, কিন্তু তিনি এর উপর খুব বেশি কিছু গুরুত্ব দিলেন না।

বনের দিকে যাওয়া এখন দুজনের কাছে বড় ব্যাপার। রওনা হবে, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি নেমে, সব গোলমাল করে দিল। বর্ষাতি গায়ে দিয়ে, ওরা বাবা-মার কাছে গেল। তখন, চুপচাপ বসার-ঘরের জানালা দিয়ে, অনেকদিনের খরার পরের এই বৃষ্টির দৃশ্য উপভোগ করছিলেন ওঁরা।

'আমরা একটু ঘুরে আসছি।'

'এই বৃষ্টিতে বের হবে? তবে, যদি তোমাদের ভাল লাগে, তা হলে যাও।'

ছেলে-মেয়ে দুটিকে খুশি দেখে তাঁরা সুখী হলেন। বুঝলেন, কিছু ঘটে থাকলেও এখন মিটে গেছে। টরভিল বলে, যে তারা অনেকদূর যেতে পারে—চাই কি ফিরতেও একটু দেরী হতে পারে।

বেরিয়ে পড়ল দুজনে। আর বৃষ্টিও শুরু হল মুষলধারে।

অড্ বলল, 'টরভিল, তুমি আগে ভাগেই জানিয়ে রাখলে, যে আজ আমাদের ফিরতে দেরী হ'বে।'

'আগে থেকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

'আজকাল তুমি দেখছি আগে থেকেই সব ভেবে রাখো।'

টরভিল চুপ করে রইল, আর ভাবতে লাগল, অড এরপর আর কি বলতে পারে। একটু রাগ দেখিয়েই টরভিল বলল, 'এইভাবে কথা বলতেই কি তোমার ভাল লাগে? আমরা দুজনেই তো ভালবর্গের সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করেছি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অত চেঁচিও না।' অড্ বলল, 'আমি দেখছি, তুমি আমাদের এখানে আসারও যেমন অসুবিধে করছ, তেমনি ভালবর্গের আসাটাও কদর্য করে তুলছ। আর কি সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে?'

'তাহলে তুমি কি করতে বলো?'

'আমার বলার কিছুই নেই। আমি তো ভালবর্গকে কিছু বলিনি।'

'তুমি যদি একটু ভেবে দেখ অড, তবে বুঝতে পারবে। লজ্জা পাবার মত বোকামী কিছু আমি করিনি।'

অড্ তার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইল। বর্ষাতির মধ্যে থাকা সত্বেও অড্ ভিজছে। জলের ছাঁটে তার গাল দুটি গোলাপী হয়ে উঠেছে। টরভিল, এই মেয়েটিকে খুব ভালভাবেই চেনে। অড্ ভাবছে। এমন একটা পরিস্থিতি যে হ'তে পারে সে আগে থেকে কল্পনা করেনি।—এবং সেটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। আজকে যেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। টরভিলও চায় না এমন কিছু একটা ঘটুক। কিন্তু, তাকে রোধ করার কোনও সাধ্য নেই তার। ভালবর্গের দুঃসময়ে, তাকে সাক্ষাৎ করতে এসে, নিজেরাই এখন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়েছে।

অড টরভিলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যেপথে পা বাড়িয়েছি, কোনও রকমে সেটা আমাদের পার হয়ে যেতে হবে।' বলে সে একটু চুপ করে রইল। একটু পরে আবার বলল, 'টরভিল, আমাদের সাধ্যে যতটা কুলোয় তা আমরা করব।'

টরভিল মাথা নেড়ে সায় দিল। অড্ আবার বলল, 'ভালবর্গ কেবল আমাদের সঙ্গ চেয়েছে, আর কিছু সে চায় নি। তাছাড়া সে নিজেও বলেছে যে আমরা এর থেকে বেশি আর কিছু করতেও পারবো না। আমরা হয়তো আরও কিছু করতে চাই, কিন্তু, শুধু বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। টরভিল, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমি এমন কিছু করনা—যাতে সব গোলমাল হয়ে যায়।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিলের মনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত একটা চিন্তা খেলে গেল। অড্, কেন এত ভয় পেয়েছে, কেন অত অনুরোধ করছে? সে বলল, 'আমার যা কর্তব্য আমি শুধু তাই করবো—তাছাড়া আর কিছুই করব না।'

'কোনটা যে তুমি কর্তব্য মনে কর সেটাই ভাবনার কথা।'

'যখন সময় হবে তখন দেখবে আমি ঠিক কাজই করছি। অড্, তুমিও নিশ্চয় তাই করবে। এর থেকে বেশি আর কিছু আমি বলতে পারছি না।'

টরভিলের দিকে তাকিয়ে অড্ ভাবল, আমাদের আর করার কি আছে। তবে, টরভিল এই ঘটনাটা অনেকদিন মনে রাখবে। তারপর বলল, 'চল আমরা যাই, ভালবর্গ হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। দেরী করে লাভ নেই।'

অড্ আগে আগে চলতে লাগল। গাছপালার পাশ দিয়ে পাথর ডিঙ্গিয়ে পথের শেষ বাঁকটা ঘুরেই দেখল ভালবর্গ দাঁড়িয়ে আছে। ঝির ঝির বৃষ্টিতে চারদিকে কেমন একটা আবছা ভাব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অডের মন আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে। সে ভাবল তাকে এবার শান্ত হতে হবে। ভালবর্গকে ম্লান ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অড্ অনুভব করল, সে কিছু একটা বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর টরভিলের মনে হল, অড্ যেন নাচের তালে তালে এগিয়ে চলেছে। কেউ কিছু ভাবতে পারছে না। কেউ যেন তাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের ভয় করতে লাগল। আর একটা কথাও বুঝল, ভালবর্গের ভয় তাদের থেকে বেশি। টরভিলের ইচ্ছে হল অডের মুখটা দেখে—যাতে ওর মনের ভাব কিছুটা অন্ততঃ বুঝতে পারে। অড্ আগে আগে যাচ্ছে, সেজন্য তার মুখ দেখতে পেল না। মনে হল, অড্ যেন তার সঙ্গে নেই। একবার মনে হল ফিরে যায়। কিন্তু তখনই মনে হল ফেরার আর উপায় নেই; সে নিজেও তো এই গোপনীয় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেকের গাল বৃষ্টিতে ভিজে লাল হয় আবার কারো বা ফ্যাকাশে হয়। ভালবর্গের গাল দুটি খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। গাছের পাশ থেকে সে শান্তভাবে তাদের স্বাগত জানায়। একই সঙ্গে উত্তর দিল দুজনে। তিনজনেই অকারণে একে অন্যের দিকে তাকাল। সমস্ত প্রকৃতি ঝির-ঝির বৃষ্টিতে চিক্-চিক্ করছে। খোলা জায়গায় এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়।

টরভিল বলল, 'বৃষ্টিতে ভেজার কোনো মানে হয় না। ওদিকে একটা ঘন ফার গাছ আছে। সেখানটা বরং এর থেকে ভাল।'

মেয়েরা তার কথার উত্তর দিল না। বৃষ্টিতে ভেজা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওরা টরভিলকে অনুসরণ করে। টরভিল ওদের নিয়ে এমন একটা গাছের কাছে গেল যার ঘন পাতার ভেতর দিয়ে বৃষ্টির জল তখনও ঢোকেনি। সে গাছটাকে ঘিরে শেকড় ও কাঁটা ঝোপের বেড়া। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে পারবে ওরা।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে টরভিল ভাবল, সবাই সবার সঙ্গ অনুভব করবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না ভালবর্গের জন্যে। সে যেন কেমন একটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে। অড্ ও টরভিল বুঝতে পারল না এবার তারা কি করবে। ভালবর্গের হঠাৎ কি হল? গাছের বেড়টা বেশি বড় নয়, সেজন্য তাদের গাছে পিঠ দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াতে হল। ফলে প্রত্যেকেই বিভিন্নমুখী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হল। ভালবর্গ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বনের দিকে।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে যাবার পর ভালবর্গ বুঝতে পারল যে, তারই জন্যে ওরা অপেক্ষা করে আছে। সে কথা শুরু করল, 'দেখ, তোমাদের দেখার পর থেকেই আমি কেবল তোমাদের কথাই ভাবছি। তোমরাও নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবছিলে। সেদিন আমরা খুব হঠাৎ-ই বিদায় নিলাম, তাই বেশি কথা বলা হয়নি। আজ ভাবছি একটু শান্তভাবে কথা বলা যাবে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একথায় ওদের দুজনের মনের ভাব একটুও হাল্কা হল না। অড্ বলল, 'আমরাও সত্যিই ভাবছিলাম। কিন্তু কি করব, বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া, আমাদের তো শুধু তোমাকে সঙ্গ দেবারই কথা ছিল।'

ভালবর্গ বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সেটাও এখন শেষ করে দেবার সময় এসেছে।' ওরা ভাবল, কি হল? কিছুই বুঝতে পারল না। টরভিল খুব উত্তেজিত ও অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে ভালবর্গ বলল, 'সব কথা আমি গুছিয়ে আর সহজে বলতে পারছি না। কিন্তু, তাহলেও তোমাদের কাছে বলতেই হবে। তোমাদের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। এখন পরিস্থিতি বেশ বদলে গেছে। এর মধ্যে এমন কিছু এসে গেছে যার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

ওরা কেউ কিছু বুঝতে পারল না। কেউ কোন উত্তর দিল না। টরভিল ধীরে ধীরে বলল—সেও তাই মনে করে, এবং এর জন্যে মনে হয় সেই দায়ী।

অড্ বলল, 'ভালবর্গ, তুমি একথা বলছ কেন? আমরা ভেবেছিলাম একটা শক্ত বেড়ার মত তোমাকে ঘিরে থাকব। আর তুমি তো তাই চেয়েছিলে।'

টরভিল ভাবল, অড তার ভরসাতেই একথা বলছে। ভালবগ বলল, যে সে তা-ই চেয়েছিল। কিন্তু, এখন আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

অড্ টরভিল একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল। মুখ লাল হয়ে উঠল। টরভিল আরও কিছু শোনার জন্য বলল, 'বল, এ বিষয়ে আর কি বলার আছে তোমার?'

ভালবর্গ বলল, 'না টরভিল, এখানে আর বেশিক্ষণ থাকার সাহস আমার নেই।'

অড্ বলল, 'সাহস নেই?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভালবর্গ বলল, 'হ্যাঁ, এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্যে এখান থেকে আমার চলে যাওয়া উচিত। আমাকে আর কিছু জিগেস কর না, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।'

'তুমি বলছ কী ?' টরভিল বলল। সে ভালবর্গের প্রতি আকর্ষণটা আরও তীব্র করে বোধ করছে।

ভালবর্গ বলল, 'আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে এটা বুঝতে পারছি, আমাদের আর দেখা হওয়া উচিত নয়। আমাকে দূরে সরে যেতে হবে।'

টরভিল জোর দিয়ে বলল, 'না, এসব কিছুই ঠিক নয়। এসব তোমার শুধু কল্পনা।'

অড্ যোগ দিল, 'ভালবর্গ আমার মনে হয় না এটা ঠিক।' তারপর সে তার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে আবার জিগেস করে, 'তুমি এরপর কোথায় যেতে চাও ?'

ভালবর্গ বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেটা আমার নিজের ব্যাপার। আমার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই যেতে পারি।'

'আমি দুঃখিত ভালবর্গ, আমার এ কথা জিগেস করা উচিত হয় নি। কিন্তু, এসব এখন আচমকা ব্যাপার বুঝতেই পারছ, আমরা মোটেও এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তুমি আরও একটু ভালভাবে চিন্তা করে দেখ।'

ভালবর্গ তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, 'না আমার চিন্তা করার কিছু নেই। আমি এখন চলে যাচ্ছি। তোমরা কেউই আমার সঙ্গে আসবে না।'

টরভিল জোরে বলে উঠল, 'না, না, এসব সত্যি না, তুমি এমন করে চলে যেতে পারবে না।' সে আবার নিজেই থেমে গেল। সন্দেহ হল তার ব্যবহারের জন্য কিছু হয়নি তো ?

অড-টরভিলকে চমকে দিয়ে ভালবর্গ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এরকম বেশি দিন চলতে পারে না। তাই আমি চলে যেতে চাই। তোমরা যদিও আমার জন্য অনেক কিছু করেছ তবুও আমি এখানে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর থাকতে সাহস করি না। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না। আমি বিদায় নিচ্ছি।'

অড মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'দেখ ভালবর্গ, আমার কথা শোন। তুমি এমনি করে যেতে পারবে না। টরভিল ঠিকই বলেছে। তুমি যদি যাও তবে সব পণ্ড হয়ে যাবে।'

ভালবর্গ চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগল। অড উত্তেজিত ভাবে টরভিলকে ডাকল, যেন টরভিলেরই সব দায়। কি করবে বুঝতে না পেরে সে ভালবর্গের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে ভালবর্গের প্রতি এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল যেটা আগের থেকেও শক্তিশালী। আলো আর অন্ধকার যেন অপরূপভাবে ওকে প্রকাশিত করছে। ভালবর্গ ছাড়া অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দিচ্ছিল না। তার মনে হল এখনই কিছু একটা করা দরকার। এগিয়ে গিয়ে ভালবর্গের হাত ধরে বলল, 'ভালবর্গ, তুমি যেতে পারবে না। আমি তোমার কাছে থাকব। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার কাছেই আমি থাকব।'

ভালবর্গ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। অড একটি কথাও না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মনে যে কি হচ্ছিল, অন্য দুজনের পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। ওরা দুজন যে কথা বলল, সে যেন শুধু তার সাক্ষী। টরভিল ভালবর্গকে ধরে আবার বলল, 'ভালবর্গ, শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি ? আমি তোমাকে ভালবাসি।'

এই কথা বলেই তার চোখ পড়ল অডের উপর। তার মনে পর পর অনেকগুলো ছবি ভেসে গেল। সে ও অড ছিল এ ছবিগুলোর বিষয়-বস্তু। তার মধ্যেও সে বুঝল, ভালবর্গ একটি অগ্নিশিখা। টরভিলের হাত তখনও ভালবর্গকে ধরেছিল।

ভালবর্গ বলল, 'টরভিল ছাড় আমাকে, চলে যাও এখান থেকে। কি বলছ, তুমি বুঝতে পারছ না।'

টরভিল বলল, 'আমি ঠিকই বুঝেছি। এটা আমি অনুভব করছি।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভালবর্গ কোন উত্তর দিল না, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, শুধু অডের দিকে একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকাল। টরভিল অনুভব করল ভালবর্গ তার দেহের উপর এলিয়ে পড়েছে। টরভিল বলল, 'আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমিও আমার সঙ্গে থাকতে চাও।'

ভালবর্গ আরও কাছে গিয়ে টরভিলের বর্ষাতির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল, 'তুমি, কী বুঝতে পেরেছ?'

টরভিল বলল, 'আমি এখন বলব না।'

ভালবর্গের চুল উড়ে এসে তার মুখের উপর পড়ছে, টরভিল সোজা হয়ে দাঁড়াল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে অড, যাকে সে কত ভাল করে জানে। একটা অনুশোচনা বোধ করে সে ব্যাকুলভাবে 'অড' বলে ডেকে উঠল।

অড শুধু বলল, 'বল, টরভিল।'

সে ভাবল, অড্ কিভাবে এটা নিচ্ছে। ও যে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল না, এই ভেবে সে গর্ব বোধ করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কত শক্ত অড্, কত মুক্ত, কত সরল। এক পা এগিয়ে এসে অড্ 'ভালবর্গ' বলে ডাকল। ভালবর্গ তখনি মুখ তুলে তাকাল। অড বলল, 'আমি একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি। আমি বাড়ি যাচ্ছি— তোমাদের কাছে বিদায় না নিয়েই।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ফিরে চলল সে। ভালবর্গ, টরভিলের বর্ষাতির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল, 'আমি, এ কি পরিস্থিতি ডেকে আনলাম? টরভিল, তুমি কি বুঝতে পারছ? তুমি কি ঠিক করছ? আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। এটা অভিনয় নয়, আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু, আমি কি একে সত্যি বলে নিতে পারি?'

টরভিল বলল, 'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। ভালবর্গ, তোমাকে কি আমি একটা চুমো খেতে পারি? তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভালবর্গ উত্তর দিল, 'কিন্তু তুমি কি এটা ঠিক করছ? তাছাড়া, তোমার বয়েস এত কম।'

টরভিল তার দিকে ভাল করে তাকাল, দেখল তার চোখে একটা আলো। সে বলল, 'আমি সত্যিই এই চাই, আর তুমিও এই চাও।'

'এখন তুমি আমাকে ছেড়ে দাও টরভিল। একেবারেই আচমকা এটা ঘটে গেল। কিছুক্ষণ আমাকে একা ভাবতে দাও। তুমিও যাও। একা একা কিছুক্ষণ ভেবে দেখ। হঠাৎ কিছু যেন ঠিক করে ফেল না।'

'কিন্তু ভালবর্গ, তুমি এখন যেতে পাবে না। এখনও অন্ধকার হয়নি। তাছাড়া, আমি আর কিছু ভাবতে চাই না। আমার সেই প্রথম সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে সেই অপরূপ সন্ধ্যা। এখন চল আমরা যে যার পথে চলে যাই।'

টরভিল হাত শিথিল করে বলল, 'সেই বোধহয় ভাল, কাল সকালে আবার দেখা হবে? আমি আর দুদিন অপেক্ষা করতে পারব না। তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পেতে চাই।'

'কাল সকালে নয়। কাল সারাদিন ধরে তুমি ভাববে। আমি তোমাকে বলছি, আমি খুব সুখী বোধ করছি।'

'তবে, কাল বিকেলে?'

'হ্যাঁ, আজকের মত এই সময়ে আর এই গাছেরই নিচে।'

আবেগে টরভিল কিছু চিন্তা করতে পারছে না। 'তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে? আমার বাবা-মাকে তোমায় দেখাতে চাই।'

ভালবর্গ হেসে বলল, 'তুমি বড় ব্যস্ত-বাগীশ। এখনও সে সবের অনেক দেরী আছে। আমি এখনই তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাই না। আগে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নিই। তারপরও বেশ কিছু পরে সে সব হবে।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তার মানে ?'

'টরভিল তুমি ভাবছ আমি কোথাও উধাও হয়ে যাব। কিন্তু, কেন এসব ভাবছ ?'

টরভিল তার দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু বলতে পারল না যে, সে অডের ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর যাবো ?'

'বেশ চলো।'

সন্ধ্যার আলোয় ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে ওরা চলতে লাগল। কি যেন ভেবে ভালবর্গ দাঁড়িয়ে পড়ল, জিগেস করল, 'অড্ তোমার বোন হয় না ?'

টরভিল অডের কথাই ভাবছিল। সে বলল, 'কি বলছ ? বোন কেন হবে ?'

ভালবর্গ ভীত ভাবে বলল, 'ও তোমার বোন নয় ? কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে আমার মনে হয়েছিল যে তোমরা ভাই বোন। তোমরা দেখতেও একই রকম মনে হয়।' ভালবর্গকে যেন চিন্তিত মনে হল। 'তোমাদের যতটা দেখলাম মনে হল তোমরা আত্মীয়।'

'আমরা খুব ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। এক সঙ্গে খেলি। তাই বোধহয় তোমার ওরকম মনে হয়েছে। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। তুমি বাড়ি দুটি দেখেছ। আমরা ভাই-বোনের মতই মানুষ হয়েছি।'

'হ্যাঁ, ছোটবেলা যেমন হয়। কিন্তু, এখন তো সে রকম নাও হতে পারে।'

'তুমি তো নিজেই বললে আমাদের দেখে ভাই-বোনের মতই মনে হয়।'

'কারণ, তোমাদের চাল-চলন দেখে আমার আর কিছু মনে আসে নি। কিন্তু, তোমরা যখন ভাই-বোন নও, তখন ব্যাপারটা অন্য রকম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাঁড়াচ্ছে। টরভিল, আমি কি তোমাদের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি?'

টরভিল সমস্ত জেনে এবং বুঝেও বলল, 'না।'

ভালবর্গ বলল. 'আমি কখনই এরকম করতে পারব না।'

টরভিল জানায় অড ও তার মধ্যে সে রকম কিছু নেই। শুধু তাদের বাবা-মারা সে রকম কিছু আশা করেন। তাঁরা সে রকমই চেষ্টা করেন এবং সেটা অনেক সময় তাদের পক্ষে বিরক্তিকর মনে হয়।

'তুমি কি তোমাদের দুজনের মনের কথা বলতে পার? অডের মনোভাব কি? সে কি চায়?'

'সে কথা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে, এটা ঠিক যে, আমরা নিজেদের খুব পছন্দ করি। কিন্তু আজ যা ঘটল, সেটা শুধুমাত্র পছন্দ বলা যায় না। অড ও আমি কেউ কাউকে কথা দিই নি। আমরা এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারি নি। ভালবর্গ, আমি কিন্তু তোমাকেই চাই। এখন আর সব ওলট পালট করে দিও না।'—এই বলে সে তাকে আরো কাছে টেনে নিল।

ভালবর্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'টরভিল, আমরা এখনও সেরকম বড় হই নি।'

টরভিল বলতে যাচ্ছিল যে সে যথেষ্ট বড় হয়েছে। কিন্তু চুপ করে রইল। একটা ছায়া যেন সরে গেল। বেশ জোর দিয়েই ও বলল, 'কিন্তু, যা ঘটবার ঘটে গেছে। সে তুমি বড়ই হও আর যাই হও।'

ভালবর্গ একবার তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি সেটা ভুলি নি। কিন্তু, তুমি এখন আমাকে একলা ছেড়ে এখান থেকে যাও। আমি যাতে লুকিয়ে চলে যেতে পারি।'

'আগে, আমার দিকে একটু তাকাও।'

গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল ভালবর্গ।

বাড়ির দিকে চলল টরভিল। একসঙ্গে ভয় আর আনন্দ হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল না কোন অনুভূতি বেশি তীব্র। তার গালে ঝাপটা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মারল একটা জলে ভেজা ঝোপ। মুছতে গিয়ে মনে হল, গালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। জলে বেশ আরাম বোধ হল। মনে হল আজ সব কিছু অন্য রকম লাগছে। সে কোন পথে চলছে তাও বুঝতে পারছে না। অবাক হয়ে দেখল একটা গাছের তলায় অড্ বসে আছে। টরভিলের মনে নানা রকম ভাবের উদয় হল। কিছু বুঝতে পারল না। তবুও তার মনে একটা যন্ত্রণা বোধ হল। অড্ তার জন্যই অপেক্ষা করছে। ওকে সে ভালভাবেই জানে। যেন কিছুই হয়নি। এমন ভাবে তারা বাড়ি ফিরতে পারে—সেইজন্যই সে অপেক্ষা করছে যাতে তাকে একা ফিরে গিয়ে নানা রকম প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। অড্ গাছের তলা থেকে উঠে আসছে না দেখে, সে কাছে গিয়ে বলল, 'বৃষ্টি কমে গেছে। আর গাছের নিচে বসে থাকার দরকার নেই।'

'আমি সেটা জানি টরভিল।'—বলে উঠে দাঁড়াল অড। টরভিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক কিছুই দেখল না। কিন্তু, টরভিল কি জানে? সে যা ভাবছে তা যদি প্রকাশ করে বলতে পারত। কিন্তু, তা অসম্ভব। টরভিল জিগেস করে, 'তুমি বাড়ি যাবে না?'

'হ্যাঁ যাব। আমরা সব সময় যে ভাবে ফিরি সে ভাবেই ফিরব বলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমিও তোমাকে এখানে দেখে সেই কথাই ভেবেছি।'

অড্ বলল, 'কিন্তু, তুমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ তো।'

টরভিল কিন্তু না ভেবেই বলল, 'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল কিনা তাই।'

অড্ বোকার মত, না বলে পারল না, যে দিনের আলোতেও টরভিল বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করে নি।

টরভিল গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি ভাবতেও পারি না যে তুমি এভাবে কথা বলতে পার।'

অড্ তার হাত ধরে বলল যে, সে কিছু ভেবে একথা বলেনি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল যেন কিছু মনে না করে। টরভিল বলল, 'তুমি যা কিছু বল মণির মত আমি মনে গেঁথে রাখব। এ বিষয়ে আমরা পরে কথা বলব। কিন্তু, এখন আমি কিছু ভাবতে পারছি না—এখন নয়।'

'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, তা আমি ভাবিনি। ভালবর্গ কী বলল?'

'ভালবর্গ বলল, যে সব কিছু ভেবে দেখবে।'

'আমি তার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি।'

টরভিল বলল, 'এ বিষয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

অড একথায় সায় দিল। তারা খানিকটা এগিয়ে যেতেই টরভিল বলল, 'ভালবর্গ ভেবেছিল যে তুমি ও আমি ভাই-বোন।'

অড কখনও যা করেনি তাই করে বসল। সে টরভিলকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কি বললে?'

টরভিল তার মনের অশান্ত অনুভূতি সত্ত্বেও অডের কথায় আবার বলল, 'ভালবর্গ মনে করেছিল যে আমরা ভাই-বোন।'

অড্ তাকে ছেড়ে দিল। তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব। সে নিজেকে সংযত করে বলল, 'এখন আর কথা নয় টরভিল। বাড়ি চল। অন্তত সেখানে সব যেমন ছিল তেমনি আছে।'

টরভিল জানাল সন্ধ্যার সময় ও অডের বাড়ি যাবে। তখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। সায় দিল অড্।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কুয়ো থেকে উঠে আসা চোখটি

যতবার তাকাও সেই চোখটা দেখা যায়। অন্ধকার প্রান্তরে আগে কুয়ো দেখা যায় নি। সেতুও ছিল না। তারপর, মনে হল, কেউ নয়। তখন মনে হল জায়গাটা শূন্য নয়। ওখানে সেতু ও একটা কুয়ো আছে। আর সেই কুয়োর মধ্যে একটা চোখ দেখা যাচ্ছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটা যেন ভয়ের আভাষ—যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ যেন সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। জলের স্রোতে যা কিছু পড়ে, সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীই জানে, কতদূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সে সব। এই ভেসে থাকা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হলে সাহস ও শক্তির দরকার।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ অড্

সেদিন সন্ধ্যার আগের কথামত টরভিল অডের বাড়ি গেল। ওর বাবা-মা তাকে দেখেও দেখলেন না। তাঁরা ভাবতেও পারলেন না যে তাদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। টরভিল ভাবল তাঁরা যখন জানবেন তখন কত নিরাশ হবেন। তাঁদের নৈরাশ্যটা খুব বেদনাদায়ক হবে। যাক্ গে,—বুড়োদের কথা ভেবে দরকার নেই। সব থেকে ভাবনা হল, অড্‌কে নিয়ে। সে খুবই মর্মাহত হয়েছে।

যখন সে ঘরে ঢুকল, অড্ দাঁড়িয়ে ছিল। অড্ বলল যে সে জানালা দিয়ে, টরভিলকে আসতে দেখেছে।

টরভিল যখন জিগেস করল যে অড কি তার জন্য অপেক্ষা করছিল ?

অড্ বলল যে না সে ঠিক অপেক্ষা করছিল না। কারণ ব্যাপারটা এখন অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। সে এমনিই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। অডকে এখন বোনের মত বা প্রেমিকার মত মনে হচ্ছে না। সে যেন একটা দূরত্ব রেখে চলছে। তাকে যেন অনেক রোগা আর লম্বা মনে হচ্ছে। টরভিল মনে করতে পারছে না। কেন সে এখানে এসেছে। সে কিছু না ভেবে তার মনে যা হল তাই বলল, 'আমি কতবার এ-ঘরে এসেছি !'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অড্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমরা সে কথা ভেবে কান্নাকাটি করব না নিশ্চয়।'

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল টরভিল। অড্ যেন তাকে ঝগড়ার মধ্যে টানছে। সে নিজেকে সংযত করে বলল, 'না, আমি তা ভাবিনি। আমি তোমাকে ভাল করেই জানি।'

অড্ তার সামনে এসে বলল, 'আমরা এসব নিয়ে কথা বলব না।'

টরভিল অড্‌কে ধরে বলল, 'যদি তুমি আমার অবস্থায় পড়তে, তবে তুমি একথা বলতে না।' সে যেন মনে করিয়ে দিতে চায় যে, পাথরের আড়ালে অডের কান্না শোনার পর থেকেই এইসব ঘটনা ঘটেছে।

অডের হাত যদিও সে আগে অনেকবার ধরেছে, কিন্তু এবার যেন অন্য রকম লাগছে। এ যেন অন্য কারও হাত। সে এ হাতের উপর নির্ভর করতে চায়।

'অড্ তুমিই তো ভালবর্গকে আমাদের মধ্যে আনলে। আমি যখন এড়িয়ে যেতে চাইলাম, তুমি তখন আমাকে একরকম অপমানই করেছিলে। তখন যদি তুমি ওরকম না করতে তবে কি আর এসব হত ?'

'তুমি চুপ কর।' অড্ বলল, 'আমি আর আগের মত, তোমার সব কথা শুনতে পারব না।' অড্ তাকে বসতে বলে নিজে একটা চেয়ার টেনে বসল। তার পাশে বসে টরভিলের যেন অনেক আরাম ও নিরাপদ মনে হল।

'যে ঘটনা আমাদের শান্তি নষ্ট করেছে।' অড্ বলল, 'সে বিষয়ে আমি বাধ্য হয়ে কিছু বলছি। তোমার সব সময়ই ভালবর্গের কথা মনে হবে। এটা সাময়িক কিছু নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়। এটা সাময়িক নয়।'

'আচ্ছা আমি মেনে নিচ্ছি যে তুমি সত্যি বলছ। কিন্তু, তেবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখেছ কি, এটা কি একটা লজ্জার ব্যাপার নয় ?' তারপর টরভিলকে ম্লান আর গম্ভীর দেখে অড একটু হেসে বলল, 'আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। তুমি আমাকে বলেছিলে, আমি মেয়ে। তুমি জানতে না কী করলে সব গোলমাল মিটবে। কিন্তু, আমি কিছু করার আগেই তুমি পুরুষ মানুষের মত অতি সহজেই সব মীমাংসা করে ফেললে।'

অড্ এই কথাগুলি বলেই অনুতপ্ত হল। সে টরভিলকে বলল তাকে ক্ষমা করতে, কারণ, কথাগুলো তার মুখ থেকে হঠাৎই বেরিয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে টরভিলের কাছে এসব কথা কিছু সুখের নয়।

যদিও এসব আলোচনা অডের পক্ষেও সুখকর নয় তবুও সে টরভিলকে সমর্থন না করে পারল না।

টরভিল অনেকক্ষণ অডের দিকে না তাকিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে অড প্রশ্ন করল, টরভিল এখন কী করতে চায়, তা কি সে জানতে পারে ? টরভিল জানাল যে সে ঠিক জানে না। অড্ বলল যে সে বুঝতে পেরেছে যে টরভিল যা করেছে তা সে পরিষ্কারভাবে বুঝে দেখে নি। আর এমনি করেই সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। অডের সে রকমই মনে হয়। টরভিল বলল, পরদিন বিকেলে সে ভালবর্গের সঙ্গে দেখা করবে। এর বেশি ওর সঙ্গে আর কথা হয় নি। অড্ যা শুনেছে তার চেয়ে বেশি কথা তারা বলেনি। অড্ তো জানে তারা দুজনে অল্পক্ষণই একা ছিল। তখন ভালবর্গ জানতে চেয়েছিল অড্ তার বোন কিনা। ভালবর্গ ভেবেছিল যে অড্ তার বোন। টরভিল এও ভাবছে, ভালবর্গকে এনে বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। আর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অড্ বলল টরভিলের মাথা খারাপ হয়েছে। তার নিশ্চয়ই এখন এরকম করা উচিত হবে না। আরো কিছু দিন অপেক্ষা করা দরকার।

টরভিল বলল সে তা জানে। ভালবর্গও তাকে এই কথাই বলেছে। কিন্তু সে নিজে আর এরকম দোটানায় থাকতে পারছে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না। অড্ বলল টরভিল বাড়িতে একথা বলতে পারে, কিন্তু ভালবর্গকে এখনই বাড়িতে নিয়ে আসা ঠিক হবে না। এ সব কথা আলোচনা করার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছিল। অথচ তারা মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ভাবছিল পরে বলা যাবে। টরভিল বলল যে ভালবর্গকে বাড়িতে না নিয়ে গেলে তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অড্ সে কথা বুঝেও বলল, 'তবে কলেজের কী হবে?' কিন্তু টরভিল বলল, সে যাই হোক, আগে ভালবর্গকে বাড়িতে নিয়ে যাবে। অডের হাসি পেল। সে তার পা নাড়াতে লাগল। টরভিল সেটা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে উঠল। এখন আর অডের হাসির উপর ওর কোন নির্ভরতা ছিল না। সে জানাল, অডের হাসির কারণ না জানলে সে অনেক কিছু খারাপ জিনিষ ভাবতে থাকবে। অড্ বলল, তুমি আমাকে এমন করে ভয় দেখিও না। আমি ক সপ্তাহ আগে যে কুকুরটাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম তার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু, থাক্, সে বিষয়ে আর আমরা কিছু বলব না। টরভিল বলল, সেও কিছু বলবে না। কিন্তু আসলে বলল যে লোকে যা কল্পনা করে তাই দেখে। অড্ বলল, তারা যে ভালবর্গকে বনের মধ্যে পেয়েছিল সে বিষয়ে কথা বলা যাক্। টরভিল ভাবল, কেন অড্ ওর কথা বলতে চাইছে?

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অড্ আবার বলল, যে সে টরভিলকে কিছু বলতে চায়। টরভিল যে এভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, এতে সে সুখীই হয়েছে। তাদের এই মনোভাব সে প্রথম দিনই বুঝেছে। এবং এর জন্যে ভালবর্গ ভীত বোধ করছিল। ওরা যদি অডকে যেতে দিত তবে সে ছুটে পালাত। টরভিলকে সে বলল 'তোমার এতে লজ্জার কিছু নেই। আর, তুমি স্বাধীন। আমার এতে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই। তোমার ওপর ভালবর্গেরই অধিকার। তুমি নিজেও জান, আমরা কেমন ছিলাম।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'তা সত্যি।' আর কিছু বলল না টরভিল। তার মনে হল, অড্ এইসব কথা বলে খুব মজা পাচ্ছে।

অড্ বলল, 'এতে নিশ্চয় ভালবর্গের ভাল হবে।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

অডের মনে হল টরভিল অস্বস্তিতে চেয়ারে বসে এদিক ওদিক করছে। 'আমি এখন বাড়ি যাই' বলে উঠতে গেল। কিন্তু অড্ তাকে থামিয়ে বলে, 'তুমি যাবার আগে আমরা ভালবর্গকে নিয়ে যে বন্ধুত্ব রচনা করেছি তার কথা বলা যাক্। এই বন্ধুত্ব সত্য, আর একে এ রকমই রাখতে হবে।' টরভিল বুঝতে পারল যে এটা দরকার। সে বলল সে বা ভালবর্গ কখনও এ বিষয়ে আপত্তি করবে না।

এবার অড উঠে দাঁড়াল। টরভিলকে বিদায় জানিয়ে বলল আগামীকাল সে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে যাবে।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ তিনটি সেতু

আগের দিনেই সেই ঝাঁকড়া ফার গাছের নিচে টরভিল আর ভালবর্গ বসল। টরভিল বেরুবার আগেই জেনেছিল যে অড্ বেরিয়ে গেছে। আগের দিন সেইরকমই বলেছিল। মৃদু হাওয়া বইছিল। অড্ খাওয়ার সময় বাড়িতে এসে আবার বেরিয়ে গেছে। কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করে নি। সবাই ভেবেছিল যে সে টরভিলের সঙ্গেই আছে। টরভিল যখন দেখল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না তখন সেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। দু জনেই যখন বাড়ি নেই তখন কেউ আর কিছু মনে করবে না। সে ভাবল, এই শান্তির নীড়ে, কয়েকদিনের মধ্যে ব্যাপারটা কিরকম হয়ে উঠবে। হয়তো সব ঠিক ভাবেই চলবে। অথচ এখন, এই বর্তমান—অজানা ও উত্তেজনাপূর্ণ। একটু বেদনাদায়ক আবার আবেগে ভরা, সমস্যায় ভরা জগৎটা—বাড়ির বেড়ার বাইরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, কি ঘটতে যাচ্ছে! অড হাওয়ায় বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এই ফার গাছের নিচে হাওয়া নেই। তাদের চিন্তা যেন অন্ধকার গুমোট পরিবেশের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

টরভিল এক সপ্রশ্ন মুখের সম্মুখীন হল। আগের দিনের মত নয়। যেন একটা নতুন জ্যোতি তার চোখে। টরভিলের মনের মধ্যে আবেগের ঢেউ উঠতে লাগল। নরম ঘাসে বসে দুজনে গাছে ঠেস দিল। টরভিলের কাছ থেকে একটু দূরে বসে ভালবর্গ খুব শান্ত গলায় বলল, 'টরভিল, এখন কিছুক্ষণ কোনো কথা বলো না।' তারপর টরভিল কিছু বলার আগে আবার প্রশ্ন করল, 'কাল থেকে তুমি কিছু ভেবেছ ?'

'ভেবেছি, তবে এমন কিছু নয় যা সব কিছু উলটে দিতে পারে।'

'তোমার কি মনে হয়, সেটাই সব থেকে জরুরী ?'

টরভিল তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল। নতুন কিছু ঘটেছে কিনা। কিন্তু দেখল, সেই জ্যোতিটা এখনও আছে। বলল, 'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, ভালবর্গ। কাল যেটা সত্যি ছিল আজও কি সেটা সত্যি নয় ?'

ভালবর্গের চোখের জ্যোতিটা আরও জোরালো হয়ে উঠল, বলল, 'হ্যাঁ, কাল এটা আমার পক্ষে খুব দরকারী ছিল।' এই বলে সে টরভিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

টরভিল তার হাতখানি ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার আশ্চর্য লাগছে! কাল থেকে তুমি কী এত চিন্তা করছ? কোন বিষয়টা তোমার কাছে বেশি দরকারী হয়ে উঠল ?'

'কাল আবার বিদায় নেবার পর থেকেই আমি চিন্তা করছি। অড্ কি বলল ?'

টরভিল এবার বুঝল এটাই হল সব থেকে দরকারী বিষয়। সে উত্তর না দিয়ে জিগেস করে—'ভালবর্গ কি অডের জন্যে চিন্তা করছে ?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'না, না, তা নয়।'

টরভিল একটু অনিশ্চিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, ভয় তুমি পেতে পার না, যখন জান সব ঠিক হয়ে গেছে।' কিন্তু তার অনিশ্চিত ভাবটা তখনও রয়ে গেল।

'কিন্তু, যদিও আমার এটা অন্যায়, তবু আমি জানতে চাই অড তোমাকে কি বলল ?'

টরভিল অনিচ্ছার সঙ্গে জানায়, সে বলতে চায় না, কেননা, এটা তার ও অডের নিজস্ব ব্যাপার। তবে অড, ভালবর্গের উপর রাগ করেনি বা বিরক্ত হয়নি। তারপরই সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'অডের বিষয়ে তোমার এমন করে কথা বলা উচিত নয়। কারণ, সে প্রথমে তোমাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। আমিই তো বরং ছুটে গিয়ে অন্য কাউকে জানাতে চেয়েছিলাম।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কারণ, আমার সেদিনের সেই কষ্টের মধ্যেও আমি তার দু একটা কথা শুনে বুঝেছিলাম। ভগবান! অডের সেই উপকারের আমি কী প্রতিদান দিতে যাচ্ছি। তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ ?'

টরভিল বিরক্ত ভাবে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমি সে বিষয়ে ভেবেছি। কিন্তু, এতে কোন লাভ হবে না। যা হবার তা হয়েছে। আমাকে যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, সেটা অডও বুঝতে পেরেছে।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'এটা, তোমাকে করুণা বা দয়া করা নয়—এ আমার নিজের জন্যেই দরকার।'

ভালবর্গের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, এখন একটু চুপ কর। আমি দেখেছি তুমি কি করে আমার কাছে এসেছিলে। তুমি যা বলেছ তা সব সত্যি। আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি ওইভাবে এসেছিলে বলেই ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াল।'

টরভিল এই কথা শুনে সোজা হয়ে বসে ভালবর্গকে প্রশ্ন করল, 'কোন ব্যাপারটা ?'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'টরভিল, আমি অনেক ভেবে দেখলাম যে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। বিশেষ করে এইজন্যে যে তুমি ও অড্ আত্মীয়।'

টরভিল জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে বোবার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সব স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গেল। ভালবর্গের কথা বুঝে উঠতে তার সময় লাগল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ভালবর্গের চোখের সেই জ্যোতিটা আছে কিনা। দেখতে পেল, সেটা আছে। এবার সে সংযম হারিয়ে ফেলে বলে, 'ভালবর্গ, তুমি সত্যি একথা বলছ ?'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি সত্যি বলছি। আমি এটা করতে পারি না—আমি করব না। যখন তুমি এটা ভাল করে চিন্তা করবে, তখন তুমিও বুঝতে পারবে।'

দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। ভালবর্গ বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে, 'শোন, তুমি আমাকে অডের সম্পর্কে কিছু বল নি। আমি মনে করেছিলাম তোমরা দুটি ভাই-বোন। তোমাদের চেহারাতেও বেশ মিল আছে।'

'সেকথা তো তুমি আগেই বলেছ।'

'তুমি শুনে রাখো, আমি কিছুতেই অডকে তার প্রাপ্যস্থান থেকে সরাতে পারব না। সে জানে যে জায়গাটা তারই। তার ওপরে সে আমার যে উপকার করেছে, এর পরে, আমি কখনই এমন কাজ করতে পারব না। আমাকে যে লজ্জা ও অশান্তি ভোগ করতে হবে তা আমি সইতে পারব না।'

টরভিলকে এ কথাগুলো বুঝতে সময় দেবার জন্যে, ভালবর্গ চুপ করল।

টরভিল বেশ মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। একটি কথাও তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভালবর্গ আবার বলল, 'আমরা দুজনেই— এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হইনি। তা ছাড়া, তেমন কিছুই আমরা করিনি। জানি না, আমরা যতদূর এগিয়েছি; সেটা দোষের কিনা। তবু, আমি সব জেনে, অড্কে তার জায়গা থেকে সরাতে পারব না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিল জোর দিয়ে বলে উঠল, সে তাকে নিজের বাবা-মার কাছে নিয়ে যেতে চায়—বিয়ে করতে চায়।

ভালবর্গ একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি খুব বড় হয়ে গেছ। সত্যি, তুমি এইরকম ভাবে আমার দিকে ছুটে আসাতে আমি অনেক মানসিক কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছি। এখন আমি নিজেই সুস্থ হতে পারব। আমি জানি, তুমি ও অড্ আমার এই উপকার করেছ। এখন আমি যাই।'

টরভিল একেবারে স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। সে বলল, 'সত্যি তুমি চলে যাবে?'

'এখন আমি যেখানে খুশি যেতে পারব, কারণ এখন আমি সব কিছু কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এই ব্যাপারটা আমাকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। এখন মনে হচ্ছে আমি মুক্তি পাব। তোমাকে ও অডকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আর দেখা হবেনা।'

টরভিলের মনে পড়ল—সে আর অড্ ভালবর্গের চারদিকে যে গণ্ডী রচনা করেছিল যে কথা ভালবর্গ জানে না। ভালবর্গ ক্লান্ত হয়ে গাছে হেলান দিল। 'টরভিল বুঝতে পারছ? আমি তোমার মনের কথা জানি না। তুমি হয়ত ভাববে, আমি স্বার্থপর। কিন্তু আমি সে জন্যে মোটেই ভাবিনা।'

টরভিলের একথা ভাল লাগল না। সে উত্তর দিল না। ভালবর্গ আবার বলল, 'আমার যা বলবার তা আমি বলেছি। কিন্তু, তুমি তো কিছু বলছ না।'

'না, সে সব কথা থাক।'

'বলো টরভিল।'

ভালবর্গের চোখের জ্যোতি একটুও কমেনি। ওটা তার চোখে আগের মতই আছে। টরভিল বলল, 'আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি যা বললে, সেটাই কি শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, আমরা আর নিজেদের অবস্থা জটিল করে তুলব না।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টরভিলের সব অদ্ভুত মনে হল। তার চিন্তা, তার চোখের সামনের ছবি, সবই অস্বাভাবিক মনে হল। তবু জিগেস করে—'তুমি কি অড্‌কে বিদায় জানাবে না?'

'না, সেটা আমার পক্ষে বেশ কঠিন হবে। আমার হয়ে তুমি তাকে জানিও। আর তাকে সব ভাল করে বুঝিয়ে বোলো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। তারপর টরভিল ভালবর্গকে চুম্বন করল। ভালবর্গ বলল, সে-ও এটা আশা করছিল!

তাদের বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। এখনও দিনের আলো রয়েছে। টরভিল তার সঙ্গে সেতু পর্যন্ত যেতে চাইল। কিন্তু তাকে বনের শেষ পর্যন্ত আসতে দিতে রাজী হল ভালবর্গ।

পাহাড়ের নিচের রাস্তাটা ঝোপে ঢাকা। নদী এত কাছে যে তার চিক-মিকে জল দেখা যায়। তাদের বলার আর কিছু ছিল না। শুধু চুপচাপ এগিয়ে চলল। যেখান পর্যন্ত টরভিলের আসার কথা, সেই বনের শেষ প্রান্তে তারা এসে পড়ল। যেখান থেকে বাড়ি দুটি গাছ পালায় ঢাকা পড়ায়, দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কালো সেতুটা, দুদিকের থাম পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

ভালবর্গ সেদিকে তাকিয়ে অকারণে বলল, 'এই খিলেনগুলো ভারি সুন্দর।' তারপর তারা আলাদা পথ ধরে এগিয়ে গেল।

টরভিল অন্য জগতে ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। তার মন অশান্ত। তখনও ভাবছে সেই সুন্দর খিলানের কথা। ক্রমে সে বাড়ির কাছের মাঠে এসে দাঁড়াল। ভাবল, সেকি এসব কথা বাড়িতে জানাবে? তারপর ঠিক করল, না জানাবে না, দরজার কাছে এসে আবার সে ভাবল জানাবে কি না। দরজা খুলে একজন মহিলা বের হয়ে এলেন। অডের মা। জানতে চাইলেন অড্‌ও আসছে কিনা। টরভিল জানাল সে এখনি এসে পড়বে। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উনি বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কোন তাড়া নেই।' তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

টরভিল আবার একা দাঁড়িয়ে রইল। নিজের মনের সঙ্গে এখনও সে বোঝাপড়া করছে। চোখের সামনে সেতুর খিলেনগুলো ভেসে উঠল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ঝোড়ো হাওয়া

অড্ হাওয়ার মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছে। হাওয়ার বেশি জোর ছিল না তবু যেন ঝড়ের ইঙ্গিত। অড্ এমন দিনে নিজেকে সহজ করতে পারছে না। কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে। কিছু না জেনেই টরভিলকে বলেছিল সে হাওয়ায় বেড়াতে যাবে। অন্য কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেই এমন দিনে সে বেড়িয়েছে। আজ ইচ্ছে মত সে চলবে। মাথা উঁচু করে, হাত দুলিয়ে দৃঢ়পায়ে রাস্তায় চলতে লাগল। তার দৃষ্টি আজ নির্ভীক তবুও সে ভাবছে তার সাহায্য চাই। নিজের পা ও চোখই তার একমাত্র সম্বল। দিনটা গরম। সে এমন পাতলা জামা পড়েছে যে সবাই তার দিকে একবার তাকিয়ে যাচ্ছে। আর আনন্দে অভিবাদন করছে। সে মাঠের মধ্য দিয়ে হাত দুলিয়ে, মাথা উঁচু করে হেঁটে এসে বড় রাস্তায় উঠলো। লক্ষ্য করল লোকে তাকে দেখে খুশি হচ্ছে। তার ভিতর থেকে আনন্দ যেন মৃদু উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

টরভিল আর ভালবর্গ। কী করছে ওরা? এখনও নিশ্চয় বনের মধ্যেই আছে। যাক্ গে—অড়ের তাতে কিছু আসে যায় না। সে ভাবতে লাগল, যদিও সে হাওয়ায় ঘুরতে চেয়েছিল তবু তার মনে কোথায় একটা কষ্ট হচ্ছে। সারারাত সে এই ভেবেছে। সে নিজেই ত এসবের মূলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে চলতে লাগল। কত লোক যাচ্ছে। কেউ কেউ তার সঙ্গে চোখাচোখি করছে। অনেক গাড়ি চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কেউ তার দিকে হাত নাড়ছে। এদের সবাইকেই সে আগে অনেকবার দেখেছে আর পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কিন্তু এখন এদের চোখে সে যেন কিছু খুঁজছে। মনে হচ্ছে সবাই তার দিকে মায়া করে তাকাচ্ছে। কেউ তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। চোখে ভাবহীন দৃষ্টি। কারো সরল চোখ যেন বলছে, একটি ভাল মেয়ে। যারা চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়, তাদের সে দ্রুত পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

অড এখন সেতুর ওপরে এসে দাঁড়াল, এখানে আর সেই মৃদু হাওয়াটা পাওয়া গেল না।

এখানে সব সময়ের মতন দূরের হাওয়া বইছে। এই হাওয়া তার মনের ভার দূর করতে পারলো না। এই হাওয়া জীবের সুখ দুঃখের সমান মূল্য দেয়। সেতুর নিচে জলস্রোত সমানে বয়ে চলেছে, তারও কিছুতেই কোন ব্যতিক্রম নেই। অড রেলিং-এ হেলান দিয়ে স্থির-দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জলের ওপরটা চিক্‌চিক্ করছে। সেখানে কাদামাটি নেই। অড ভাবছিল, 'না, আমি এ চাই না।' হঠাৎ সে চমকে উঠল, তার একজন সহপাঠিনী তাকে ডাকছে।

'তুমি এখানে কি করছ অড?'

'কিছু না।'

'কেমন অদ্ভুত ভাবে তুমি সেজেছ অড?'

'না সেরকম তো নয়। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি এদিকে যাচ্ছি।'

'আমি যাচ্ছি ওদিকে।'

আবার সে হালকা হয়ে হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে সেতু পার হয়ে সে অনেকগুলো বাড়ি পার হয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তাটা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে তারপর একটা পাথরের পাশ দিয়ে চলে গেছে। অড পাথরের ওপর বসল। ঝোপের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আড়ালে বসে সে ভাবতে লাগল। এখন সে সত্যের সম্মুখীন হতে চেষ্টা করল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে সে পারবে ত মানিয়ে নিতে! এটা যেমন অজানা তেমনি বেদনাদায়ক!

আবার সেতু—এবার হঠাৎ সে একটা নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। দেখল, ভালবর্গ তার দিকে আসছে। সে ভাবল দেখা করবে না। কিন্তু দেখা তাকে করতেই হল। দুজনেই দুজনকে দেখেছে, কাজেই কেউ ফিরতে পারে না।

নিশ্চয় ভালবর্গ টরভিলের কাছ থেকেই আসছে। এত তাড়াতাড়ি ফিরছে?

দুজনই কাছাকাছি এসে পড়েছে। অড তার হাতটা তুলে শান্ত ভাবে ভালবর্গের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়বে ভাবছে। সে আশা করেছিল ভালবর্গ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু কি হলো? অসম্ভব ব্যাপারের মতন ভালবর্গ তার দিকে সরল চোখে তাকিয়ে দেখলো। অবাক হয়ে গেল অড। একটু থেমে আবার ওরা তাকালো—দুজন দুজনের দিকে নির্ভীক মুক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ কিছু বলল না। একটু মাথা হেলাল মাত্র। তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হাঁটছে। এই ভাবে তারা নিজের নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেল। কী হল? কিছু একটা ঘটেছে। অড তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। লোকে যে তাকে দেখছে, তা সে লক্ষ্য করল না।

———

3726

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Gu... ...gri Library
Access on
Class on
Cat. on
Tag etc
Checked
Any Other

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar